উৎসর্গপত্র।

বঙ্গবধূগণ,

বেহুলা তোমাদেরই ঘরের মেয়ে। তোমাদের সামগ্রী তোমাদিগকেই অর্পণ করিলাম। সতী রাণীর আদর তোমরা ভিন্ন কে করিবে মা!

গ্রন্থকার।

উপক্রমণিকা।

সতীর পাদস্পর্শে ভারত চিরপবিত্র। সীতারূপে, সাবিত্রীরূপে দময়ন্তীরূপে—মা বহুবার এই পুণ্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। বাঙ্গালীর ভাগ্যবলে—বেহুলারূপে মা একবার এই বঙ্গদেশেও আসিয়াছিলেন।

বেহুলাকে পাইয়া একযুগের বাঙ্গালীর আশা, আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা পূর্ণ তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল। তাই তখনকার বঙ্গের প্রতি পল্লী, প্রতি জনপদ মাকে স্বপল্লীবাসিনী বলিয়া ঘোষণা করিবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিল।

এমন যে মা, এ মায়ের কথা কহিতে হইলে আর এক মায়ের কথা না কহিলে চলিবে না। বলা বাহুল্য, সে মা আর কেহই নন—দেবী মনসা। মনসা ও বেহুলার সম্বন্ধ বড় গাঢ়—বড় গূঢ়। সম্বন্ধ গাঢ় কেননা, একের কথা অন্যের কথার সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। সম্বন্ধ গূঢ় এইজন্য যে, উভয়েই একই মহাশক্তির বিকাশ ভেদমাত্র। একটু অভিনিবেশ সহকারে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যে সতীশক্তি মানব-সমাজে বেহুলারূপে আবির্ভূত হইয়াছিল—দেবলোকে তাহাই মনসারূপে বিরাজিতা। স্বর্গের আলোকেই পৃথিবী আলোকিত। তাই অমরার মনসাকে আমরা মর্ত্ত্যের বেহুলাতে দেখিতে পাই—তাই মরলোকবাসিনী হইয়াও বেহুলা চির অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

বেহুলা যে মনসারই ছাঁচে ঢালা ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পুরাণ

হইতে মনসা তথ্য সংগ্রহ করা আবশ্যক। পুরাণকার বলিয়াছেন, কশ্যপের মানসী কন্যা বলিয়া মনসার নাম মনসা।(১) মনসার শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে যে :—স্বয়ং শঙ্কর তাঁহার গুরু। তিনি তাঁহার নিকট বেদাদি যাবতীয় বিদ্যা লাভ করেন। আশুতোষকে সেবায় সন্তুষ্ট করিয়া তিনি তাঁহার নিকট হইতে মহাজ্ঞানও প্রাপ্ত হন। তদনন্তর তিনি সাধনার নিমিত্ত পুষ্করে গমন করিয়া ত্রিযুগকাল তপস্যানিরত থাকেন ; এবং পরিশেষে সাধনাবলে শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করেন।(২) অতঃপর পুরাণকার তাঁহার বিবাহের বিষয়ে লিখিয়াছেন যে, কশ্যপ তাঁহাকে মুনিশ্রেষ্ঠ জরৎকারুর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন।(৩)

---

(১) 'কন্যা সা চ ভগবতঃ কশ্যপস্য চ মানসী।
তেনেয়ং মনসা দেবী ... ...'
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ; প্রকৃতিখণ্ড।]

(২) কুমারী সাচ সম্ভূয় জগাম শঙ্করালয়ম্।
ভক্ত্যা সম্পূজ্য কৈলাসে তুষ্টাব চন্দ্রশেখরম্ ॥
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ তং নিষেব্য মুনেঃ সুতা।
আশুতোষো মহেশশ্চ তাঞ্চ তুষ্টো বভূব হ ॥
মহাজ্ঞানং দদৌ তস্যৈ পাঠয়ামাস সাম চ।
কৃষ্ণমন্ত্রং কল্পতরুং দদাবষ্টাক্ষরং মুনে ॥
প্রাপ্য মৃত্যুঞ্জয়াজ্ জ্ঞানং পরং মৃত্যুঞ্জয়ং সতী।
জগাম তপসা সাধ্বী পুষ্করং শঙ্করাজ্ঞয়া ॥
ত্রিযুগঞ্চ তপস্তপ্ত্বা কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ।
সিদ্ধা বভূব সা দেবী দদর্শ পুরতঃ প্রভুম্ ॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ : প্রকৃতিখণ্ড।]

(৩) জরৎকারুমুনীন্দ্রায় কশ্যপস্তাং দদৌ পুরা।
অযাচিতো মুনিশ্রেষ্ঠো জগ্রাহ ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া ॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ; প্রকৃতিখণ্ড।]

অতএব দেখা গেল—মনসা অযোনিসম্ভবা, জগৎগুরুর নিকট শিক্ষিতা, সাধনাবলে ভগবদ্দর্শনে সমর্থা এবং মুনীন্দ্র জরৎকারু কর্তৃক পত্নীরূপে পরিগৃহীতা। সুতরাং বলা যাইতে পারে যে—কি জন্ম, কি শিক্ষা ও সাধনা, কি বিবাহ—মনসার সকলই অলৌকিক, সকলই দেবীত্বের পরিচায়ক।

এইবার মনসার দেবীত্বের যাহা প্রধান নিদর্শন সেই পাতিব্রত্যের কথা কহিব। পুরাণকারের মুখে শুনি—একদিন পুষ্করতীর্থে বটবৃক্ষ মূলে মনসার ক্রোড়ে মস্তক স্থাপন করিয়া তপঃক্লিষ্ট জরৎকারু মুনি নিদ্রিত। এমন সময় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল। সূর্য্য অস্তগমনোন্মুখ দেখিয়া মনসা ভীত হইলেন।(১) ভয়ের কারণ দ্বিবিধ। ১ম—

(১) 'কুতোবাহো মহাযোগী বিশ্রান্তস্তপসাচিরম্।
সুষ্বাপ দেব্যা জঘনে বটমূলে চ পুষ্করে॥
নিদ্রাং জগাম স মুনিঃ স্মৃত্বা নিদ্রেশমীশ্বরম্।
জগামাস্তং দিনকরঃ সায়ং কাল উপস্থিতঃ॥
সঞ্চিন্ত্য মনসা তত্র মনসা সা পতিব্রতা।
ধর্ম্মলোপ ভয়েনৈব চকারালোকনং সতী॥
অকৃত্বা পশ্চিমাং সন্ধ্যাং নিত্যাঞ্চৈব দ্বিজন্মনাং।
ব্রহ্মহত্যাদিকং পাপং লভিষ্যতি পতির্ম্ম॥
বেদোক্তমিতি সঞ্চিন্ত্য বোধয়ামাস তং মুনিম্॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতিখণ্ড।]

অপিচ মহাভারতে—
উৎসঙ্গেঽস্যাঃ শিরঃ কৃত্বা সুষ্বাপ পরিখিন্নবৎ।
তস্মিংশ্চ সুপ্তে বিপ্রেন্দ্রে সবিতাস্তমিয়াদ্গিরিম্॥
অহ্নঃ পরিক্ষয়ে ব্রহ্মংস্ততঃ সাচিন্তয়ৎ তদা।
বাসুকের্ভগিনী ভীতা ধর্ম্মলোপান্মনস্বিনী॥
কিং নু মে সুকৃতং ভূয়াদ্ভর্ত্তুরুত্থাপনং ন বা।
দুঃখশীলো হি ধর্ম্মাত্মা কথং নাস্যাপরাধ্নুয়াম্॥

নিদ্রিত পতিকে জাগরিত করিলে পতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন। ২য়—পতির ধর্ম্মহানি আশঙ্কা; যথাকালে সন্ধ্যাকৃত্য অনুষ্ঠিত না হইলে পতির পাতিত্য ঘটিতে পারে। বিষম সমস্যা! একদিকে নিজের ইষ্ট, অন্যদিকে পতির ইষ্ট। মন কিন্তু সতীর। সুতরাং সমস্যা সমাধানে বিলম্বও ঘটিল না, কষ্টও হইল না। সতীর মনে পতির ইষ্টই প্রবল হইল। তাই নিজের অনিষ্ট অবধারিত জানিয়াও তিনি পতির ধর্ম্মরক্ষার্থ তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিলেন এবং তাঁহার পদতলে পড়িয়া কহিলেন :—

আপনার ধর্ম্মহানি হইবে ভাবিয়া আমি আপনার নিদ্রা ভঙ্গ করিয়াছি। আমি দুষ্টা—আপনি আমার শাস্তিবিধান করুন।(১)

জরৎকারু বিবাহকালে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, কিঞ্চিন্মাত্র অপ্রিয়কার্য্য করিলেই তিনি পত্নীকে পরিত্যাগ করিবেন।(২) সুতরাং

কোপো বা ধর্ম্মশীলস্য ধর্ম্মলোপোঽথবা পুনঃ।
ধর্ম্মলোপো গরীয়ান্ বৈ স্যাদত্রাকরোন্মতিম্॥

এস্থলে বলিয়া রাখি যে মহাভারতে যদিও কুত্রাপি মনসানামের প্রয়োগ দেখা যায় না, তথাপি মহাভারতবর্ণিত আস্তীকজননীই যে পুরাণোক্ত মনসা, তাহা মহাভারত ও পুরাণ মিলাইয়া পড়িলে সহজেই বুঝা যায়। পুরাণে অবশ্য মনসাচরিত্রের সমধিক বিকাশ লক্ষিত হয় এবং পুরাণেই তাঁহার দেবীত্ব কথিত হইয়াছে। তবে ইহাও নিশ্চিত যে মনসা আখ্যায়িকার প্রধান প্রধান ঘটনাবলি সম্বন্ধে (যথা জরৎকারুর সহিত বিবাহ, আস্তীককে গর্ভে ধারণ, সর্পসত্রে নাগকুল রক্ষা প্রভৃতি) মহাভারত ও পুরাণে কোন বিরোধই নাই। সম্ভবতঃ মহাভারতের আখ্যায়িকাই কালক্রমে পুরাণকার কর্ত্তৃক পরিগৃহীত হইয়াছিল। সুতরাং মনসা সম্বন্ধে মহাভারত ও পুরাণ উভয় গ্রন্থ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করা যে বিশেষ দোষাবহ তাহা বোধ হয় না।

(১) সন্ধ্যালোপভয়েনৈব নিদ্রাভঙ্গঃ কৃতস্তব।
কুরু শাস্তিং মহাভাগ দুষ্টায়া মম সুব্রত॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতিখণ্ড।]

(২) অপ্রিয়ঞ্চ ন কর্ত্তব্যং কৃতে চৈনাং ত্যজাম্যহম্।
[মহাভারত—আস্তীক পর্ব্ব।]

তিনি নিজের প্রতিজ্ঞা রক্ষার্থ মনসাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরিত্যক্তা হইলেন বটে কিন্তু মনসা পতির উপর রুষ্টা হইলেন না বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে থাকিতেও অনুরোধ করিলেন না। গমনকালে তিনি পতিকে এই মাত্র বলিলেন (১) :—

নিদ্রার ব্যাঘাত করি দোষী আমি তব পায়।
চরণে ঠেলেছ তাই কি দোষ দিব তোমায়॥
কিন্তু নাথ!
বন্ধুভেদ হতে দুঃখ পুত্রভেদে তীব্রতর।
পরাণ বিয়োগ হতে প্রাণেশ বিয়োগ বড়॥
শতপুত্রাধিক পতি পতিব্রতা রমণীর।
প্রিয় বলে ডাকে তাই সতী তাঁরে জেন স্থির॥
বৈষ্ণবের যেই প্রীতি শ্রীহরির রাঙা পায়।
একপুত্রে যেই সুখ একপুত্রজনে পায়॥

(১) দোষেণাহং ত্বয়া ত্যক্তা নিদ্রাভঙ্গেন তে প্রভো।
যত্র স্মরামি তে বন্ধো তত্র মামাগমিষ্যসি॥
বন্ধুভেদঃ ক্লেশতমঃ পুত্রভেদস্ততঃ পরঃ।
প্রাণেশভেদঃ প্রাণানাং বিচ্ছেদাৎ সর্ব্বতঃ পরঃ॥
পতিঃ পতিব্রতানাঞ্চ শতপুত্রাধিকঃ প্রিয়ঃ।
সর্ব্বস্মাচ্চ প্রিয়ঃ স্ত্রীণাং প্রিয়স্তেনোচ্যতে বুধৈঃ॥
পুত্রে যথৈকপুত্রাণাং বৈষ্ণবানাং যথা হরৌ।
নেত্রে যথৈকনেত্রাণাং তৃষিতানাং যথা জলে॥
বিদ্বষাঞ্চ যথা শাস্ত্রে বাণিজ্যে বণিজাং যথা।
তথা শশ্বন্মনঃ কান্তে সাধ্বীনাং যোষিতাং প্রভো॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ; প্রকৃতিখণ্ড।]

পিপাসী জনের দৃষ্টি বারিপানে রহে যথা।
একমাত্র চক্ষু যার তাহে তার যে মমতা॥
পণ্যে যথা লভে সুখ বণিক বাণিজ্যে রত।
শাস্ত্রে যেই রতি যুত সুধী জন অবিরত॥
অহর্নিশ সেই প্রীতি সাধ্বী অনুভব করে।
পতির স্মরণে তার অন্তরে অমৃত ক্ষরে॥
নিবেদন করে দাসী যোড় করি দুই হাত।
মাঝে মাঝে দরশন দিও তারে প্রাণনাথ॥

পতির তৃপ্তির নিমিত্ত, পতির মঙ্গলার্থ সতীর এই পূর্ণ আত্মবিস্মৃতি দেখিলে সেই অজ্ঞা প্রকৃতির কথা মনে পড়ে—যিনি অনন্তকাল অজপুরুষের সেবা করিয়া জ্ঞানহারা। যে দৃষ্টিতে পতিকে দেখিতে পারিলে এমন পাতিব্রত্যের উদ্ভব হয় পুরাণকার তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণকার বলেন (১):—

পতিপদে মন যার রহে অচঞ্চল।
অনায়াসে লভে সেই কৃষ্ণ পূজা ফল॥
পতিব্রতাব্রত তরে পতিরূপ ধরি।
সতীর অন্তরে বাস করেন শ্রীহরি॥

অর্থাৎ পতি ও বিশ্বপতিতে অভেদ দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে এই অলৌকিক পাতিব্রতা জন্মিতেই পারে না।

অতি অল্পকথায় পুরাণকার মনসার পাতিব্রতা বর্ণনা করিয়াছেন।

(১) যয়া পতিঃ পূজিতশ্চ শ্রীকৃষ্ণঃ পূজিতস্তয়া।
পতিব্রতাব্রতার্থঞ্চ পতিরূপী হরিঃ স্বয়ম্॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতিখণ্ড।]

সংক্ষিপ্ত হইলেও পুরাণবর্ণিত পতিব্রতা মনসার চরিত্রগৌরব অতুলনীয়। প্রচলিত আখ্যায়িকায় কিন্তু মনসা সম্বন্ধে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই দেখিতে পাই। লৌকিক মনসা বিভীষিকারাজ্যের মূর্ত্তিমতী বিভীষিকা মাত্র; তাহাতে দয়া নাই, মায়া নাই, মমতা নাই। সে নিজ প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত হিতাহিত জ্ঞানশূন্যা, নিজের ইষ্টসিদ্ধির জন্য পরপীড়নে কুণ্ঠা বর্জ্জিতা। কি কারণে মনসা সম্বন্ধে এই বিকৃত ধারণা জন্মিয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার ইহা স্থল নহে। তবে এই মাত্র ইঙ্গিত করা যাইতে পারে যে এমন এক যুগ আসিয়াছিল যখন শুধু মনসা বলিয়া নহে, সকল দেবতার বিষয়েই লোকের মনে বিসদৃশ ধারণা স্থান পাইয়াছিল। দেশ-মধ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের অভাব যে ইহার আংশিক কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এই লৌকিক মনসার দ্বারে যখন আদর্শ সতী বেহুলাকে কৃপাপ্রার্থিনী রূপে দাঁড়াইতে দেখি তখন বাস্তবিকই অন্তরের অন্তঃস্তল পর্য্যন্ত শিহরিয়া উঠে।

বেহুলার উপাখ্যান অনেকেই লিখিয়াছেন। কিন্তু মনসাচরিত্রের বিশুদ্ধতা বজায় রাখিয়া বেহুলার কথা আজি পর্য্যন্ত কেহই কহেন নাই। আমি এই নাটকে সেই চেষ্টাই করিয়াছি এবং যেখানেই মনসাকে আনিয়াছি সেইখানেই তাঁহার পুরাণবর্ণিত চরিত্র মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছি। কারণ দেবচরিত্র সম্বন্ধে লৌকিক ভ্রান্ত ধারণা অপনোদন করা আমি অবশ্যকর্ত্তব্য মনে করি। তবে মনসাকে প্রদর্শন করিবার প্রয়োজন আমি অতি অল্প স্থলেই বোধ করিয়াছি। ইহার কারণ নিম্নে নির্দ্দেশ করিলাম।

পতিব্রতারূপে মনসা ও বেহুলাতে আমি কোন ভেদই দেখি নাই। যে পাতিব্রত্য মনসার দেবীত্বের অন্যতম পরিচায়ক বেহুলাতে তাহার অপূর্ব্ব বিকাশ লক্ষিত হয়। এ বিষয়ে বুঝিবা মহাশক্তির দৈবীরূপ অপেক্ষা মানবীরূপই অধিকতর উজ্জ্বল। মনসার পাতিব্রত্যের যাহা আদর্শ—

অর্থাৎ নিজপতি ও বিশ্বপতিতে অভেদজ্ঞান—বেহুলাতে তাহাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুতরাং যখন সংসার মধ্যে সতী বেহুলা কার্য্যনিরতা—তখন সেই একই ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে সতী মনসার ক্রিয়ার অবকাশও নাই, প্রয়োজনও নাই। দেবতাবিশেষের কার্য্যসমূহ যখন তৎশক্তিতে অনু-প্রাণিত মানব দ্বারা সম্পাদিত হয় তখন দেবতার পক্ষে তৎতৎ ঘটনাবলির দ্রষ্টা ও পরোক্ষ নিয়ামক রূপে থাকাই স্বাভাবিক। প্রচলিত আখ্যায়িকায় মনসার দুইটি প্রধান কার্য্য বর্ণিত হইয়াছে :—

১। শৈব চন্দ্রধরের মত পরিবর্ত্তন সম্পাদন। ২। লক্ষ্মীন্দ্রের পুন-র্জ্জীবন দান। কিন্তু বাস্তবিক কি এই দুই গুরুতর কার্য্য বিভীষিকাময়ী মনসার দ্বারা সাধিত হইয়াছিল? অভিনিবেশ সহকারে লৌকিক উপা-খ্যান পড়িলেও বুঝা যায় যে তাহা নহে। মনসার ভয়ে ভীত হইয়া শৈব চন্দ্রধর শাক্ত হন নাই। মর্ত্ত্যের সতী বেহুলাতে তিনি অমরার সতী মনসার মোহন মূর্ত্তি দেখিয়াছিলেন বলিয়াই পরিণামে মনসার পূজক তথা সতীসেবক হইয়াছিলেন। বেহুলার অলৌকিক সাধনা-প্রণালী দেখিয়াই চন্দ্রধর নিজের পন্থার ত্রুটি বুঝেন এবং সতীর মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সতীশক্তির নিকট মস্তক অবনত করেন। সতীরূপে মনসা ও বেহুলা একই সামগ্রী বলিয়া বেহুলার মহিমা স্বীকার করিয়া চন্দ্রধর মন-সার মহিমাই স্বীকার করিয়াছেন—ইহাই আমার ধারণা। তবে এ মনসা যে লৌকিক মনসা নহে তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। লক্ষ্মীন্দ্রের পুনর্জীবন লাভও বলদৃপ্তা মনসার অনুগ্রহ মাত্র নহে। তাহারও গূঢ়কারণ প্রতিব্রতা বেহুলার অপার্থিব পাতিব্রত্য। নিজপতিই বিশ্বপতি—বেহুলার এই মহাতথ্য প্রত্যক্ষ হইয়াছিল—তাই তাঁহার পতি মরিয়াও মরিতে পারেন নাই, তাই সাধারণ কার্য্যকারণ শৃঙ্খল বেহুলাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই, তাই জড়জগতের যাহা অপরিবর্ত্তনীয় নিয়ম তাহা বেহুলার সম্বন্ধে খাটে নাই; তাই মৃতদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বেহুলা অসাধ্য সাধন

করিয়া গিয়াছেন। এহেন বেহুলাকে কার্য্যক্ষেত্রে পাই বলিয়া মনসাকে আর এই সংসারের কোলাহলের মধ্যে ঘন ঘন আনয়ন করিবার প্রয়োজন বোধ করি নাই। পতিব্রতা মনসার যাহা প্রকৃত কার্য্য, পতিব্রতা বেহুলার দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে এবং একের মাহাত্ম্যকথনে অন্যেরও মাহাত্ম্য কথিত হইয়াছে, ইহাই আমার বিশ্বাস। কারণ প্রথমেই বলিয়াছি, উভয়েই একই মহাসতীর রূপ ভেদ মাত্র।

মনসা চরিত্রের আর এক অংশ এখনও বুঝিয়া দেখা হয় নাই। মহাভারতে দৃষ্ট হয় যে বাসুকি নাগকুলের ভাবী বিপদ নিবারণ আশায় স্বীয় ভগিনীকে জরৎকারুমুনির সহিত বিবাহ দেন।(১) পুরাণকারও মনসাকে, নাগভগিনী ও নাগকুলের রক্ষাকারিণী বলিয়া 'নাগেশ্বরী' আখ্যা দিয়াছেন।(২) জরৎকারু মুনিও গুরুতর হেতুতে বাসুকিভগিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। এক সময়ে তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে চিরজীবন ব্রহ্মচারী থাকিবেন। কিন্তু যে কারণে তাঁহাকে এ সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে হয় তাহা কথিত হইতেছে। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহার পিতৃপুরুষগণের সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তাঁহাদিগকে নিরতিশয় বিষণ্ণভাবে অবস্থিত দেখেন। তাঁহাদের এবম্বিধ বিষাদের কারণানুসন্ধানে তিনি অবগত হইলেন যে তিনি অকৃতদার বলিয়া তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহাদের

---

(১) সোঽহমেবং প্রপশ্যামি বাসুকে! ভগিনীং তব।
জরৎকারুরিতি খ্যাতাং তাং তস্মৈ প্রতিপাদয়॥
ভৈক্ষবাদ্ভক্ষমাণায় নাগানাং ভয়শান্তয়ে।
ঋষয়ে সুব্রতায়ৈনামেষ মোক্ষঃ শ্রুতো ময়া॥

বিবাহ সম্বন্ধে পুরাণ অপেক্ষা মহাভারতের আখ্যায়িকা বিস্তৃততর।

(২) নাগানাং প্রাণরক্ষিত্রী যজ্ঞে জন্মেজয়স্য চ।
নাগেশ্বরীতি বিখ্যাতা সা নাগভগিনী তথা॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতি খণ্ড।]

বংশ লোপ অবশ্যম্ভাবী, এইজন্য তাঁহারা পুণ্যলোক ভ্রষ্ট হইতেছেন এবং যারপর নাই কষ্টে আছেন।(১) পিতৃপুরুষগণের ব্যথায় মুনির মন ব্যথিত হইল। আর্য্য-সন্তানের পক্ষে এ ব্যথা যে কত তীব্র তাহা মহাকবি কালিদাস অভিজ্ঞানশকুন্তল নাটকের যে স্থলে অপুত্রক দুষ্মন্তকে পিতৃ-পুরুষের পিণ্ডলোপাশঙ্কায় মূর্চ্ছিতাবস্থায় দেখাইয়াছেন, সেই স্থল পাঠ করিলে কথঞ্চিৎ বুঝা যায়। যাহা হউক মুনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি পিতৃগণের তৃপ্তিসাধনরূপ মহদুদ্দেশ্যপ্রণোদিত হইয়া পরিশেষে বাসুকিভগিনীকে বিবাহ করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মনসা পতিকুল ও পিতৃকুল উভয়কুলেরই অসীম আশার সামগ্রী। একদিকে সমগ্র নাগজাতি তাঁহার মুখাপেক্ষী; অপর দিকে লোকান্তরবাসী পিতৃগণ তাঁহারই ভরসায় পুণ্যলোক পুনঃপ্রাপ্তিপ্রয়াসী। বাস্তবিক এই সূত্রেই মনসার রক্ষাবিধায়িনারূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনসা সতী। সতীর কার্য্য সংরক্ষণ। সংসার রক্ষার্থ সতীর কি করণীয় তাহা তিনি জানিতেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, 'তস্মিংস্তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।' তাই সকলের মঙ্গলকামনায় তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব পতিপদে অন্তর ঢালিয়া দিলেন। সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইল। তিনি মহা তেজস্বী পুত্রের জননী হইলেন। সেই পুত্রই আস্তীক নামে খ্যাত।(২) কিন্তু পুত্র পাইয়াই তিনি পরিতুষ্ট হন নাই। সে পুত্র যাহাতে তাঁহার সংসার সংরক্ষণ কার্য্যের সহায় হয়, তিনি তদ্বিষয়ে মনোযোগিনী হইয়াছিলেন। পতি পরিত্যাগ করিয়া গেলে পর তিনি শঙ্করের গৃহে যাইয়া পুত্র প্রসব করেন এবং তাহার সুশিক্ষার জন্য তিনি তাহাকে

(১) মহাভারত—আস্তীক পর্ব্ব; ৪৫ অধ্যায়।

(২) আস্তীকস্য মুনীন্দ্রস্য মাতা সা চ তপস্বিনঃ।
আস্তীকমাতা বিখ্যাতা জগৎসু সুপ্রতিষ্ঠিতা॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতিখণ্ড।]

দেবাদিদেবের হস্তে অর্পণ করেন। পিতৃকুলকে উদ্ধার করিবার জন্য যাহার জন্ম, অসংখ্য জীবকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করা যাহার জীবনের ভাবী উদ্দেশ্য, মৃত্যুঞ্জয়ই তাহার উপযুক্ত শিক্ষক। দেবাদিদেবের কৃপায় আস্তীক সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী হন।(১) অনন্তর পুত্রসহ মনসা পিত্রালয়ে গমন করেন। তথায় অবস্থানকালে জনমেজয়ের সর্প-সত্র আরব্ধ হয়। জনমেজয়ের পিতা পরীক্ষিৎ তক্ষকনাগদংশনে কালগ্রাসে নিপতিত হন। পিতৃ-মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য জনমেজয় নাগকুলের মহাভীতিপ্রদ, ঐ সত্রের অনুষ্ঠান করেন। অগণিত নাগ যজ্ঞক্ষেত্রে প্রজ্বলিত অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। তখন তক্ষক শঙ্কাকুল হইয়া ইন্দ্রের, শরণাপন্ন হইলেন। এদিকে ব্রাহ্মণগণের মন্ত্রশক্তি প্রভাবে তক্ষক সমেত ইন্দ্র যজ্ঞস্থলাভিমুখে আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। অনন্যোপায় হইয়া দেবগণ-সহ মহেন্দ্র মনসার শরণাপন্ন হইলেন।(২) স্বজনবর্গের নাশে ব্যথিতান্তঃকরণ বাসুকিও এই বিষম বিপন্নিবারণে একমাত্র স্বীয় ভগিনীই সমর্থা জানিয়া, নাগজাতি যাহাতে নির্ম্মূল না হয়, তাহার উপায়বিধান করিবার নিমিত্ত ভগিনীকে সকাতরে অনুরোধ করিতে লাগিলেন।(৩)

(১) শম্ভুশ্চ চতুরো বেদান্ বেদাঙ্গানিতরাংস্তথা।
বালকং পাঠয়ামাস জ্ঞানং মৃত্যুঞ্জয়ং পরম্॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতিখণ্ড।]

(২) সতক্ষকশ্চ ভীতশ্চ মহেন্দ্রং শরণং যযৌ।
সেন্দ্রঞ্চ তক্ষকং হন্তুং বিপ্রবর্গঃ সমুদ্যতঃ॥
অথ দেবাশ্চ মুনয়শ্চাযযুর্মনসান্তিকম্।
তাং তুষ্টাব মহেন্দ্রশ্চ ভয়কাতরবিহ্বলঃ॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ; প্রকৃতিখণ্ড।]

(৩) অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো যদর্থমসি মে স্বসঃ!
জরৎকারো ময়া দত্তা ত্রায়স্বাস্মান্ সবান্ধবান্॥
[মহাভারত—আস্তীকপর্ব্ব।]

আজ মনসার দ্বারে স্বর্গমর্ত্ত্য কৃপাভিখারী। ইহা কিছু বিচিত্র নয়। মায়ের করুণায় বিশ্ব বিধৃত। কালের ক্রোড়ে ক্রীড়মান জীব চিরদিনই শিশু। শিশু একান্তই জননীর আশ্রিত। দুর্দ্দিনে সন্তানের একমাত্র সহায় মা। মনসাও মায়ের মত মা। তাই সন্তানের এই বিষম সঙ্কটকালে তাঁহার বরাভয়দায়িনী-ভাব জাগিয়া উঠিল। তিনি সকলকে আশ্বাস দিয়া নিজ পুত্রকে আহ্বান করিলেন। তিনি মনে জানিতেন অনেকের পুত্রকে রক্ষা করিতে সমর্থা হইবেন বলিয়াই তিনি নিজে পুত্রবতী। তাই এতদিন যে পুত্রকে এত কষ্টে পালন করিয়াছেন, এত যত্নে শিক্ষা দিয়াছেন—তাহার মাতৃস্তন্যপানের সার্থকতা প্রতিপাদনের সময় আসিয়াছে বুঝিয়া, তাহার শিক্ষার পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত জানিয়া—তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন—যাও বৎস যাও, দেবলোক প্রপীড়িত ; নাগলোক ধ্বংসোন্মুখ ! আমার আজ্ঞায় জনমেজয়কে সর্পসত্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত কর ! মায়ের কথাই সার্থক হইল। আস্তীকের মধ্যস্থতাতেই সর্পযজ্ঞ নিবারিত হইল।(১) ইন্দ্র রক্ষা পাইলেন, নাগজাতির ভয় বিদূরিত হইল, সংসারে শান্তি ফিরিয়া আসিল। তখন কৃতজ্ঞ দেবতা, কৃতজ্ঞ নাগ মায়ের করুণায় মোহিত হইয়া তাঁহার চরণে ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দান করিল।(২) বাস্তবিক মনসার কর্ম্মক্ষেত্রের বিস্তার একরূপ অপরিমেয়। তাহা কেবল এই

---

(১) ততঃ আস্তীক আগত্য যজ্ঞঞ্চ মাতুরাজ্ঞয়া।
মহেন্দ্রতক্ষকপ্রাণান্ যযাচে ভূমিপং বরম্ ॥
দদৌ বরং নৃপশ্রেষ্ঠঃ কৃপয়া ব্রাহ্মণাজ্ঞয়া।
যজ্ঞং সমাপ্য বিপ্রেভ্যো দক্ষিণাঞ্চ দদৌ মুদা ॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ; প্রকৃতি খণ্ড।]

(২) বিপ্রাশ্চ মুনয়ো দেবা গত্বা চ মনসান্তিকম্।
মনসাং পূজয়ামাসুস্তুষ্টুবুশ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
[ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ; প্রকৃতিখণ্ড।]

পৃথিবীতে সীমাবদ্ধ নহে। তাহার প্রসার মর্ত্ত্য হইতে স্বর্গ পর্য্যন্ত। তাঁহার কর্ম্মের ফলভোগী ইহলোকবাসী, পরলোকবাসী, দেবলোকবাসী সকলেই। মনসা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিতা। 'ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ' এই মহাকবিবাক্য মনসাসম্বন্ধে অক্ষরে অক্ষরে প্রযোজ্য। মহিমা তাঁহাকে খুঁজিয়া লইয়াছিল, তাঁহাকে কখন মহিমা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় নাই।

মনসার এই লোকপালিনী ও শান্তিবিধায়িনী রূপও বেহুলাতে সুন্দর প্রস্ফুটিত। বেহুলাও পতি এবং পতিকুলের রক্ষাকারিণী। এই সংরক্ষা কার্য্যে তাঁহারও পাতিব্রত্যই একমাত্র সহায়। পতিপদ সেবা করিয়াই তিনি পতি ও পতিকুল রক্ষা করিয়াছিলেন। আবার দেখি সতীত্বেরই চরম মূর্ত্তি প্রদর্শনপূর্ব্বক পরিণামে তিনি শৈব ও মনসাসেবকগণের বিরোধ ভঞ্জন করিয়া সমাজ ও সংসার মধ্যে শান্তি স্থাপন করিতেছেন। এই সকল কারণে বেহুলাকে আমি মনসারই মূর্ত্তিভেদরূপে দেখিয়াছি। ধর্ম্ম লইয়া কলহ সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে প্রসিদ্ধ। মনসা ও চন্দ্রধরের বিবাদ আমি সম্প্রদায়বিশেষের সহিত সম্প্রদায়বিশেষের বিবাদরূপেই গ্রহণ করিয়াছি এবং গুরুতর কারণে প্রচলিত আখ্যায়িকাবর্ণিত মনসাকে বর্জ্জন করিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া মনসাসেবকগণের নেত্রীরূপে মণিভদ্রা চরিত্রের অবতারণা করিয়াছি। পুরাণ ও মহাভারত পাঠে আমার যতটুকু ধারণা হইয়াছে তাহাতে মনসার চরণাশ্রিত নাগ অর্থে আমি মনুষ্যজাতিবিশেষ বুঝিয়াছি। তবে সর্প অর্থে নাগ শব্দ যে একেবারে প্রয়োগ করি নাই তাহা নহে।

শ্রীহরনাথ বসু।

গ্রন্থকার লিখিত পুস্তকাবলী।

গুরুগোবিন্দ	(নাটক)	...	...	১৷০
বীরপূজা—দ্বিতীয় সংস্করণ	(নাটক)	...	...	১৲
ময়ূর সিংহাসন—দ্বিতীয় সংস্করণ	(নাটক)	...	...	১৲
বেহুলা—দ্বিতীয় সংস্করণ	(নাটক)	...	...	১৲
পম্পীর পরিণাম	(পঞ্চাঙ্ক নাটক)	...	...	১৲
বণিকবালা বা রত্নমঞ্জরী	(উপন্যাস)	...	...	৸০
স্বর্ণহার	(নাটক)	...	...	৸০
জাগরণ	(নাটিকা)	...	...	৷৵০
ললিত প্রসঙ্গ	...	...	..	॥০
মনোহর পাঠ	..	...	...	৷৵০
প্রসঙ্গমালা	...	...	...	৷০
বঙ্গদেশের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ		..	...	৶০
ভূগোল প্রসঙ্গ	...	...	...	৶০

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

চন্দ্রধর (চাঁদ সদাগর)	চম্পাপতি বণিকরাজ।
লক্ষ্মীন্দ্র	ঐ পুত্র।
নেড়া	ঐ ভৃত্য।
আস্তিক	ঋষি (মনসার পুত্র)।
সাধুবণিক	বেহুলার পিতা।

চন্দ্রধরের কনিষ্ঠপুত্র, জনৈক অন্ধ ও তাহার পৌত্র জনার্দ্দন, নাগবালক মরিয়ম, জনৈক চম্পাবাসী, পুরোহিত, ঘটক, ভট্টাচার্য্য, ওঝা, ফলবিক্রেতাগণ, আচার্য্য, সাপুড়ে, নাগরিকগণ, নাগ, সর্দ্দার ও সামন্তগণ, সাধুবণিকের আত্মীয়গণ, কারিগরদ্বয়, গ্রামবাসিগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

মনসা	দেবী।
সনকা	চন্দ্রধরের পত্নী।
অমলা	সাধুবণিকের স্ত্রী।
বেহুলা	ঐ কন্যা।
মণিভদ্রা	নাগরাণী।
বিন্দি	নেড়ার স্ত্রী।

সাপুড়ে স্ত্রীগণ, সখীগণ ইত্যাদি।

বেহুলা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আস্তিকের আশ্রম।

মনসা ও আস্তিক।

আস্তিক। কহ মাতা,
আর কত দিনে হবে তব উদ্দেশ্য সাধন?
আদেশে তোমার
দেশে দেশে পুরোহিত ক'রেছি প্রেরণ,
সুরক্ষিত চতুরঙ্গ দলে—
প্রাণপণে করে তারা
মহিমা প্রচার তব,
এ ভব মণ্ডলে।

কিন্তু মাগো, ব্যর্থ পরিশ্রম!
মদে মত্ত শিক্ষিত সমাজ,
সভ্য বলি পরিচিত যারা—
শুনিয়া তোমার নাম
করে নাসিকা কুঞ্চন;
কহে, অনার্য্যের দেবী তুমি
কুহকের রাণী—
কিম্বা কল্পনা গঠিতা
কায়াহীন ছায়া অজ্ঞ মানবের।
বিদ্যাগর্ব্বে গর্ব্বিত মানব, পূজে
নিরাকার নির্ব্বিকার ব্রহ্ম সনাতনে;
কহে দম্ভভরে,
শক্তি নাহি মানি,
নাহি মানি প্রেতিনী ডাকিনী!
কহ মাতা, কি উপায় হবে—
কহ, কেমনে হইবে, হায়,
পূর্ণ প্রতিষ্ঠা তোমার?

মনসা। ভাল ভাল,
শুনি, কহ বৎস,
বুদ্ধিহীন অজ্ঞান নরের
এতদিনে কিবা হিত হইল সাধন?

আস্তিক। হে কল্যাণি,
কি কব মহিমা তব,
ায় তোমার হের মাতা উন্নতি বিধান!
। বলি', উন্নত মানব,

বাহুবলে বিতাড়িত করিল যাদের
পৃথিবীর প্রান্তদেশভাগে,
নহে তারা উলঙ্গ ভৈরব আর,
নহে হিতাহিত জ্ঞান-শূন্য এবে ;
কৃপায় তোমার
অজ্ঞ নর বিজ্ঞতম ক্রমে ;
অন্ধকারে আবৃত হৃদয়
আলোকিত তোমার প্রভায় ;
আর তারা
পশু বধে নাহি করে জীবিকা অর্জ্জন,
ধনুকরে নাহি ফেরে কাননে কান্তারে,
হিংসা নাহি করে পরস্পরে ;
পরে বাস, বাঁধে মা আবাস
প্রকৃতির নগ্ন পুত্রগণে ;
করে শিল্পের যতন,
কৃষিকার্য্যে দেয় মন,
মানে সমাজ বন্ধন ;
শক্তির প্রভাবে
স্নেহ প্রেম প্রীতি-পুষ্প প্রস্ফুটিত চিতে ;
—পদ্ম যথা পঙ্কিল সলিলে !
অঙ্কুরিত উচ্চ আশা প্রাণে,
ধীরে ধীরে অজ্ঞ নর,
এইরূপে উঠে মাগো উন্নতি-সোপানে ;
কিন্তু দেবি, এই খেদ মনে
আর্য্য স্থানে স্থান নাহি তব !

মনসা। খেদ নাহি কর পুত্র,
শুন কহি গূঢ় বিবরণ ;
করিবারে ধর্ম্মের স্থাপন,
অধর্ম্ম করিতে নাশ
যুগে যুগে অবতার হন নারায়ণ ;
প্রয়োজনে রাম কৃষ্ণ বুদ্ধ আদি
অবতার ভবে ;
কিন্তু মোহাচ্ছন্ন দুর্ব্বল মানব—
ভুলি অবতার-প্রচারিত নীতি,
নিজ বুদ্ধিমত করে কদর্থ ধর্ম্মের ;
হের এইরূপে
বৌদ্ধধর্ম্ম বিকৃত সমাজে।
বুদ্ধিবলে ক্ষীণ নরে করে নিরূপণ,
শক্তি-পূজা নাহি প্রয়োজন ;
অন্নগত প্রাণ,
সুখদুঃখে অভিভূত সদা,
পশু সম প্রবৃত্তির দাস,
চাহে পূজিবারে
ধারণা অতীত কর্ম্ম-হীন ব্রহ্ম সনাতনে,
পঙ্গু যথা চাহে গিরি লঙ্ঘিবারে!
নাহি জানে
শক্তি বিনা ব্রহ্ম নিরূপণে
সমর্থ নহেক কেহ ;
নাহি মানে মনে,
ক্রমে হয় ব্রহ্মাণ্ড বিকাশ,

নহে অকস্মাৎ শৃঙ্খলা-বিহীন কিছু ;
তাই মহাশক্তি অম্বিকার বরে,
সহচরী আমি তাঁর,
সাধিবারে মানবের হিত
ভ্রমি ধরা পরে,
শক্তি-পূজা প্রতিষ্ঠা কারণ।
চিনাইতে নরে
ব্রহ্ম কিবা—কিবা শক্তি তাঁর,
জনম আমার ;
আমি সেতু—
লয়ে যেতে নরে শক্তি পারাবারে ;
জেনো স্থির,
উদ্দেশ্য মোদের সফল হইবে ত্বরা।
কার্য্য হেতু জন্মে নর,
কার্য্য হেতু শক্তির বিকাশ,
কার্য্যে রহ রত,
দেখিবে অচিরে—
পূজিবে আমারে নরে,
আমা হ'তে ক্রমে চিনিবে তাঁহারে,
যাঁর কার্য্যে নিয়োজিত আমি।

আস্তিক। ধন্য ধন্য আমি,
শুনি মাগো শ্রীমুখে তোমার
ধর্ম্ম তত্ত্ব আজি ;
কহ শুভে,
অতঃপর কি করিব মোরা ?

মনসা। চম্পাধামে করে বাস
চন্দ্রধর বীর,
বণিকের রাজা বলি খ্যাত ;
মহা শৈব সেই জন,
কিন্তু ভ্রান্তি মদে মাতি
শিব শক্তি প্রভেদ কল্পনা করে,
পূজে চন্দ্রনাথে,
কিন্তু অন্ধ অহঙ্কারে
না পায় দেখিতে স্বরূপ মূরতি তাঁর ;
যদি কোন মতে পার তারে
করিবারে শক্তি উপাসক,
সেই যদি করে কভু
মহিমা কীর্ত্তন মম—
তবে জেনো স্থির
সমগ্র ভারতে পূজা মোর হইবে প্রচার ;
ধর্ম্ম নামে নাস্তিকতা নাহি রবে আর,
হবে চৈতন্য উদয়,
বিষয়ীর অন্তরে কখন
অজ্ঞেয় অচিন্ত্য ব্রহ্ম নাহি পাবে স্থান,
কার্য্য সিদ্ধ হইবে সবার।

আস্তিক। মাগো,
কি কব দুঃখের কথা,
চন্দ্রধর মহা বলবান,
পণ দৃঢ় তার,
কোন মতে নাহি মানে

শক্তির অস্তিত্ব ভবে ;
বিপক্ষে তাহার
কত বার নাগসৈন্য করেছি প্রেরণ,
কিন্তু বিফল যতন,
পুনঃ পুনঃ মাগি পরাজয়
নাগ কুল হতাশ অন্তর !
যুক্তি তাই যাচি তব কাছে।

মনসা। বৎস,
অদৃশ্য কালের গর্ভে
কি রহস্য আছে লুক্কায়িত,
কেন নাহি জানে তাহা।
যাও মণিভদ্রা বাসে,
শিষ্যা তব,
নাগ-কুল রাণী সেই—সেবিকা আমার ;
দেখ গিয়ে,
চন্দ্রধর পুত্র বন্দী তার পাশে।
বীজ উপ্ত—
ক্রমে হবে বৃক্ষের বিকাশ ;
দেখিবে অচিরে—
বিদ্যা ও অবিদ্যাশক্তি মহা সংঘর্ষণে
দাবানল জ্বালিবে ভারতে !
সে অনলে নাস্তিকতা হবে ভস্মরাশি,
বিমল শক্তির লীলা
বিকাশিবে ভবে,
সতীত্বের উজ্জ্বল আলোকে,

অজ্ঞানতা পলাইবে দূরে ;
গৃহী নর—শোকে দুঃখে হর্ষ বা বিষাদে—
মাতৃ-ক্রোড়ে পাইবে আশ্রয়,
শান্তি-পূর্ণ হবে বসুন্ধরা।

আস্তিক। মাগো,
প্রণাম চরণে, কর আশীর্ব্বাদ—
কৃপায় তোমার
মহাব্রত যেন মোর হয় উদ্‌যাপন !

মনসা। হও, বৎস, পূর্ণ মনস্কাম !
যাই নিজ স্থানে,
প্রয়োজনে
করিও স্মরণ মোরে !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নাগপর্ব্বতস্থ মণিভদ্রার সভামণ্ডপ।

মণিভদ্রা ও নাগ সামন্তগণ।

মণিভদ্রা। কে সে বন্দী ?

১ম সামন্ত। জনৈক চম্পানগরবাসী।

মণিভদ্রা। তাকে কোথায় পেলে ?

১ম সামন্ত। চম্পানগর হ'তে যখন আমরা ফিরে আসি সেই সময় বনমধ্যে পথভ্রান্ত দুই ব্যক্তিকে আমরা দেখতে পাই ; একজনকে আমরা বন্দী

ক'রেছি, অপর ব্যক্তি পালিয়েছে; যে পালিয়েছে পরিচ্ছদ দেখে তাকে উচ্চপদস্থ ব'লেই মনে হ'ল।

মণিভদ্রা। তাকে দেখ্‌তে পেয়েও ধর্‌তে পাল্লে না! আমার বোধ হয় এরা পথভ্রান্ত নয়, গোপনে আমাদের অনুসরণ ক'রেছিল। যাকে বন্দী ক'রেছ সে কোথায়? তাকে নিয়ে এস।

[প্রথম সামন্তের প্রস্থান।

মণিভদ্রা। সামন্তগণ, এতদিনেও আমরা দাম্ভিক চন্দ্রধরের চন্দ্রনাথের মন্দির ধ্বংস ক'রে তার দাম্ভিকতার শাস্তি দিতে পাল্লুম না! এবার শুনলুম, চন্দ্রধরের এক পুত্র চন্দ্রনাথের মন্দির তোমাদের আক্রমণ হ'তে রক্ষা করেছে। কিন্তু সামন্তগণ, স্থির জেনো, আর্য্যের উপাস্য দেবতা ঐ চন্দ্রনাথের মন্দির যতদিন আমরা সমূলে ধ্বংস ক'ত্তে না পারবো ততদিন আমাদের উদ্দেশ্য সফল হবে না।

(চম্পাবাসী বন্দীসহ নাগ সামন্তের প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। এই ব্যক্তি! কে তুই?

চম্পাবাসী। তুমিই কি এই ডাকের দলের সর্দ্দার ডাকিনী?

১ম সামন্ত। এ লোকটা বড় দুর্ম্মুখ; ডাকিনীর দল ব'লে আমাদের গাল দিয়েছে।

২য় সামন্ত। ওর জিবটা টেনে ছিঁড়ে ফেল; নইলে—

চম্পাবাসী। আরো গোটাকতক সত্যি কথা শুনবে আর কি!

৩য় সামন্ত। দেখছিস এই বর্শা, এখুনি তোর ঐ বুকে বিঁধে দেব জানিস?

চম্পাবাসী। ডাকিনি, এ রকম দুর্দ্ধর্ষ বীর তোমার দলে আর ক'জন আছে?

মণিভদ্রা। বর্ব্বর!

চম্পাবাসী। মজার কথা বটে! বর্ব্বরের মুখে বর্ব্বর! আমরা বর্ব্বর, আর তোমরা—সবে দুদিন কাপড় পরতে শিখেছ, এখনও বনে বনে নেচে

বেড়াও, কাণে কড়ি, মাথায় পালক, হাতে পলা, মনসা কাণি দেবতা— তোমরা হ'লে সভ্য! চমৎকার বটে! নইলে আর বুনো ব'লেছে কেন?

মণিভদ্রা। এত বড় স্পর্দ্ধা! আমাদের দেবীনিন্দা! ঐ দম্ভই তোদের সর্ব্বনাশের মূল। মূর্খ, এখনি মরবি বুঝতে পাচ্ছিস না? আচ্ছা, তুই কি জানিস বল।

চম্পাবাসী। এই তুমি যা ব'ল্লে, সেইটে ঠিক জানি—মরবো! আর কিছু জানি না।

মণিভদ্রা। যদি আমাদের কথার প্রকৃত উত্তর দাও, যদি জিহ্বা সংযত ক'র্ত্তে পার তা হ'লে মৃত্যুর পরিবর্ত্তে তোমায় মুক্তি দিতেও পারি।

চম্পাবাসী। অনেক দিন বেঁচে আছি, আর না হয় নাই বাঁচলুম!

মণিভদ্রা। শোন, আমরা শুনিছি, চম্পাগড়ে, চন্দ্রনাথের মন্দির প্রবেশের এক গুপ্ত পথ আছে। আমাদের লোকেরা আজ সেখানে প্রবেশ করতে গিয়ে ফিরে এসেছে। তুমি যদি আমাদের সে পথের সন্ধান বলে দাও তা হ'লে তোমায় প্রচুর ধন রত্ন—

চম্পাবাসী। হাঃ হাঃ হাঃ!

মণিভদ্রা। তুমি কি আমার পুরস্কার উপেক্ষা ক'চ্ছ?

চম্পাবাসী। তোমার পুরস্কারকেও বটে, তোমাকেও বটে। কি রত্ন দিবি ডাকিনি, কি রত্ন দিবি! যে রত্ন আমার আছে, তার তুলনায় তোর ধন রত্ন মাটির ঢিবি।

মণিভদ্রা। কি রত্ন!

চম্পাবাসী। বাড়ীতে আমার দুটী ছেলে আছে, তারা বীর, ধার্ম্মিক! আজ যদি আমি এখানে মরি তারা অনায়াসে সে মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারবে; তোমাদের আক্রমণ থেকে বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির রক্ষা করতে যদি প্রয়োজন হয় ত অনায়াসে প্রাণ দিতে পারবে; সে দুটী আমার মহারত্ন। আর এক অমূল্য রত্ন, যার কাছে পৃথিবীর সমস্ত

ধনরাশি অতি তুচ্ছ, অতি হেয়, অতি নগণ্য—তা আমার এই বুকের মধ্যে পোরা আছে।

মণিভদ্রা। কি সে! কৈ দেখি?

চম্পাবাসী। তা দেখাবার নয় রে ডাকিনি, তা দেখাবার নয়, দেখ্‌বারও নয়! তুই ত পেত্নীর রাণী, নুড়ী সিঁদুর মাখিয়ে ভূতনী মনসার পূজো করিস; তুই সে রত্নের মর্ম্ম কি বুঝবি বল! সে রত্ন আমার সনাতন ধর্ম্মে অটল বিশ্বাস।

মণিভদ্রা। তোমাদের মত নির্ভীক তোমাদের দেশে কত জন আছে?

চম্পাবাসী। ঐ বনে যত গাছ আছে, তার পাতা গুণতে পার?

মণিভদ্রা। আচ্ছা, ও কথা যাক, বল দেখি, তোমাদের মন্দিরপ্রাচীরের কোন্ দিকটা কম মজবুত?

চম্পাবাসী। ধর্ম্মের পাঁচীল দিয়ে ঘেরা মন্দির—তার কোন দিকটাই কম মজবুত নয়।

মণিভদ্রা। আমরা যখন তোদের দেশ আক্রমণ করি, তখন স্ত্রীপুত্রদের কোথায় লুকিয়ে রাখিস?

চম্পাবাসী। তাদের বাপ ভাই ও স্বামীর বুকের মধ্যে।

মণিভদ্রা। লক্ষ্মীন্দ্রকে জানিস্?

চম্পাবাসী। নিজের উপাস্য দেবতাকে কে না জানে? লক্ষ্মীন্দ্র আমাদের প্রাণ। এই হাতে যে বল দেখচিস ডাকিনি, এ সেই লক্ষ্মীন্দ্রের বল; এই বুকের যে ছাতি দেখচিস, এ তারই দেওয়া। তাকে জানব না!

মণিভদ্রা। বটে! তোমাদের রাজকুমার দেখতে কেমন!

চম্পাবাসী। কেন, বিয়ে করবি নাকি? তোরা পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিস, বনে জঙ্গলে থাকিস, কাঁচা মাংস খাস, তোরা কি রূপ চিনিস যে রূপের খবর নিচ্চিস? তবু বলি শোন। ডাকিনি, রাজকুমার আমাদের চম্পা-নগরের আলো; লক্ষ্মীন্দ্র শীকার ক'র্ত্তে গেলে বনের পশু পাখী তার

পানে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে; রাত্রে পথে বেরুলে আকাশের চাঁদ যেন মিট মিট করে। তার সে রূপ দেখিস যদি ডাকিনি, তোর চোখ দুটো ঝলসে যাবে!

মণিভদ্রা। খোসামোদ তোদের সভ্যতার এক অঙ্গ দেখছি। পয়সা দিয়ে কি তারা তোদের এমন বশ ক'রেছে?

চম্পাবাসী। বেটি, তোরা তা বুঝবি নি; তোরা এখন পয়সা চিনেছিস— সোণারূপা নিয়ে তোরা এখন ধম্ম বিক্রী করিস। আমাদের এ প্রাণের টান পয়সা নিয়ে নয়, ডাকিনি, পয়সা নিয়ে নয়! পয়সায় এমন নেশা হয় না। কটমটিয়ে দেখচিস কি?

মণিভদ্রা। তবে কিসে তোরা তাদের এত বশীভূত?

চম্পাবাসী। এ ধম্মের বাঁধন, বেটি, ধর্ম্মের বাঁধন; বাবা চন্দ্রনাথের দয়া! তোরা পেত্নীপূজো করিস—এ সব কি বুঝবি বল? কেন বশীভূত শুনবি? তারা তোদের অত্যাচার থেকে আমাদের বুকদিয়ে রক্ষা করে ব'লে—তারা তোদের মনসা কাণির পূজা না ক'রে ভগবান চন্দ্রনাথের পূজা করে ব'লে—তারা তোদের মত ডাকিনীর বাস চম্পারাজ্য থেকে তুলে দিয়েছে ব'লে!

মণিভদ্রা। বার বার ঐ কথা—বার বার আমাদের ধম্মের গ্নানি! সর্দ্দার, এখনই এই ডাকুকে খণ্ড খণ্ড করে ফেল। চম্পানগরীর সকলকেই এমনি ক'রে টুকরা টুকরা ক'ত্তে হবে—দেখি চন্দ্রধরের চন্দ্রনাথ কেমন ক'রে তাদের রক্ষা ক'ত্তে পারে? এখনই ওকে বধ কর।

(নাগসর্দ্দারগণের তরবারি উত্তোলন। লক্ষীন্দ্রের প্রবেশ।)

লক্ষীন্দ্র। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও; নিরপরাধের রক্তে তোমাদের নিষ্ঠুর খড়্গ কলঙ্কিত কোরো না। এই সাধু আমাকে রক্ষা করবার জন্য স্বেচ্ছায় তোমাদের ধরা দিয়েছে। নইলে তোমরা এর কেশাগ্রও

স্পর্শ ক'ত্তে পাত্তে না। আমি এর মুক্তির বিনিময়ে স্বেচ্ছায় তোমাদের নিকট আত্ম-সমর্পণ কচ্চি।

চম্পাবাসী। দেখ, ডাকিনি, দেখ—তোদের ভূত প্রেত, দানবী সয়তানী, যে যেখানে আছে সবাইকে ডেকে এনে দেখা—কেন আমরা চন্দ্রধরের জন্য প্রাণকেও তুচ্ছ করি। এ আত্ম-সমপণ তোদের কুষ্ঠিতে লেখেনি ডাকিনি, তোরা এ বুঝবি নি। রাজকুমার, এই হতভাগ্য অকর্ম্মণ্য বৃদ্ধের প্রাণরক্ষার জন্য এই বাঘিনীর কবলে কেন এলে ভাই?

লক্ষ্মীন্দ্র। বৃদ্ধ! আমার জন্য তুমি স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছ; আমিত ফিরে যেতে পাল্লুম না! আত্মগ্লানি আমার চরণের গতিরোধ ক'ল্লে! বাড়ীর কাছ থেকে আমি তাই ফিরে এলুম।

মণিভদ্রা। কে তুমি! তোমার নাম কি?

লক্ষ্মীন্দ্র। আমার নাম লক্ষ্মীন্দ্র।

মণিভদ্রা। চন্দ্রধরের পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র, তুমি! (স্বগত) হাঁ সুন্দর বটে!

১ম সামন্ত। মহারাণি, এই ডাকুই পালিয়েছিল; এই আজ আমাদের হটিয়ে দিয়েছে! হুকুম কর, দুটাকেই টুকরো টুকরো ক'রে কেটে সাপ দিয়ে খাওয়াই। ভাই সব, মাদল নিয়ে আয়—মাদল নিয়ে আয়; আজ জোড়াবলি! ভারি ধূম, ভারি ধূম!

লক্ষ্মীন্দ্র। নাগ-কন্যা, আমার অনুনয় উপেক্ষা ক'রো না। এ বৃদ্ধের প্রাণ নিয়ে তোমাদের কোন লাভ নেই। আমি চম্পাধিপতির পুত্র, আমায় মার, একে ছেড়ে দাও।

২য় সামন্ত। কি হুকুম রাণী মা?

মণিভদ্রা। আচ্ছা, সৈনিককে মুক্ত কর। যাও সৈনিক, ঘরে যাও; তোমার রাজাকে ব'লো, সে যদি আমাদের দেবীর পূজা না করে, তা হ'লে তার ছেলেকে মা মনসার কাছে বলি দেব, আর তিন দিনের মধ্যে চন্দ্রনাথের মন্দিরের চিহ্নও কেউ দেখতে পাবে না।

চম্পাবাসী। রাজকুমার, কি ক'ল্লে! তোমাকে শ্মশানে রেখে আমি কোন মুখে ফিরে যাব! না—আমি তা পারবো না! ডাকিনি, জানি তোদের দয়া নেই, মায়া নেই; কিন্তু তবু বলি, দয়া ক'রে তোরা আমাকেও বলি দে!

লক্ষ্মীন্দ্র। না বৃদ্ধ! তুমি ফিরে গিয়ে পিতাকে সংবাদ দাও।

চম্পাবাসী। তোমার কথা লঙ্ঘন করবার শক্তি ত আমার নেই। চল্লুম রাজকুমার, বাবা চন্দ্রনাথ তোমার মঙ্গল করুন!

[প্রস্থান।

২য় সামন্ত। ওরে একটা ত ভাগলো, এটা না ফস্কায়! মায়ি, এটাকে কাটি?

মণিভদ্রা। না, বন্দীকে বধ ক'রো না।

৩য় সামন্ত। তবে আচ্ছা ক'রে বেঁধে ফেলি?

মণিভদ্রা। না বেঁধো না! (স্বগত) বন্দীর কোমল দেহ, বন্ধনে বেদনা পাবে! (প্রকাশ্যে) একে বড় গুহার মধ্যে নিয়ে যাও।

১ম সামন্ত। (লক্ষ্মীন্দ্রের হাত ধরিয়া) চল, বেটা, চল।

মণিভদ্রা। হাত ধ'রো না; সঙ্গে নিয়ে যাও। না—না, তোমরা যাও, আমি বন্দীকে নিয়ে যাচ্ছি।

১ম সামন্ত। (স্বগত) এই যাঃ—সব মাটী কল্লে!

[সামন্তগণের প্রস্থান।

মণিভদ্রা। বন্দি, আমার সঙ্গে এসো! (স্বগত) লোকটা ঠিকই বলেছে; চোখ ঝলসে যায়ই বটে! কি সুন্দর!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

চম্পানগর।

চন্দ্রধরের উদ্যানবাটীর সম্মুখস্থ পথ।

(অগ্রে অগ্রে বেহুলা ; পশ্চাতে জনৈক পরিচারকের স্কন্ধে ভর দিয়া জনৈক আহত নাগার প্রবেশ।)

বেহুলা। সব থমকে দাঁড়ালি যে!

পরিচারক। রাজবাড়ীর সামনে দিয়ে কেমন ক'রে এই নাগাটাকে নিয়ে যাই মা?

বেহুলা। কেন, রাজা কি জ্যান্ত মানুষ গিলে খায়?

পরিচারক। সব জেনেশুনে এমন কথা কেমন ক'রে বল্লি মা? নাগাদের উপর রাজা যে একেবারে ক্ষাপ্পা ও তা কি জানিস না?

(সহসা নাগবালক মরিয়মের প্রবেশ।)

মরিয়ম। কোনদিকে পালাবার পথ নেই—কোথা যাব মা?

বেহুলা। মরিয়ম, কি হয়েছে? অমন কোরে ছুটছিস কেন?

মরিয়ম। সহরশুদ্ধ লোক নাগাদের ধরবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার জাতভাইরা আজ রাজার বেটাকে ধ'রে নিয়ে গেছে ব'লে তারা নাগা দেখলেই তার বুকে পাথর চাপিয়ে জলে ডুবিয়ে মারছে। তুই ত অনেককে বাঁচিয়েছিস—আমাকেও কতদিন খেতে দিইছিস—আজ আমাকে একটু ঠাঁই দিবি না মা?

বেহুলা। (স্বগত) লক্ষীন্দ্রকে বন্দী কোরেছে—সত্য কি!

(নেপথ্যে) একটা নাগাও না পালাতে পারে ; যাকে দেখবে তারই বুকে পাথর চাপিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়ে দাও।

মরিয়ম। মা মা, ঐ এলো—ঐ এলো—কোথা যাই মা!

আহতব্যক্তি। এই বার প্রাণে গেলুম মা, প্রাণে গেলুম! তোর কাছে ঠাঁই পেলুম না!

বেহুলা। ভয় কি; যখন অভয় দিইছি, তখন বুক দিয়ে তোদের বাঁচাব। যা, দেরী করিস নি; আমি পথ আগলে রইলুম। ঐ আমার আরাম-বাড়ী দেখা যাচ্চে; তোরা শীঘ্র যা। সেখানে গেলে আর কারো কোন ভয় থাকবে না।

আহতব্যক্তি। বাঁচলুম, মা বাঁচলুম!

[বেহুলা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বেহুলা। যাক—এদের সম্বন্ধে আমি এখন নিশ্চিন্ত; কিন্তু এ কি শুনলুম! লক্ষীন্দ্র বন্দী! লক্ষীন্দ্র, সত্যই কি প্রজাবর্গকে রক্ষা কত্তে গিয়ে নিজে বিপন্ন হয়েছ! লক্ষীন্দ্র, তুমি যে আর্ত্তের বান্ধব, পীড়িতের সখা। কে এই দীনাকে অন্নদান ক'ত্তে শিখিয়েছে? কে এই মুগ্ধাকে রুগ্ন-ভগ্নের সেবাব্রতে দীক্ষিত করেছে? কার বলে এই অবলা দুর্ব্বলের সহায় হবার জন্য চিরপ্রস্তুত হয়ে আছে? লক্ষীন্দ্র, আমি যে তোমারই হাতে গড়া জিনিস; তোমারই স্বহস্ত-রোপিত একটি অতি ক্ষীণা সামান্যা লতা! আমি যখন ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করি তখন আমার মনে হয় যে তোমারই স্নেহ যেন মূর্ত্তিধারণ ক'রে অন্নরূপে আমার হস্তে আবির্ভূত হয়েছে। রোগীর শিয়রে ব'সে যখন শুশ্রূষায় নিরত থাকি তখন স্পষ্টই বুঝতে পারি তোমার চির-সমবেদনাপূর্ণ অন্তর আমার অন্তরে অন্ততঃ ক্ষণিকের জন্যও কি এক অপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চারিত ক'রেছে। জীবে প্রীতিই তোমার জীবনের মূলমন্ত্র। তোমার কি বিপদ হতে পারে? কার কাছে গেলে ঠিক সংবাদ পাই? যাই, মা সনকার কাছে যাই। (উদ্যান-দ্বারে মৃদু করাঘাত) মা মা!

(সনকার প্রবেশ।)

সনকা। কে, মা বেহুলা! আমি ভাবছিলুম যে বুঝি শুধু আমারই চোখে ঘুম নেই। যে দণ্ডে শুনেছি যে আমার নয়নমণি নখিনকে পোড়া নাগেরা ধ'রে নিয়ে গেছে সেই দণ্ড থেকে আর কিছুতেই সুস্থির হ'তে পাচ্চি না।

বেহুলা। সংবাদ তবে মিথ্যা নয়!

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। সনকা! এত বিষণ্ণ হয়ে কি ভাবছ?

সনকা। তুমি কি তা জান না?

চন্দ্রধর। বুঝেছি, নখিনকে ধ'রে নিয়ে গেছে ব'লে তুমি অধীর হয়েছ!

সনকা। সেটা কি এতই বিচিত্র!

চন্দ্রধর। অন্যের পক্ষে বিচিত্র না হ'তে পারে, তবে চন্দ্রধরের পত্নীর পক্ষে বিচিত্র বটে!

সনকা। এ কথার অর্থ কি?

চন্দ্রধর। অর্থ অতি পরিষ্কার। যার পতি বিশ্বপতির সেবক, তার পত্নীকে বিচলিত হ'তে হয়, সংসারে এমন ঘটনা কিছুই ঘটতে পারে না।

সনকা। মায়ের পক্ষে সন্তানের জন্য ব্যাকুল হওয়াটা কি এতই অসঙ্গত?

চন্দ্রধর। সনকা—সনকা, বৃথাই কি তবে এতদিন ধ'রে তোমায় বিশ্বনাথের বিশ্বমূর্ত্তির ধ্যান-রহস্য বুঝিয়ে এসেছি? কে তোমার নখিন? সনকা, নখিনকে কি কখন দেখবার মতন ক'রে দেখেছ?

সনকা। নখিনকে দেখিনি! নখিন আমার সাগরছেঁচা মাণিক, নখিন আমার নয়নের মণি!

চন্দ্রধর। হাঁ, সে নয়নমণিত শুধু তার চাঁদপানা মুখে—পটলচেরা চোখে—

আজানুলম্বিত সুগঠিত ভুজদ্বয়ে। কিন্তু ঐ গুলি ছাড়া তার আর কিছু আছে ব'লে বোধ হয় কি সনকা?

সনকা। সময়ে সময়ে তুমি হেঁয়ালিতে কথা কও; তোমার সব কথা যে বুঝতে পারি না।

চন্দ্রধর। আমি সকলের অপেক্ষা যা সহজ, সকলের অপেক্ষা যা সরল, সকল সত্যের উপর যা মহাসত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত, সেই চরম কথাই কইছি। জান কি সনকা, কোন্ বস্তু আছে ব'লে নখিনের চাঁদপানা মুখ চাঁদপানা দেখায়—পটলচেরা চোখে বুদ্ধিমত্তার বিদ্যুৎপ্রভা বিকসিত হয়—মহাভূজদ্বয় আর্ত্তরক্ষার্থ চির প্রসারিত থাকে?

সনকা। তুমিই বল না নাথ!

চন্দ্রধর। সে জিনিস এক, সনকা, সে জিনিস এক। সে মেঘে বজ্রে ঝঞ্ঝায় ঝটিকায়—সর্ব্ববস্তুতে সমান ভাবে অনুস্যূত আছে। সে আবার বহুরূপী; সে কখন লতা হয়ে বৃক্ষকে আশ্রয় করে; কখন পুষ্প হ'য়ে লতার শোভার বর্দ্ধন করে; কখন তড়িৎ হ'য়ে আকাশে ক্রীড়া ক'রে বেড়ায়; কখন বা অন্ধকার রূপে সর্ব্ববস্তুকে আচ্ছাদিত ক'রে রাখে। সে কখন জড়াকারে অসার হয়ে প'ড়ে থাকে; আবার কখন চৈতন্যরূপী হ'য়ে জড়কে পরিচালিত করে। সেই বস্তুরই কণিকা মাত্রের বিকাশ তুমি তোমার নখিনের মুখে, নখিনের চোখে, নখিনের বাহুতে দেখতে পাও। সে বস্তুকে বাদ দিলে সবই স্বপ্নে পর্য্যবসিত হয়—সবই উড়ে যায়—সমস্তই শূন্য হয়ে মহাশূন্যে মিলিয়ে যায়। কেন সনকা তবে নখিন নখিন ক'রে পাগল হও?

সনকা। যা বল'ছ বুদ্ধিতে তা বুঝি বটে, কিন্তু হৃদয় তা গ্রহণ করতে পারে কৈ? চক্ষুর সমক্ষে যে ছবি ধ'রলে চক্ষু তা দেখলে বটে, কিন্তু মন তা বিশ্বাস করতে চায় কৈ? আমি যে শক্তিহীনা প্রভু!

চন্দ্রধর। দৌর্ব্বল্য সংক্রামক জিনিষ। আমি তোমার নিকট বল লাভ ক'রতে এসেছি—বল হারাতে আসি নি। তুমি আমার সহায় হও। বিষম দুর্দ্দিন এসেছে। এখন আমার মত তোমাকেও অতিমানুষ শক্তির অধিকারী হ'তে হবে। নতুবা রক্ষার আর উপায় নাই।

সনকা। আগে শুনি বাছার উদ্ধারের কি ব্যবস্থা হয়েছে; তার পর তুমি যা বলবে আমি তাই করব।

চন্দ্রধর। সেই এক কথা বার বার! তবে শোন, সনকা, উপস্থিত আমি তার উদ্ধারের কোন চেষ্টাই করব না।

সনকা। নাথ, নাথ! নখিন কি তোমার কেউ নয়?

চন্দ্রধর। অমন কথা মুখে এনো না। সে আমার নয়নে জ্যোতি, বাহুতে বল, ধমনীতে রুধির। কোটী সনকা তাকে যে স্নেহ না দিতে পারে, একা চন্দ্রধর তাকে সেই স্নেহধারায় নিত্য সিঞ্চিত ক'রে রেখেছে। তথাপি আমার এহেন নখিনের উদ্ধারচেষ্টা হ'তে এখন আমি বিরত থাকব। আজ কি ঘটেছে জান সনকা! চন্দ্রনাথের চন্দ্রকিরণধবল মন্দিরচূড়া আজ বর্ব্বর নাগেরা ভগ্ন ক'ত্তে উদ্যত হয়েছিল। লক্ষ্মীন্দ্রের জন্য তারা তা পারে নি।

বেহুলা। (স্বগত) ধন্য লক্ষ্মীন্দ্র!

সনকা। তার পর?

চন্দ্রধর। সেই আমার বংশের গৌরব ধর্ম্মপ্রাণ লক্ষ্মীন্দ্র বন্দী! প্রেতিনীর পরাক্রমে নয়—কৌশলে নয়, আমার এই চম্পাধামের একজন নিরীহ নগরবাসীকে নিষ্ঠুর নাগের কবল হতে রক্ষা করবার জন্য পুত্র আমার স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব গ্রহণ করেছে।

বেহুলা। (স্বগত) লক্ষ্মীন্দ্র! তুমি আমার দেবতা।

সনকা। এঁ্যা, বাছা আমার ইচ্ছে ক'রে ধরা দিয়েছে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছ!

চন্দ্রধর। হাঁ, নিশ্চিন্ত হয়ে আছি। কিন্তু কেন আছি জান কি সনকা? প্রেতিনীর এতদূর স্পর্দ্ধা যে সে সেই অনুচরকে দিয়ে ব'লে পাঠিয়েছে যে তাদের দেবতার পূজা না ক'র্লে লক্ষীন্দ্রকে তারা ছাড়বে না—আর তিন দিনের মধ্যে চন্দ্রনাথের মন্দির চূর্ণ ক'রে ফেলবে। সব ত শুনলে সনকা, আর লক্ষীন্দ্রের উদ্ধারের কথা এখন মুখে এনো না; আমি আমার চন্দ্রনাথের মন্দির রক্ষার উপায় ক'র্ত্তে চল্লুম!

[চন্দ্রধরের প্রস্থান।

সনকা। নাথ—নাথ! [সনকার প্রস্থান।

বেহুলা। লক্ষীন্দ্র আমার নাগপাহাড়ে বন্দী! সে পাহাড় কোথায়—কত দূরে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাগপর্ব্বতের পাদদেশ।

মণিভদ্রা।

মণিভদ্রা। গীত।

সাধ ক'রে সই পাতিয়েছিলে বনের পাখী
আমার সনে।
এখন সে সব শুধু কথার কথা, পড়ে নাকি
তোমার মনে॥

আজ সকালে আস নি ত,
ডাকতে আমায় আগের মত,
মধুর রবে ঘুম ভাঙ্গায়ে খেলবে ব'লে বনে বনে।
(তাই) তরুলতা কয় না কথা,
(পাখি) দিতেছ মরমে ব্যথা,
কারে কব এ বারতা, মনের দুঃখ রইল মনে ॥

এ গান আর গাই কেন? এ গান গাইবার দিন কি আমার আর আছে? একদিন ছিল যখন পাখীর গানে প্রাণ মোহিত হ'ত, তার কণ্ঠস্বরে স্বর মিলিয়ে প্রাণভরে গাইতে ভাল লাগত, কিন্তু আর সেদিন নাই। এখন পাখীর স্বর শুনলে তার গলা চেপে ধরতে ইচ্ছা করে। তাই বুঝি পাখী আর আমার কাছেও আসে না। ঠিকই হয়েছে। কাল রাত্তিরে কেমন জ্যোৎস্না উঠেছিল! ভাবলুম সর্ব্বাঙ্গে জ্যোৎস্না মেখে পূর্ব্বের মত আবার পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটাছুটি কোরে বেড়াই। কিন্তু কৈ, পারিনি ত? পালিয়ে গিয়ে অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে মুখ লুকিয়ে সারারাত পড়ে পড়ে ভেবেছি। মনে হয়েছে, পৃথিবীটাও দিন রাত্রি কেন এমনই অন্ধকারে ঢেকে যায় না। অন্ধকার এখন বড় মিঠে লাগে!

(লক্ষীন্দ্রের প্রবেশ।)

লক্ষীন্দ্র। নাগবালা, আমায় ডেকেছ?

মণিভদ্রা। হাঁ; একটা কথার উত্তর দেবে?

লক্ষীন্দ্র। আমি তোমার বন্দী—তুমি আমায় আদেশ ক'র্ত্তে পার।

মণিভদ্রা। ভাল, না হয় তাই হ'ল; বলতে পার, আলো ভাল না অন্ধকার ভাল?

লক্ষ্মীন্দ্র। এ কি প্রশ্ন ?

মণিভদ্রা। চুপ ক'রে রইলে কেন? বল বল, আমরা নাগকন্যা, বনে থাকি, পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াই, কপটতা কাকে বলে জানি না; যখন প্রাণে যে ভাব আসে তা বলতে কুণ্ঠিত হই না। বলতে পার কুমার, আলো দেখলে এত কষ্ট হয় কেন ?

লক্ষ্মীন্দ্র। আমি তা কেমন কোরে জানব!

মণিভদ্রা। তুমি জান না! সত্য জান না! না না তুমি জান! তোমার কপটতা তোমায় বলতে বারণ ক'চ্চে; আমি প্রকৃতির নগ্ন সৌন্দর্য্যে পালিতা; আমার কপটতা নেই—আবরণ নেই—লজ্জার বাঁধ এখনও আমার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ধ'রে রাখতে পারে না। বল বল, কেন আমার এ ভাবান্তর; আগে ত আমার এমন ছিল না!

লক্ষ্মীন্দ্র। কি ছিল না নাগকন্যা ?

মণিভদ্রা। তখন এ জ্বালা ছিল না, এ বেদনা ছিল না, এ অতৃপ্তি ছিল না; তখন আমার চোখ আর এক রকম ছিল।

লক্ষ্মীন্দ্র। সে কখন ?

মণিভদ্রা। যখন তুমি আস নি—যখন তোমায় দেখি নি—যখন তোমার মধুর কণ্ঠের ঝঙ্কার আমার কাণে পৌছায় নি।

লক্ষ্মীন্দ্র। এ সব আমায় বলচ কেন ?

মণিভদ্রা। কি জানি; তোমায় বলে আনন্দ হ'চ্চে—তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে আনন্দ হ'চ্চে—তোমায় দেখে আনন্দ হ'চ্চে! লক্ষ্মীন্দ্র—লক্ষ্মীন্দ্র! (হস্তধারণ।)

লক্ষ্মীন্দ্র। কাকে কি বলছ নাগকন্যা!

মণিভদ্রা। কেন, তোমায়! দেখ, এমন চিত্তচাঞ্চল্য আমার ছিল না—জ্যোৎস্নার আলোয় প্রাণ মেতে উঠতো—নদীর তরঙ্গে তরঙ্গে হৃদয়ে আনন্দ কল্লোল শুনতে পেতুম—ফুল ফুটতো, পাখী ডাকতো—বিভোর

হ'য়ে তার সৌন্দর্য্য সুধা পান ক'ত্তুম—কিন্তু এখন আর তা পারি না ; মনে হয় কি জান—তুমি আমার এই সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়াও, তোমার গায়ের উপর দিয়ে চাঁদের আলো গড়িয়ে এসে আমার গায়ে পড়ুক। তোমার হাত ধ'রে কাননে কান্তারে পাখীর গান শুনে বেড়াই। তোমার পাশে বসে, তোমার নয়নে নয়ন মিলিয়ে নদীর তরঙ্গ ভঙ্গ দেখি! কুমার, আমার সে সাধ কি পূর্ণ হবে না ?

লক্ষ্মীন্দ্র। অসম্ভব, নাগবালা, অসম্ভব!

মণিভদ্রা। কেন কুমার! আমি কি তোমার যোগ্যা নই! এ সৌন্দর্য্যকুসুম কি গন্ধহীন—এ পুষ্প কি তোমার উপযোগী নয়! সর্ব্বস্ব তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি—আমার প্রণয়, কামনা, উদ্দেশ্য—আমার রাজ্য, রাজধানী, অসংখ্য সৈন্যশ্রেণী—সব—সব তোমার পায়ে ঢেলে দিচ্ছি—কুমার, তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ কর!

লক্ষ্মীন্দ্র। নাগবালা, এ উন্মত্ততা পরিত্যাগ কর। ভুলে যেও না যে তুমি অস্পৃশ্যা নাগবালা—আর আমি চন্দ্রধরের পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র!

মণিভদ্রা। কি—কি!

লক্ষ্মীন্দ্র। তোমার কুৎসিৎ মনোভাব কুৎসিৎ সমাজেরই উপযোগী। মণিভদ্রা, তুমি আমার মৃত্যুর ব্যবস্থা কর। আমি আর এ কলুষিত স্থানে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা করি না।

মণিভদ্রা। কুৎসিৎ কামনা! আমি ভালবাসি—অকপটে তা বলার নাম কুৎসিৎ কামনা! আমি বাঞ্ছনীয় নই—মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয়! আমার এই রূপ—শ্রাবণের ভরা নদীর মত যৌবনের এই উচ্ছ্বাস—এর কি কোন আকর্ষণ নাই। বন্দি, ভুলে যেও না, আমি নাগ-বালা ; যে নাগরক্ত আমার শিরায় শিরায় প্রবাহিত, সময় সময় তা নাগ-সুলভ বিষম বিষ উদ্গীরণ ক'রে আমার প্রতি ধমনীতে ছুটতে থাকে। আজ সকালে নদী দেখে মনে হ'ল ঢেউ গুলো এত ছোট কেন ?

পর্ব্বত-প্রমাণ তরঙ্গের পর তরঙ্গ এসে পাহাড় বন সব ছেয়ে ফেলে না কেন? আমি তা হ'লে সেই উত্তাল তরঙ্গের উপর ব'সে বিষম ধ্বংসের বিকট লীলা দেখে উল্লাসে করতালি দিই। আমি বাঞ্ছনীয় নই, মৃত্যুই তোমার বাঞ্ছনীয়! পালাও, বন্দী, পালাও; আর আমার সামনে দাঁড়িও না—পালাও!

[লক্ষ্মীন্দ্রের প্রস্থান।

সর্দ্দার!

(সর্দ্দারের প্রবেশ।)

সর্দ্দার। কি হুকুম, রাণী মা?

মণিভদ্রা। আজ নরবলি হবে।

সর্দ্দার। সে কি কথা মা!

মণিভদ্রা। শিউরে উঠলে যে?

সর্দ্দার। সে ত অনেকদিন বন্ধ হয়েছে।

মণিভদ্রা। আমার হুকুমে আবার চলবে। যাও, দামামা পিটে গাঁয়ে গাঁয়ে খবর দাও; পাহাড়ে পাহাড়ে শুকনো পাতায় আগুন ধরাও; সেই নিশানা দেখে পূর্ব্বের মত দূর দূরান্তর হ'তে নাগারা নরবলি দেখতে এখানে এসে জড় হবে।

সর্দ্দার। যো হুকুম।

[সর্দ্দারের প্রস্থান।

মণিভদ্রা। বন্দি, তোমার বাঞ্ছনীয় মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও; আর বিলম্ব নাই।

[নেপথ্যে দামামাধ্বনি।]

ঐ দামামাধ্বনি হ'চ্ছে! ঐ আমাদের জাতীয় বাদ্য—নরবলির বাজনা! বহুকাল পরে ঐ বাজনা আজ বেজে উঠলো। বাজুক দামামা—যত পারে বাজুক—আজ ঐ বাজনা আমার কানে বড় মিষ্টি লাগছে!

(আস্তিকের প্রবেশ।)

আস্তিক। সহসা আবার এ বিকট বাদ্যধ্বনি কেন মানস্না ?

মণিভদ্রা। বিকটা প্রকৃতির পালিতা কন্যা—তোমার শিক্ষায় মাতৃমূর্ত্তি ভুলে গিয়েছিল—আজ তার প্রাণে বহুকালবিস্মৃত সেই মূর্ত্তি নবপ্রাণ নিয়ে জেগে উঠেছে। তাই এই বাদ্যধ্বনিতে বিকটতার আভাস পা'চ্চ !

আস্তিক। যা বহু যত্নে ভুলেছিল আজ হঠাৎ তা মনে পড়ল কেন ?

মণিভদ্রা। সে কথা আমায় জিজ্ঞাসা কোরো না আস্তিক—তুমি তা বুঝবে না।

আস্তিক। একি কথা মানস্না ? আমার আজীবন সাধনা, যুগব্যাপী উদ্যম, আমার প্রাণান্ত পরিশ্রম কি তবে বৃথা হল ? অসভ্য, বর্ব্বর, গৃহতাড়িত অনার্য্য সম্প্রদায় চিরদিনই কি বনের অন্ধকারে আপনাদের লুকিয়ে রাখবে ? তাদের উত্থান কি তবে অসম্ভব ?

মণিভদ্রা। আগুণ চিরকালই জ্বলবে আস্তিক ; সে কখনও তুষারের শীতলতা ধারণ করবে না। তোমার শিক্ষায় আবরণ দিতে পারে, কিন্তু আমূল বদলাতে পারে না। যা ছিল, তা চিরকালই থাকবে, তুমি সহস্র চেষ্টাতেও তাকে কখন নূতন ক'রে গড়তে পারবে না।

আস্তিক। আজ তোমার মুখে একি শুনচি ! হঠাৎ তোমার এ পরিবর্ত্তন কেন ? তুমি কি ভুলে যা'চ্চ যে বন থেকে কুড়িয়ে এনে তোমাকে আমি শিক্ষায় সংযত করেছি, উন্মত্ত তটিনীকে লীলাময়ী প্রবাহশালিনী ক'রেছি—তোমাকে নাগকুলের রাণীপদে স্থাপিত ক'রে বিশ্বমাতৃকার মহাকার্য্যভার তোমার উপর ন্যস্ত করেছি। আমার স্বহস্ত-রোপিত বৃক্ষের প্রস্ফুটিত কুসুম সৌরভে আমি চরাচর মুগ্ধ দেখব মনে ক'রে এসে আজ একি দেখছি ! কি হয়েছে খুলে বল !

মণিভদ্রা। বলব না।

আস্তিক। কি—আমায় উপেক্ষা ! জান না অস্পৃশ্যা নাগবালা, কার হতে

তোমার এ বিপুল বৈভব—কার হতে আজ তুমি বাকপটীয়সী রমণী—কার হতে আজ তুমি আর্য্যের নেতা চন্দ্রধরের প্রতিযোগিনী !

মণিভদ্রা। রাগ ক'রো না, আস্তিক, রাগ ক'রো না ! শিষ্যার ন্যায় তোমার চরণপ্রান্তে ব'সে শাস্ত্র পড়েছি—রাজনীতি শিখেছি—বর্ব্বরতা ভুলে সাহিত্য, কাব্য, অলঙ্কারের আস্বাদ পেয়েছি—তোমারই যত্নে অশিক্ষিতা অনক্ষরা নাগবালা আজ বাককৌশলসম্পন্না—তোমার আদরে স্নেহে মমতায় আমার মাতৃগর্ভের সম্পত্তি, উদ্দাম চিত্তবৃত্তিকে অতল জলে ডুবিয়ে দিয়েছি ; কিন্তু আস্তিক, আজ এখন বুঝছি সে ভুল ক'রেছি ! ফিরিয়ে নাও আস্তিক, তোমার শিক্ষা ফিরিয়ে নাও ; তোমার নিজহাতে গড়া এ আবৃত হৃদয় ফিরিয়ে নাও ; তোমার জ্ঞান, গৌরব, প্রতিষ্ঠা, তোমার দীক্ষা, মহত্ত্ব, উদারতা, তোমার ধর্ম্মবৃত্তি, সমাজ-বন্ধন—সব ফিরিয়ে নাও। নাগসিংহাসন মহাসমুদ্রের অতল গর্ভে ডুবে যাক—আমাকে আমার পূর্ব্ব হৃদয়টুকু ফিরিয়ে দাও। আমার উন্মুক্ত প্রাণ—ঐ আকাশের মত বিস্তৃত—ঐ আকাশের মত অনাবৃত—ঐ আকাশেরই মত বজ্রপ্রসবী—নাগকন্যার প্রকৃতির উপ-যোগিনী প্রাণ ফিরিয়ে দাও ! তুমি গুরু—তুমি পিতা—তুমি সহোদর—তোমার পায়ে ধরি আস্তিক, কাতরা প্রার্থিনীর করুণ প্রার্থনা পূর্ণ কর ! আমি আর কিছু চাই না !

আস্তিক। স্থির হও মনিয়া ; আজ কিসের প্রভাবে তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত ? তোমায় কি কেউ যাদু করেছে ?

মণিভদ্রা। হাঁ যাদু করেছে। সহস্র বর্ষের জড়তা নিমেষে উড়িয়ে দিয়েছে—আজ ভৈরবীর রুধির তৃষ্ণা প্রবলা—উপেক্ষিতা রমণীর প্রতিহিংসায় আজ দাবানল জ্বলবে ; আস্তিক, দূরে দাঁড়িয়ে তার বিশ্বগ্রাসী জিহ্বার লক্ লক্ শিখা দেখে স্তম্ভিত হওগে। বহু দিন পরে আজ নরবলির আয়োজন ! উত্তপ্ত নরশোণিতের সহস্র-ধারায় আজ মনিয়ার মৃত

প্রাণ সঞ্জীবিত হবে! তাই আজ দামামার শব্দে তুমি বিকটতা অনুভব ক'চ্চ? যাও আস্তিক, দূরে দাঁড়িয়ে দেখগে—আমায় কিছু জিজ্ঞাসা ক'রো না।

আস্তিক। নরবলি দেবে! কাকে?

মণিভদ্রা। কাকে? তোমার আর্য্য সমাজের নেতা চন্দ্রধরের পুত্র লক্ষীন্দ্রকে।

আস্তিক। তাকে কোথায় পেলে?

মণিভদ্রা। আমার গৃহে। আমি তাকে ধরতে যাই নি—সে আপনি এসে ধরা দিলে! মুহূর্ত্তে আমায় যাদু ক'ল্লে! না—না, ভুল বলেছি—ধরা দেয় নি; তাকে ধরতে গিয়েছিলুম—সর্ব্বস্ব তার পায়ে লুটিয়ে দিয়ে তাকে ধ'রে রাখতে চেয়েছিলুম! সে সরে গেল—পৃথিবীর আলো তার ভাল লাগল না। অন্ধকার গুহায় সে তার মুখ লুকিয়েছে। সে আমার বন্দী—আমি তাকে বলি দেব।

আস্তিক। কেন, বলি দিবি কেন? নরহত্যার প্রয়োজন কি?

মণিভদ্রা। কেন, তুমি তা বুঝতে পারবে না। আস্তিক! গৃহহীন, প্রাণ-হীন, সংসারবিরাগী সন্ন্যাসী তুমি—মানুষ হ'য়েও মানুষ হতে স্বতন্ত্র! এই জীবন্ত দেহের মেদ মাংস মজ্জার অন্তরালে যে কি অব্যক্ত বেদনার ঘাত প্রতিঘাত—তুমি তা বুঝতে পারবে না। আস্তিক, তোমার শিক্ষা বিফল—তুমি আমায় ক্ষমা কর।

আস্তিক। মনিয়া, তুই কি তবে তাকে ভালবেসেছিস? এ মোহ তোর কেন হল মনিয়া? আমি যে কন্যার ন্যায় শিশুকাল থেকে তোকে প্রতিপালন ক'রেছি! দুর্ব্বল মস্তিষ্কের উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনা—প্রেম—তোকে কি কোরে অধিকার ক'ল্লে?

মণিভদ্রা। আস্তিক, তুমি গৈরিকাশ্রয়ী পুরুষ! তুমি রমণীর হৃদয় জান না—তা জানবার ক্ষমতাও তোমার নেই; তুমি তা বুঝতে পারবে না। তুমি জান না শিক্ষা এক, ভালবাসা আর; তুমি জান না

তোমার সহস্র উপদেশ এক উদাস দৃষ্টির সম্মোহন আকর্ষণে কোথায় ভেসে যায়! তুমি জান না রমণীর অস্তিত্ব প্রতিভায় নয়, ক্ষমতায় নয়, রমণীর জীবন কেবল প্রণয়ে! তুমি জান না—নারীর চিত্ত এক জটিল রহস্যের উপাদান। যিনি সে চিত্ত নিম্মাণ করেছেন সেই বিশ্বস্রষ্টাও বোধ হয় তাঁরই নির্ম্মিত সে রহস্যের আবরণ ভেদ ক'ত্তে অসমর্থ! আস্তিক, আমার এ মোহ কেন তুমি তা বুঝতে পারবে না!

আস্তিক। ভাল, না হয় নাই বুঝলুম! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি ভালবাসিস তবে তাকে হত্যা ক'ত্তে যাচ্চিস কেন?

মণিভদ্রা। আস্তিক, তুমি জান না রমণীর প্রেম আর প্রতিহিংসা দুই যমজ ভগ্নী! আমি তাকে ভালবেসে তার প্রতিদান পাইনি; প্রতিহিংসায় তা পাব। তুমি ফিরে যাও; পর্ব্বতশিখর-স্খলিত শৈলখণ্ড মৃত্তিকা স্পর্শ ক'ত্তে ছুটেছে। তার গতিরোধ ক'ত্তে যেও না—পারবে না!

[প্রস্থান।

আস্তিক। মনিয়া! ফের—ফের—ফের! [প্রস্থান।

মণিভদ্রা। (নেপথ্যে)—হাঃ হাঃ হাঃ—

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

নাগ পর্ব্বত।

(লক্ষ্মীন্দ্রের হাত ধরিয়া বেহুলার প্রবেশ।)

বেহুলা। গীত।

আঁধারে পথ চলা দায়,
তাই স্নেহের দীপটি নিছি জ্বেলে,

ভাঙ্গবে না যা কোন কালে,
উঠলে বাতাস আশার আঁচল
ঢাকা দিব তায়।
অচেনা এ পাহাড় পথে,
নাই বা কেহ রইল সাথে,
(দেখ) বুকভরা তার ভালবাসা
আমার হাত ধ'রে নে যায়॥

লক্ষ্মীন্দ্র। একবার পেছন পানে চেয়ে দেখ বেহুলা! ঐ—ঐ সেই গুহা! ঐখানে আমার জীবন্তে সমাধি হবার উপক্রম হয়েছিল; আর ঐ—ঐ সেই রজ্জু—পর্ব্বতের উচ্চতম শিখর হ'তে তোমার হস্তলম্বিত ঐ—ঐ সেই রজ্জু, যা আমাকে আসন্ন মৃত্যুর করাল কবল হ'তে রক্ষা করেছে!

বেহুলা। পেছন পানে দেখবার সময় ত এ নয়; এ বিপদ-সঙ্কুল স্থানে পদে পদে বিপদ, চল এগিয়ে যাই।

লক্ষ্মীন্দ্র। একবার দাঁড়াও, বেহুলা! চিত্রাদর্শ সম্মুখে রেখে চিত্রকর যখন পটে তুলিকা-বিন্যাস করে, তখন তার চক্ষুর সমক্ষে সেই আদর্শ ভিন্ন সমুদয় বিশ্ব-সংসার অদৃশ্য হয়ে যায়। বিপদ—কোথায় বিপদ! সৌন্দর্য্য-প্রতিমা তুমি, তোমার অপার্থিব সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ আমি আশৈশব দেখে আসছি। কিন্তু ঐ গুহাতে, গুহা মধ্যবর্ত্তী শূন্যে দোদুল্যমান-রজ্জুমাত্র-অবলম্বনে-অবস্থিত-তোমাতে সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের, স্বার্থত্যাগ ও একনিষ্ঠার অচিন্ত্য সমবায়সমুৎপন্ন যে মহীয়সী মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ ক'রেছি, তাতেই মৃত্যুর দ্বারদেশে দাঁড়িয়ে আমার অমরত্বের উপলব্ধি হয়েছে।

বেহুলা। ও কথা আর নাই তুললে লক্ষ্মীন্দ্র!

লক্ষ্মীন্দ্র। চুপ কর, বেহুলা চুপ কর ; একটু স্থির হও। আমি আমার চিত্ত-পটে তোমার সেই উজ্জ্বল চিত্র অবিনশ্বরভাবে চিত্রিত কোরে নিই। ঐ গুহাতে আমি নিদ্রিত ছিলাম—সহসা ঘুম ভেঙ্গে গেল ; দেখি নাগ-বালক মরিয়ম আমায় ডাকছে! না—না, সেত মরিয়ম নয় ; সে যে মরিয়মের পরিচ্ছদে আমারই বেহুলা—আমার স্বপ্নের ফুল বেহুলা! ভাবলুম, তবে বুঝি আমি স্বপ্নই দেখছি। সেই দুর্দ্ধর্ষ নাগসৈন্য-বেষ্টিত শত শত সর্দ্দারের শত শাণিত বর্ষা-সুরক্ষিত গুহাতে বেহুলাত দূরের কথা, মক্ষিকারও প্রবেশ অসম্ভব! এমন সময় তুমি নীরবে অঙ্গুলী সঞ্চালন ক'রে ঐ—ঐ রজ্জু দেখিয়া দিলে। মুহূর্ত্তে সব ধাঁধাঁ পরিষ্কার হয়ে গেল ; তখন বুঝলুম, সকল পথ রুদ্ধ দেখে বেহুলা আমার গগন-পথ আশ্রয় ক'রে আমার কাছে এসেছে। কিন্তু সে পথের ভীষণতা তখনও আমার হৃদয়ঙ্গম হয় নি। পরক্ষণেই দেখি, ইসারায় আমায় অনুসরণ ক'ত্তে ব'লে তুমি ঐ রজ্জু ধ'রে উঠছ!—উর্দ্ধে—উর্দ্ধে—আরও উর্দ্ধে—যতদূর দৃষ্টি চলে, ততদূরই দেখলুম—তুমি শুধুই উঠছ। ক্রমে তুমি যেন দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হয়ে গেলে। কি গম্ভীর, কি মহান্, কি রোমাঞ্চকর দৃশ্য! তোমার পদতলে অতলস্পর্শ পার্ব্বত্যখাদ পৃথিবীর বক্ষ ভেদ ক'রে কে জানে কোন্ অজ্ঞেয় প্রদেশে নেমে গেছে! তোমার মাথার উপর সীমাশূন্য আকাশ সীমাশূন্য উচ্চতায় আপনাকে আপনি হারিয়ে ফেলেছে! মধ্যে মহাশূন্যে দোদুল্যমান মহাকাশের মধ্য-বিন্দু জ্যোতি-রূপিণী তুমি! বল বেহুলা বল, নয়নপথ হ'তে ঐ গুহা অদৃশ্য হবার পূর্ব্বে একবার বল, কোন্ শক্তি-বলে পার্ব্বত্য-খাদের কল্পনাতীত ভীষণতাকে তুচ্ছ ক'রতে পেরেছিলে? কোন্ শক্তির সহায়তায় সীমাশূন্য আকাশের অপরিমেয় উচ্চতাকে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা ক'ত্তে সমর্থ হয়েছিলে?

বেহুলা। নিতান্তই শুনবে? সে কথা বলবার কিন্তু এখন সময় নয়, তবে যখন তুমি বলতে বলছ তখন আমায় বলতেই হবে। শোন লক্ষীন্দ্র, আমার মহাকাশের মধ্যবিন্দু আমি নই, তুমি; তোমাকে বেষ্টন ক'রেই আমার আকাশে—আমার চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহতারা কক্ষে কক্ষে আবর্ত্তন করে। আমার আকাশ শূন্য নয়—তার সমস্তটাই তোমার সত্তাতে পূর্ণ। আমার ব্রহ্মাণ্ডে ভীষণতা ব'লে কিছু নেই, তার যেখানটাই খুঁজি সেইখানেই আমি তোমার অফুরন্ত মধুরতা দেখতে পাই। আমি চিত্রকর নই—ছবি তুলতে জানি না—ছবিতে আমার প্রয়োজনও নাই। তুমিই আমার জীবন্ত ছবি! (দূরে আলোক দেখিয়া) বলেছিত, অসময়ে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করা হয়েছে। ঐ দেখ, ঐ দেখ—ও কিসের আলোক? আলোটা যেন এগিয়ে আসছে ব'লে বোধ হয় না?

লক্ষীন্দ্র। ও শুধু আলো নয়; ও আলোর পাশে একটা ছায়া! তুমি দেখতে পাচ্ছ না, তোমার দেখেও কাজ নাই; আমি কিন্তু, স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, ও বড় ভীষণ ছায়া! আর এখানে থেকে কাজ নেই। চল, বেহুলা, তোমায় নিয়ে জন্মের মত এদেশ ছেড়ে চলে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মশাল হস্তে মণিভদ্রার প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। একি হল! কোথায় গেল! কোথায় গেল! এই দুরারোহ পর্ব্বত—কোন দিকে পথ নেই—চতুর্দ্দিকে সশস্ত্র প্রহরী—কে এই ভয়াবহ স্থান থেকে তাকে উদ্ধার ক'ল্লে? এ কি প্রহেলিকা! আমার দুরন্ত পিপাসা তার রক্তপানের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল; কে তাতে বাধা দিলে? দেই দিক—সে জানে না যে মণিভদ্রা মানবী নয় —নাগিনী; সে জানে না যে নাগিনীর প্রেরণায় এই বিস্তীর্ণ হিমশীতল

পর্ব্বত অগ্নুদ্গার করবে—সে আগুনে লক্ষ্মীন্দ্র পুড়বে—চন্দ্রধর পুড়বে—চম্পানগরী পুড়ে ভস্মরাশিতে পরিণত হবে। আমার দৃষ্টি অতিক্রম কোরে কোথায় যাবে? পৃথিবী অন্বেষণ কোরে আমি তাকে বার করব! নাগ পাহাড়, আমায় বিদায় দাও; আর তোমাদের মোহ আমার গতিরোধ ক'ত্তে পারবে না। আস্তিক, তুমি মনিয়াকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে নাগসিংহাসনে বসিয়ে মণিভদ্রা কোরেছিলে; তোমার মণিভদ্রা আবার মনিয়া হ'য়ে পথে পথে ঘুরতে চলল। কিসের সিংহাসন—কিসের আত্মপ্রতিষ্ঠা! যাক, সব রসাতলে যাক; আমি কিছু চাই না! চাই কেবল তাকে!

[প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গাজনতলার মাঠ।

শিবচতুর্দ্দশীর মেলা।

(গান গাহিতে গাহিতে নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। গীত।

মরি ফলের বাজার কি বাহার !

আকুল কোরেছে আমে, সামলান প্রাণ হল ভার।

রসে ভরা পাকা কাঁঠাল শিউরে উঠেছে,

উঁচু নজর নয়ক নিচুর ঘোমটা টেনেছে,

আর ঐ টিয়ের মাথায় সোনার টোপর কিবা চমৎকার !

ফুটিগুলি ফুট ফুটে,

গরবে গিয়েছে টুটে,

বাঁধনেও মান গেল না করে হাহাকার।

পিয়ারা ফলের প্যারী,

গুণ কি তার বলতে পারি,

অরুচির রুচি কাঁচায়, নাইক কথা ডাঁসা পাকার !

আহা, তালশাঁস কিবা ফল,
যেন ননীর ভেতর ঠাণ্ডা জল,
খেলে দেহে বাড়ে বল, বদলে যায় মুখের তার।
রাঙ্গামুখে রোদ লেগেছে,
তাপে ডালিম ফেটে গেছে,
রসে ভরা দানায় যে তার বাজার ক'ল্লে গুল্‌জার!

(পুরোহিত ঠাকুরের প্রবেশ।)

নেড়া। ঠাকুর মশাই, ফলের গুষ্টি ত দেখ্‌ছি নির্ব্বংশ হলেন! দুনিয়ায় যা কিছু মিষ্টি ফলটা মূলটা—সবই ত আজ এই গাজনতলার মাঠে সশরীরে হাজির! এর মানে কি প্রভু! অসময়ে এ সব ফল কোত্থেকে এলেন? দেবতারা কি চৌদ্দশ কোটি কল্পবৃক্ষ ছিষ্টি কোরেছেন?

পুরোহিত। নারে নেড়া, তা নয়; শিবচতুর্দ্দশীর দিন ফলের বাজার এই রকমই হয়ে থাকে।

নেড়া। তার মানে?

পুরোহিত। জানিস নে! আজ যে শিবরাত্রির উপবাস!

নেড়া। এ্যাঁ, আপনি যে অবাক ক'ল্লে ঠাকুর মশাই! উপোসীদের দেখাবার জন্যে তবে কি এই ফলগুলি এসেছেন?

পুরোহিত। দূর নেড়া, তুই বেজায় বোকা। এটা বুঝলি নে, আজ যাদের উপবাস কাল তারা ঐ সব ফল খাবে।

নেড়া। বটে বটে! বলছ কি? তা ঠাকুর মশাইও কি আজ উপোস করবে?

পুরোহিত। নিশ্চয়; তার আর কথা আছে! আহা, আজকের উপবাসে কত ফল!

নেড়া। আজ্ঞে, তা এই ফল দেখেই বুঝতে পেরেছি। আহা, ফলগুলি দিব্য! দেখলেই উপোস ক'ত্তে ইচ্ছে করেন! বলতে সাহস হয় না প্রভু, আমি যদি উপোস করেন, তাহলে কাল সকালে কি এই সব ফল পেটভ'রে খেতে পাব?

পুরোহিত। পাবি বৈ কি। কর্ত্তারাজার ঢালা হুকুম, জানিস না?

নেড়া। তবে, ঠাকুর মশাই, আজ আমারও শিবরাত্তির!

পুরোহিত। বেশ বেশ; তুই তবে ইচ্ছামত ফল কিনে নিয়ে আয়। আমার বাড়ীতেও বেশ ভাল রকম দুচার ঝোড়া পাঠিয়ে দিস। দেখিস যেন ঠকিস নে—লখীন্দরকে ফিরে পাওয়া গেছে ব'লে খুব ধুম—এবার জোর মেলা; ব্যাপারিরা নিজেদের দিকেই টানবে।

নেড়া। তা হলে হাতে এই নাটি রয়েছেন কি ক'ত্তে? খাবার জিনিসে কি নেড়াকে কেউ ঠকাতে পারেন ঠাকুর মশাই! হাঁ, তা হলে ওজোড় কোরে ফেলব না! আপনি যাও প্রভু, আমি যাচ্ছেন।

পুরোহিত। দেখিস, আমার ফলগুলো যেন বেশ ভাল হয়। আজকের উপোসে যা পুণ্য, ব্রাহ্মণসেবায় তার চেয়েও বেশী পুণ্য, বুঝিচিস?

নেড়া। এজ্ঞে।

পুরোহিত। তাহলে চল্লুম—বেশ জুতসই রকম ফল আমায় পাঠাস?

নেড়া। এজ্ঞে।

পুরোহিত। তবে আসি; পূজার বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। যত বেশী কোরে ফল পাঠাবি, নেড়া, তোর তত পুণ্য হবে।

[প্রস্থান।

নেড়া। ঠাকুর মশাইয়ের পূজা যা হবেন তা ত বুঝতেই পাচ্ছি! যাহোক চোখকাণ বুজে আজ উপোসটা কোরে ফেলি। তারপর কাল ভোর থেকে সন্ধে, আর সন্ধে থেকে শেষ রাত্তির পর্য্যন্ত কেবল মুষলধারে কোঁৎ কোঁৎ কোরে রাজ্যিশুদ্ধ ফল গেলন! বাবা, এতদিনে

বুঝলুম পাল পাব্বনে কেন লোকে উপোস করেন। একে ত উপোস বলেন না—পেটটাকে একটু জিরেন দিয়ে আবার লেগে যাওয়া। খুব পারবো—খুব পারবো! এবার থেকে বারব্রত, যেখানে যত উপোস আছেন, সব পালন ক'ত্তেই হবেন। এখন দুদশ ঝোড়া ফল খরিদ কোরে ফেলি। দু চারটে কাণা খোঁড়া গোছ ঐ বামুনটাকে দিতে হবেন! ও ত রোজই খাচ্ছেন—আমার হল এই একদিন! (জনৈক ফল বিক্রেতার প্রতি) ওরে, তোর ঝোড়ায় ক'টা কাঁঠাল?

বিক্রেতা। পাঁচটা।

নেড়া। দূর বেটা, মোটে পাঁচটা; আমার চাই নেহাৎ কম পাচগণ্ডা; পাঁচটার দাম কত?

বিক্রেতা। তিন কাহন কড়ি।

নেড়া। বটে! আধ কাহনের মালকে বলে তিন কাহন! চল—চল, আমার খানিকটা পুরাণ কাশুন্দি আছে; তাই নিয়ে কাঁঠাল ক'টা রেখে আসবেন।

বিক্রেতা। আমার তাতে পোষাবে না ভাই।

নেড়া। ও সব পোষাপুষির কথা শিকেয় তুলে রাখ। নেড়ার মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গতে পাচ্ছেন না কত্তা? ফের যদি কথা কইবি ত সদাগরকে বোলে তোর হাটে আসা বন্ধ কোরে দেবেন।

বিক্রেতা। রাগ কোরো না দাদা, চল যাই। একটু বেশী কোরে কাশুন্দি দিও, কিছু বিক্রী করবো; আর বাকিটা ঘরে অরুচির অসুখ—পত্তির জন্যে দিলে আমার বড় খোসনাম হবে।

নেড়া। তোর খোসনাম হোক, বদনাম হোক, আমার তাতে কিরে অলপ্পেয়ে? চল—চল, আরো পাঁচ সাত ঝোড়া ফল চাই। এই ধর দু কাঁদি কলা!

বিক্রেতা। কোথা যেতে হবে?

নেড়া। সদাগর-রাজার বাড়ী। আমি কে জানিস? আমি কত্তা-রাজার ডান পা—বাঁ পা; আমায় নইলে তিনি এক পাও চলতে পারে না।

বিক্রেতা। রাজবাড়ী যেতে হবে! চল, চল, সেখানে আমাদের বড় সুখ। রামরাজত্বে বাস ক'চ্ছি দাদা, তাঁর কাছে অবিচের নেই! তোর নামটা কি ভাই?

নেড়া। আমার নাম নেড়া।

(বিন্দির প্রবেশ।)

বিন্দি। টেকো—অ টেকো!

নেড়া। কেন—কেন রে!

বিন্দি। আ মরণ, মিন্সের রকম দেখো, সঙ!

নেড়া। মাগীর মুখ দেখো—ঢং!

বিন্দি। পছন্দ না হয়, ভাল দেখে আর কাউকে নিয়ে আয় না। আমি ত আর বারণ করি নি!

নেড়া। বাপ! তা'হলে টেকোর কি আর খুলিখানা থাকবে?

বিক্রেতা। বলি, হ্যাঁ ভাই, ইনি তোমার কেডা হন?

নেড়া। দুঃখের কথা আর বলব কি, ইনিই আমার তিনি!

বিক্রেতা। যারে তোমরা ইস্ত্রী বল, ইনি তাই না কি?

নেড়া। হ্যাঁ ভাই, তাই। ইনি আমার বিন্দে দূতী!

বিন্দি। আ গেল, মিন্সে যা খুসী তাই বলতে আরম্ভ কল্লে! ত্থাখ টেকো!

বিক্রেতা। বলি, হ্যাঁ কত্তা, এডা যে কেমন কেমন ঠেকতেছে; ঘরের বৌ কি সোয়ামীর নাম নেয় নাকি? কত্তা, তুমি ব'ল্লে তোমার নাম নেড়া; ইনি বলেন টেকো। এর মধ্যে কোনডা সত্যি?

বিন্দি। কি জ্বালা, এ কোথাকার আপদে লোক গা!

বিক্রেতা। রাগ কর কেন ঠাকরুণ ?

বিন্দি। করব না—ঘরে চল্ দিখি ড্যাকরা, তোকে খেংরে দি। তুই কি বুঝবি মিন্সে, কেন ওকে টেকো বোলে ডাকি। নাম করবার যো থাকলে ঐ পেঁড়া বোলেই ডাকতুম !

বিক্রেতা। কিছু মনে কোরো' না ঠাকরুণ, মুখ্যুসুখ্যু নোক আমরা, সবডা ত বুঝতি পারি নি !

নেড়া। নেড়ার বদলে পেঁড়াই বলিস বিন্দে, তোর ও টেকো নামটা একেবারে টোকে গিয়েছেন।

বিন্দি। তা আজ কি খাওয়া দাওয়া হবে না ; ভাত নিয়ে কি বসে থাকব ?

নেড়া। ভাত ফেলে দে—ভাত ফেলে দে ! আজ আমার শিবরাত্তির, একদম উপোস ; বিন্দি, মহাপুণ্যি হবেন ! খবরদার, আর মুখ নাড়া দিস নি।

বিন্দি। আহা, পুণ্যি কোরেছিস ; বাঁচলুম ! তবু ওবেলাটা রান্না ক'ত্তে হবে না। তা এখন ঘরে চল ?

নেড়া। হাঁা যাই ; আরো ফল চাই। আজ উপোস—কাল পারণ ; আজ জিরেণ—কাল গেলন ! আহা, কালকে আমার কখন হবেন !

[সকলের প্রস্থান।

(বেহুলা ও মণিভদ্রার প্রবেশ।)

বেহুলা। হ্যাঁগা, তুমি কাদের মেয়ে, একলাটী এখানে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছ ?

মণিভদ্রা। আমি বেদের মেয়ে—আমার কেউ নেই। বাড়ী আমার অনেক দূর। পথ হারিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই দেশে এসে পড়েছি।

বেহুলা। আহা, তোমার কেউ নেই ! এখানে তুমি কোথায় থাক ?

মণিভদ্রা। কোন দিন গাছতলায়, কোন দিন পথে !

বেহুলা। কারু বাড়ী থাক না কেন ?

মণিভদ্রা। বুনো ব'লে কেউ যায়গা দেয় না; সবাই তাড়িয়ে দেয়। তোমার বাড়ী কোথা?

বেহুলা। ঐ আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। হাঁ, ভাই বেদিনী, তোমার কি বিয়ে হয় নি?

মণিভদ্রা। না।

বেহুলা। তবে তুমি আমার কাছে থাক না কেন? আমি তোমায় খুব ভালবাসব। তোমারই মত সুন্দর আমার একটা সখী ছিল। আহা, আমি তাকে জন্মের মত হারিয়েছি! বেদিনী, তুমি থাকবে?

মণিভদ্রা। থাকবো। তোমার নাম কি?

বেহুলা। বেহুলা; তোমার নাম কি বেদিনী?

মণিভদ্রা। মনিয়া।

বেহুলা। মনিয়া, বেশ নাম। তুমি গাইতে জান?

মণিভদ্রা। গান গাইব—শুনবে?

মণিভদ্রা। গীত।

আমি ফিরি বনে বনে, তুলি আনমনে।
সেফালি কুসুম রাশি।
যতন করিয়া, মালাটী গাঁথিয়া,
তাহারে পরাব ফাঁসি॥
আবেগের ভরে ধরি দুই করে,
তাহারে কহিব আমি—
তুমি কি জানিবে হৃদয় আমার,
জানেন অন্তরযামী!

সদা হেরি সেই মূরতি মোহন,
জাগিয়া নেহারি তাহারই স্বপন,
কথা গুলি তার, শ্রবণে আমার,
এখনও বাজায় বাঁশী !

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বেহুলার উদ্যান।

সখীগণ।

সখীগণ। গীত।

পীরিতি কে জানে কেমন ?
অথচ তার দাপট দেখি—
পাতাল থেকে স্বর্গমর্ত্ত্যত্রিভুবন !
পীরিত আছেন সেই আদ্যিকাল থেকে—
(কেন না শুনেছি)
আমাদের ঠাকুরদাদা বুড়ো,
আর ঠাকরুণদিদি বুড়ী—
নিতুই ক'রত কতই পীরিত
খেয়ে ঝুনো নারকেল আর মুড়ি !
যদিও, সত্যি কথা, তাঁদের দাঁত ছিল না তেমন।

(তারপর) ঘরকন্না ছেড়ে পীরিত,
কাব্যের মধ্যে এসে—
একচেটে নিলেন বাসা
ফুলের গন্ধে কিম্বা নদীর ধার ঘেঁসে!
সেটা কিন্তু ভাবের বিকার যার যেমন!
কারু কোকিল ডাকলে পীরিত ফোটে,
বাতাসের আগে সে ছোটে,
কিন্তু ঝড় উঠলেই ভুঁয়ে লোটে,
ধারাটি তার মজার এমন!

(মণিভদ্রার প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। (স্বগত) এরা বেশ আছে! হাসছে—নাচছে—গাইছে! যেন পরের জন্যেই জন্মেছে—পরের জন্যেই হেসে খেলে দিব্যি সুখে দিন কাটাচ্ছে! আমার বুকের ভেতর কিন্তু তুষানল জ্বলছে! এতদিন নির্জ্জনে ছিলুম; বেশ ছিলুম! এখন লোকালয়ে এসে কিছুতেই যেন থাকতে পাচ্ছি না! যে জন্য এলুম, তার ত কিছুই কোরে উঠতে পাল্লুম না! লক্ষ্মীন্দ্র পালিয়ে বাড়ী ফিরে এসেছে! তাকে দেখতে ইচ্ছে করে; কিন্তু না—এখন না। আগে চন্দ্রধরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে হবে।

১ম সখী। মনিয়া, তুই দিন রাত অমন চুপ কোরে থাকিস কেন? এতদিন আমাদের সঙ্গে থেকে ও তোর বুনো স্বভাব গেল না। আমাদের সই বেহুলার বিয়ে—আমরা কত আমোদ কচ্ছি—তুইও আমাদের সঙ্গে যোগ দে না ভাই?

২য় সখী। হ্যাঁলা, সত্যি সত্যি সইএর বিয়ে নাকি? এমন খবর আমাদের আগে বলিস নি?

১ম সখী। বিয়ে ব'লে বিয়ে—রাজপুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে!

২য় সখী। তাইতো—তাইতো! ওগো, আহ্লাদে কোথায় যাব গো! এ যে গলে গেলুম।

১ম সখী। দেখিস যেন গড়িয়ে যাস নি! তোর গলা দেখে যে আমার উড়তে ইচ্ছে ক'চ্ছে!

৩য় সখী। বাঃ বাঃ, কেউ গেলি গলে, কেউ গেলি উড়ে! আমি তাহলে সে বিরহ সামলাব কেমন কোরে? সখিরে, আমি তাহলে মরব পুড়ে!

৪র্থ সখী। বেশত তোরা একে একে যে যার পথ পরিষ্কার কোরে নিলি? আমিই বা কি করব বল? মরব দেয়ালের গায় মাথা খুঁড়ে!

৫ম সখী। আহ্লাদে তোদের ত সব ঢের ঢং দেখছি! কেউ গলল—কেউ উড়ল—কেউ পুড়ল—কেউ ফাটল! আমার ত আর মনে কিছু নূতন আসছে না! কি আর করব বল—কাঁদব শুধু বিনিয়ে বিনিয়ে নানারকম সুরে! এখন থেকেই তার মওলা দি!

গীত।

আমরা ক'রেছি এক ধনুক ভাঙ্গা পণ।
সাধ ক'রে কেউ প'রব নাক প্রেমেরি বাঁধন ॥
মানিনীর মান ভাসায়ে,
কেন বল ধ'রব পায়ে,
লহমায় বিলিয়ে দেব এই সাধেরি যৌবন?
ভালবাসার এমনি গুণ,

সাদা প্রাণে ধরায় ঘূণ,
(তারে) ছুঁই ছুঁইতে যত মজা ছুঁলে নয় তেমন !

(বেহুলার প্রবেশ।)

বেহুলা। সখী, আজ আমার গান ভাল লাগছে না !

১ম সখী। তা লাগবে কেন সই ?

২য় সখী। হাঁ সই, রাম না হতেই রামায়ণ ! বিয়ের আগেই আমাদের নির্যাতন !

বেহুলা। না সই, তোমরা কিছু মনে কোরো না। আজ, কি জানি কেন, আমার কিছু ভাল লাগছে না।

১ম সখী। আয় লো ভাই, আমরা যাই ; সই আমাদের ধ্যান কোরবে ! ধ্যান কর ভাই, ধ্যান কর, আমরা চল্লুম ! [সখীগণের প্রস্থান।

বেহুলা। মনিয়া, তুমি গেলে না ?

মণিভদ্রা। না—আমি তোমার কাছে থাকব।

বেহুলা। কেন ?

মণিভদ্রা। প্রথম যখন তোমার এখানে আসি, তখন ত তোমার এমন মলিন মুখ দেখি নি। তখন ত তুমি সদাই হাসতে—গান শুনতে ভালবাসতে ! আজ ক'দিন তোমার কেমন ভাবান্তর দেখছি ! কেন সই ?

বেহুলা। কৈ না—আমি ত আগের মতই আছি।

মণিভদ্রা। না—তুমি বদলেছ ! তোমার সে হাসি নেই—সে চাঞ্চল্য নেই—সে প্রফুল্লতা নেই ! এখন তুমি সদাই ভাব—আনমনে আকাশের পানে চেয়ে থাক—তোমার ঘন ঘন উত্তপ্ত নিশ্বাস কি যেন একটা মর্ম্মবেদনার আভাষ দেয়—তোমার চোখের কোণে যেন শুকনো জলের দাগ ! কি এত বেদনা সই ?

বেহুলা। মনিয়া, তুই কখন কাউকে ভালবেসেছিস ?

মণিভদ্রা। না।

বেহুলা। এ বেদনা তুই তবে বুঝবি নি—বুঝে কাজও নেই! তোর সাদা প্রাণ, সংসারের সুখ দুঃখের মলিন স্পর্শে কখন আবিল হয় নি। বনে বনে হরিণীর গলা জড়িয়ে ধ'রে নৃত্য করিস—পাখীর সঙ্গে কথা কোস! আহা, তুই বেশ আছিস! মনিয়া, এ সব কথা তোর শুনে কাজ নেই।

মণিভদ্রা। কেন, ভালবাসি না বোলে কি ভালবাসার কথা শুনতে নেই! না সই, আমায় বল, আমি শুনবো। আমি তোমার ব্যথার ব্যথী! যদি ভালবেসে তুমি ব্যথা পেয়ে থাক—সে ব্যথার ভাগ কেন আমায় দেবে না ?

বেহুলা। মনিয়া, এ ব্যথা কি তা তুই বুঝতে পারবি না। এ শেল যার বুকে বেজেছে সেই তার যাতনা অনুভব করে। অন্যের শোনা কথা—কাণে পৌঁছোয়—মর্ম্মে পৌঁছোয় না! কি কোরে তোকে বোঝাব ? তুইত কখন তাকে দেখিস নি ? ছেলেবেলা তার হাত ধ'রে কখন ত গাঙ্গুড়ের তীরে তীরে ছুটাছুটি কোরে বেড়াস নি! কখন ত তার পদতলে শুয়ে গাঙ্গুড়ের কালজলে নক্ষত্রভরা আকাশের ছবি দেখে মুগ্ধ হ'স নি! ফুলের বনে চাঁদের আলোয় মালা গেঁথে তার গলায় ত কখন পরাস নি! তার পর সেই সে কোথায়—কতদূরে নাগ-পর্ব্বতের অতলস্পর্শ গুহামধ্যে মণিভদ্রার বন্দী! প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন দিয়ে তাকে ত তুই সেথান থেকে কখন উদ্ধার করিস নি ? সে আমার, চিরকালই আমার থাকবে—এ কল্পনা ত কখন তোকে উদ্‌ভ্রান্ত করে নি ?

মণিভদ্রা। কি—কি!

বেহুলা। তার পর এখন শুনছি, সে আমার হবে না! আমার সঙ্গে

তার মৃত্যুর ব্যবধান! এ বাজ ত তোর বুকে কখন বাজে নি! আমার এ ব্যথা তুই কি ক'রে বুঝবি বোন?

মণিভদ্রা। কে সে! কে সে!

বেহুলা। আমার দেবতা আমার সর্ব্বস্ব—আমার জীবন! এই দেখ, তার চিত্র দেখ!

মণিভদ্রা। কৈ দেখি—দেখি, বুকপেতে কি বাজ নিয়েছ দেখি! (লক্ষ্মীন্দ্রের চিত্র লইয়া) ভালবেসেছ! কত ভালবেসেছ! কত ভালবাসতে পার! মর্ম্মব্যথা! ভালবেসে কত মর্ম্মব্যথা পেয়েছ! অন্ধকার রাত্রে হঠাৎ আলো দেখে পতঙ্গী যেমন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তেমনি কোরে কি কারো পায়ে প্রাণ ঢেলে দিয়েছ? সে ভালবাসে কি না জান না—তুমি কিন্তু নারীর মজ্জাগত মান অভিমান, লজ্জা সরম—সব ভাসিয়ে দিয়ে কখন কি মুক্তকণ্ঠে বলতে পেরেছ—তোমায় ভালবাসি!

বেহুলা। মনিয়া—মনিয়া!

মণিভদ্রা। তারপর—তারপর—সে তোমার কথা শুনে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছে—উপেক্ষার হাসি হেসে চ'লে গিয়েছে—তাচ্ছিল্যের এ তীব্র শেল কখন কি বুক পেতে নিয়েছ? পদাঘাতে সে তোমার প্রণয়কোমল প্রাণকে শতধা বিদীর্ণ কোরেছে—তা কি কখন সহ্য ক'র্ত্তে পেরেছ? সেই প্রত্যাখ্যানের প্রচণ্ড জ্বালায় জর্জ্জরিত হ'য়ে কখন কি শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গান্তরে—পাহাড় হতে সমতলক্ষেত্রে—সমতলক্ষেত্র থেকে সাগর গর্ভে ঝাঁপিয়ে পড়েছ? প্রতিহিংসার বহ্নিময় বাসনায় বিতাড়িত হ'য়ে তোমার রাক্ষসী পিপাসা তার রক্তপানের জন্য কখন কি তোমাকে দেশে দেশে ছদ্মবেশে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে! শিশু যেমন হস্তস্থিত ক্ষুদ্র তৃণকে খণ্ড খণ্ড কোরে ফেলে—(চিত্র ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে) তেমনি কোরে সেই রক্ত মাংসের দেহকে রেণু রেণু করবার উন্মত্ত প্রবৃত্তি কি

কখনও তোমার উত্তেজিত হয়েছে? কি ভালবেসেছ—কত কেঁদেছ—কত স'য়েছ!

বেহুলা। মনিয়া—মনিয়া! কি কল্লি—কি কল্লি! চিত্র ছিঁড়ে ফে'ল্লি! মনিয়া, স্থির হ'। বুঝলুম বোন, তুই আমার চেয়েও দুঃখী!

মণিভদ্রা। কি করিছি—কি করিছি! কে আমি—কোথায় আমি!

(ভূমিতলে উপবেসন।)

বেহুলা। ওঠ, ওঠ বোন! আমি জানতুম না যে তুইও সাধ ক'রে বুক পেতে বাজ নিয়েছিস! তুই এখন ওঠ—ঘরে চল; কে জানত প্রণয় তোকে দেশত্যাগিনী কোরেছে!

মণিভদ্রা। তুমি ঘরে যাও; আমি খানিক একলা থাকব। তোমার পায়ে পড়ি—আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

বেহুলা। সই, তোর মনের কথা আমায় সব বলবি চল! আমি নিজের ব্যথা দিয়ে তোর ব্যথা দূর করব। তুই শুধু আমার সই নোস—তুই আমার বোন; আয়, আমার সঙ্গে আয়।

মণিভদ্রা। তুমি যাও—আমি যাচ্ছি; আমার কথা শুনবে? বলব—বলব—সময় হলে বলব! এখন আমার কাছে থেকো না! সরে যাও—সারে যাও! আমি যাব—যাব!

বেহুলা। হায় প্রেমবিহ্বলা!

[বেহুলার প্রস্থান।

মণিভদ্রা। বেহুলা, বেহুলা—কি কোরেছ? কাকে আশ্রয় দিয়েছ? তোমার শিয়রে সাপিনী শুয়ে তা তুমি জান না? তুমি লক্ষ্মীন্দ্রকে ভালবাস! সে তোমার হবে; তুমি তার হবে! আর আমি—নাগকুলের রাণী, পৃথিবীর সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য ভাসিয়ে দিয়ে, দাসী হ'য়ে তোমার গৃহে ব'সে তোমাদের সেই মিলন দেখব! (ছিন্নচিত্র উঠাইয়া লইয়া) এই তার ছিন্নচিত্র! ওড়—ওড়, আজ ছিন্নপট আকাশে উড়িয়ে

দিচ্ছি; আর এমনি ক'রে অচিরে তার জীর্ণ কঙ্কাল আকাশে উড়তে থাকবে!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাধু বণিকের বহির্ব্বাটীর কক্ষ।

সাধুবণিক, ঘটক ও ভট্টাচার্য্য।

ঘটক। ও আর অমত করবেন না, কর্ত্তা মশাই, ও আর অমত করবেন না। ও যেমন আপনার গৌরীর ন্যায় সুলক্ষণা কন্যা, তেমনি হরের ন্যায় বর হয়েছে!

ভট্টাচার্য্য। আজ্ঞে, তার আর কথা কি! চক্রের মানে কি, ও একেবারে যে ঠিক ছেলে, তাতে আর সন্দেহ নাই। চক্রের মানে কি, ও আপনি আর মতামত করবেন না।

ঘটক। না—না, ও শুভস্য শীঘ্রং, শুভস্য শীঘ্রং! রাজপুত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ। কন্যা চম্পারাজ্যের রাণী হবে—আপনি রাজ-শ্বশুর হবেন—এতে আর অমত করে? কন্যা পাত্রস্থ ক'রে কুল উজ্জ্বল করুন।

সাধু। না—অমতের আর কিছুই নাই; তবে কি না, কোষ্ঠীর ফল বড় ভয়ঙ্কর। বলছে—বাসরে লক্ষ্মীন্দ্রের সর্পাঘাত হবে। তবে কারো কারো মতে শতবর্ষ পরমায়ু!

ঘটক। আজ্ঞে ও কুষ্টিফুষ্টি সব মিছে; কেবল দমবাজী—ও সব আপনি শুনবেন না। কথায় বলে—অ-দৃষ্ট; একেবারে দেখবার যো নেই; তা নিয়ে আবার কচকচি!

ভট্টাচার্য্য। আর আমি রয়েছি কি ক'ত্তে, চক্রের মানে কি, আমি রয়েছি কি

ক'ত্তে ? আমি, ওর নাম, চক্রের মানে কি, ভৈরবীচক্রে সব ঠিক ক'রে দেব ; যাতে উঠে ধানের পথ্যি ক'ত্তে না হয় তার ব্যবস্থা ক'রে দেব। চক্রের মানে কি, হয়কে নয় ক'রব। ও শাস্ত্রেই রয়েছে, বিয়ের রাত্তির পেরুতে দেব না, চক্রের মানে কি, এমন ক্রিয়া ক'রব।

ঘটক। (ভট্টাচার্য্যের কাণে কাণে) ভট্‌চায, বেশী কথা কোয়ো না ; শুধু আমার কথায় সায় দিয়ে যাও। বেজায় বেফাঁস হয়ে যাচ্ছে। তোমায় সাজিয়ে এনেছি এটা না বুঝতে পারে ?

ভট্টাচার্য্য। সে আর তোমায় অসাবধান ক'ত্তে হবে না। চক্রের মানে কি, ও এখনই সেরে নিচ্ছি। কত্তামশাই কি বলেন, চক্রের মানে কি ?

সাধু। আচার্য্য ঠাকুর এখনই আসবেন ; দেখি গণনা ক'রে তিনি কি ঠিক করেন।

ভট্টাচার্য্য। ও আর ঠিক করা কি, চক্রের মানে কি ! আচার্য্য গুণেই দেখবেন—কিছু ক'রতে ত আর পারবেন না। চক্রের মানে কি, সে এই শর্ম্মা—এই শর্ম্মা ! ক্রিয়ার জোরে টেনে বাড়িয়ে দেব—পরমায়ুকে চক্রের মানে কি, ধ'রে টেনে বাড়িয়ে দেব ! চক্রের মানে কি, গজে মেপে কুলোবে না ; শত বর্ষ কি—এখান থেকে একেবারে কাশী পর্য্যন্ত লম্বা পরমায়ু হবে। আর সাপ ! চক্রের মানে কি, একেবারে কেঁচো—কেঁচো !

ঘটক। (স্বগত) না বামনাটা সব গুলিয়ে দিলে দেখছি ; কত আর সামলাব ! (প্রকাশ্যে) কত্তা মশাই, একে চেনেন না ? ইনি একজন খুব ক্রিয়াবিৎ ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মতেজে ভৈরবী সিদ্ধ। মন্তরের ভারি জোর—দেবতারা সব কথা কয়। এঁর দ্বারা একখানি নাগ কবচ তৈরী কোরে নিন। আর তাহলে কোন ভয় থাকবে না। কি আর

বলব, ঐ যে বল্লেন পরমায়ুকে টেনে বাড়াবেন—ঠিক! ওঁর অসাধ্য কাজ নেই!

ভট্টাচার্য্য। (উৎফুল্ল ভাবে) তা চক্রের মানে কি—চক্রের মানে কি!

ঘটক। আরে থাম; (সাধু বণিকের প্রতি) কর্ত্তামশাই, বলুন কি ক'রবেন। আমায় এখনই রাজবাড়ী যেতে হবে। এটা জানবেন—রাজপুত্রের বিবাহ প'ড়ে থাকবে না। তবে আমার মতে মিছে ভয় না কোরে মত ক'ল্লেই ভাল হয়। কি জানেন, ও রাজবধূ হওয়া ভাগ্যের কথা—তপস্যার ফল!

ভট্টাচার্য্য। তা, চক্রের মানে কি, জামাই মরুক আর বাঁচুক, ন্যায্য কথা বলব! তা তুমি থামতেই বল আর যাই বল—চক্রের মানে কি!

সাধু। আচ্ছা আপনারা কথাবার্ত্তা ক'ন, আমি আসছি।

[প্রস্থান।

ঘটক। তুমি কি রকম আহাম্মক হে! এত কোরে শিখিয়ে নিয়ে এলুম যে বেশী কথা ক'য়ো না, শুধু ঘাড় নেড়ে যেও। তা—না, একেবারে চক্র, চক্র কোরে যা তা না বকতে লাগলে! বল্লুম কবচ তৈরী করার নাম কোরে বেশ দুপয়সা নিয়ে দুজনে বখরা করা যাবে। তা দেখছি মুখ্যুমি কোরে সব কাঁচিয়ে দিলে।

ভট্টাচার্য্য। কেন, চক্রের মানে কি, কাঁচলো কিসে? আমি ত, চক্রের মানে কি, ভৈরবী চক্রের কথাই বলেছি। তবু এখনও একষট্টি-মুখো রুদ্রাক্ষীর কথা বলা হয় নি।

ঘটক। আর রুদ্রাক্ষীর কথা বলতে হবে না—এবার থেকে চুপ কোরে থেক, কোন কথা কোয়ো না।

ভট্টাচার্য্য। বেশ; এই চুপ কল্লুম; চক্রের মানে কি, আর কথা কইব না। তবে চক্রের মানে কি, মনে থাকে যেন আধা আধি বখরা। আমি এই চুপ কল্লুম, চক্রের মানে কি।

(আচার্য্যের প্রবেশ।)

আচার্য্য। এই যে ঘটক ভায়া, আগে হোতেই বইসা আছ দেহি! কত্তা ক’নে?

ঘটক। এসো—এসো ভায়া; কত্তা আসছেন; গণনায় কি দেখলে?

আচার্য্য। বরই অশুভ; তোমার পাঞ্জিপুঁথি গুটাও বাইটি, এহানে কলকে পাতিছ না!

ঘটক। কেন—কেন—অশুভ কিসে?

আচার্য্য। কইন্যার লোগ্ন চক্র আর পাইত্রের লোগ্ন চক্র ব্যাস অনুধাবন কইরে দেখলাম—এ বিবাহ অসম। প্রথমে ধর—

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, আর চুপ কোরে থাকতে পাল্লুম না—তা বথরা পাই আর না পাই। চক্রের মানে কি, আপনি চক্রের কি ধার ধারেন? আমরা হ’লাম চক্রের রাজা—একেবারে মর্ত্তমান চক্রান্ত; আপনি চক্র দেখলেন কেমন কোরে? আপনি কি কারণ কোরে থাকেন?

আচার্য্য। আরে এ কেডা কওত বাইটি; কথার মাঝখানে কথা কইয়া রসভঙ্গ করে!

ঘটক। আবার কথা কইছ! এই না বল্লুম।

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, ভুলে গিছলুম—এই চুপ কল্লুম।

আচার্য্য। এই প্রথমেই ধরেন—

বর্ণশ্রেষ্ঠা চ যা কন্যা বর্ণহীনশ্চ যঃ পুমান্

তয়োর্বিবাহে মৃত্যু—

ভট্টাচার্য্য। আরে থাম—থাম, চক্রের মানে কি—একবার বলতে দাও ভাই! এইবার আচার্য্য ঠাকুর ধরা পড়েছেন; ঠেকেছেন, চক্রের মানে কি, ঠেকেছেন! শুধু বিবাহে মৃত্যু কেন, ও চক্রের মানে কি, বি’য়ে ক’ল্লেও মৃত্যু, না ক’ল্লেও মৃত্যু। চক্রের মানে কি, শুনেছি,

আমার বাবার কখনও বিয়ে হয় নি। তা চক্রের মানে কি, তবুত তিনি আমার সামনেই চক্রের মানে কি, একেবারে কম্ম ফর্সা!

আচার্য্য। আরে, এ হালা পাগল নাহি! এডারে কোয়ানথে আনছ?

ঘটক। কি আপদ ভট্‌চায্, তুমি গোল ক'চ্চ কেন? সব মাটি ক'ল্লে! আচার্য্য ভায়ার কথাটা আগে শেষ হ'তে দাও। আমরা ঘটকালি করি বোলে কি দুটো শ্লোক আওড়াতে পারিনে। দেখ আচার্য্য ঠাকুর, তোমার ও লগ্নচক্রে ভুল আছে।

আচার্য্য। কেডা কয়?

ঘটক। আমি বলছি, ওতে ভুল আছে।

আচার্য্য। তুমি কেডা? তুমি ত মাগী মদ্দ দইর‍্যা বিয়া দাও—তুমি আমাগর জ্যোতিস শাস্ত্রের কি জ্ঞান কও ত? আমি সাতাইশ বৎসর যাবৎ কেশবানন্দ গ্রহসাগরের ভাত রাইন্দা জ্যোতিষ শিক্ষা করছি—নবগ্রহ সিদ্ধ আমি—আমি লগ্নমান ঠিক ক'ল্লাম—তাতে ভুল! অর্ব্বাচীন!

ঘটক। সাতাশ বৎসর ভাত রেঁধেছ—হাঁড়ির খবর জান—জ্যোতিষের কি ধার ধারো হে বেল্লিক? আমায় অর্ব্বাচীন সম্বোধন! সাত পুরুষ কুলাচার্য্যের কাজ ক'চ্চি—যত রাজা রাজড়ার বাড়ী সম্বন্ধ স্থির করি—আমি অর্ব্বাচীন! তোমার যত বড় মুখ তত বড় কথা, মূর্খ—পাষণ্ড—বর্ব্বর!

আচার্য্য। এই হারালাম জ্ঞান—এই হারালাম জ্ঞান—তোরে বলছি! ঝাড়লাম এই খেটে।

ঘটক। কি আমার বাড়ী বর্দ্ধমান জেলা—আমায় খেটে দেখাস তুই! এখনই এই হাতালের লাঠিতে মাথা গুঁড়িয়ে দেব জানিস্?

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, আরে ঘটক ভায়া, স্থিরো ভব—স্থিরো ভব। চক্রের মানে কি, ভৈরবী চক্রের কেন্দ্রে বসিয়ে বেটাকে এখনই

ভস্মসাৎ ক'রে দিচ্ছি! এইবার, চক্রের মানে কি, বের করি সেই একষট্টি-মুখো রুদ্রাক্ষী! বেটা বাঙ্গাল, ভূত!

আচার্য্য। বাঙ্গাল কইছ—বাঙ্গাল কইছ—ভূত বলচ! এই হারালাম জ্ঞান বলছি—বাল চাস ত চুপ কইরে দাঁরাইয়ে ররে হালা গটকা—এহানে মস্করা করবার লাগি আইছ—

ঘটক। কি গালাগাল! তবে রে পাজি! (উভয়ের জড়ামড়ি।)

আচার্য্য। তবে এই হারালাম জ্ঞান। কামড় দিয়া হালার টিকি ছিরা ফালামু!

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, গতিক বড় সুবিধের নয়—স'রে পড়া যাক, চক্রের মানে কি!

(সাধুবণিকের প্রবেশ।)

সাধু। কি হয়েছে—কি হয়েছে! ব্যাপার খানা কি?

ভট্টাচার্য্য। আজ্ঞে একেবারে, চক্রের মানে কি, উভয়ে একেবারে, চক্রের মানে কি, একেবারে চক্রের মানে কি—বৃষোৎসর্গ!

(আচার্য্যের টিকি ধরিয়া টান দেওন।)

আচার্য্য। আরে হালা চক্রের মানে কি! গেলাম গেলাম, ছাড়ান দাও! ছাড়ান দাও!

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, জ্যোতিষ ফলাতে এসেছ, চক্রের মানে কি, বিবাহে মৃত্যু!

সাধু। কি হয়েছে? সকাল বেলা ভদ্দর লোকের বাড়ীতে মারামারি কেন? স্থির হও—স্থির হও।

(পরস্পর পৃথক হওন।)

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, কর্ত্তা না এলে শালার টিকি ধ'রে খুলি শুদ্ধ উপড়ে নিয়ে, চক্রের মানে কি, সেই মহাপাত্রে কারণ করা যেত, চক্রের মানে কি!

সাধু। আচার্য্য মশাই, ব্যাপার কি!

আচার্য্য। কিছুই নয়! এটার নাম তর্কযুদ্ধ; আমাগোর পণ্ডিতে পণ্ডিতে এ প্রায় নিত্যই হয়। ওঠ ঘটক ভায়া, মীমাংসা ত হইছে! আর পইরে থাকবার ত কোন কারণ দেহি না।

সাধু। এ কি রকম তর্কযুদ্ধ! এতে যে প্রাণান্ত ঘটতে পারে!

ভট্টাচার্য্য। কিছু না আমি আছি, চক্রের মানে কি, রুদ্রাক্ষ চেলে সব ঠিক ক'রে দেব, চক্রের মানে কি!

ঘটক। এই যে কত্তা মশাই! কিছু মনে করবেন না—আমাদের এ কিছুই নয়। এখন আপনি বিবাহের কি ঠিক কল্লেন?

সাধু। দুঃখিত হবেন না ঘটক মশাই, আমি এ বিবাহে মত ক'ত্তে পাল্লুম না—বাড়ীরও অমত!

ভট্টাচার্য্য। তবে একষট্টি-মুখো রুদ্রাক্ষ বের করি, চক্রের মানে কি!

ঘটক। আর কথায় দরকার নেই—এসো আমরা যাই!

আচার্য্য। আমায় কিছু কইবার মানস করছেন না কি?

সাধু। না, আজ থাক, আর একদিন আসবেন।

আচার্য্য। তাহলে অদ্য বিদায় হলাম। আসো ঘটক মশাই!

ভট্টাচার্য্য। চক্রের মানে কি, দেখে নেব! চক্রের মানে কি, দেখে নেব! চক্রের মানে কি——

[সাধুবণিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

[অমলার প্রবেশ।]

সাধু। অমলা, এখন কি করা যায়?

অমলা। সবইত শুনলুম; আমার ত আর এ মেয়ের বিয়ের মন উঠছে না। বেহুলা কিন্তু ঐ পাত্র ছাড়া আর কাউকে বিয়ে ক'রবে না। লজ্জার মাথা খেয়ে সে আমায় স্পষ্ট বলেছে।

সাধু। একি ধনুকভাঙ্গা পণ! এ সব ত ভাল কথা নয়; দেখ অমলা, লখীন্দরের সঙ্গে বেহুলাকে বাল্যাবধি মিশতে দিয়েই এটি ঘটেছে; এ আমাদের সামাজিক প্রথার দোষ। এ প্রথার পরিবর্ত্তন আবশ্যক। আমার কন্যা—আমি তাকে ইচ্ছামত পাত্রস্থ করব—তার আবার মতামত কি?

অমলা। দুঃখের কথা আর বলব কি, সর্ব্বনেশে মেয়ে তার সখীদের কাছে কি ব'লেছে জান, তার অদৃষ্টে যাই থাক—যতই অমঙ্গল ঘটুক—সে লখীন্দর ছাড়া আর কারো গলায় মালা দেবে না। বলেছে মৃত্যুপণ! আমি চারিদিক অন্ধকার দেখছি! কপালে যে কি আছে কে জানে?

(মনিয়ার প্রবেশ।)

মনিয়া। শোন গো, আমার কথা শোন। আমি বেদের মেয়ে—আমার বাপ ছিল বড় গুণীন। তাঁর কাছে আমি গুণতে শিখেছি। আমি গুণে দেখেছি এ বিবাহে বেহুলা সুখী হবে না; সদাগরের ছেলেকে ছোবলাবার জন্যে সাপিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে—সাপিনী ঘুরে বেড়াচ্ছে! সে কাঁমড়াবে—সে কাঁমড়াবে! বিয়ের রাত্তির পেরুতে দেবে না। এখনও সাবধান হও, এখনও সাবধান হও; বেহুলা হাজার ব'ল্লেও শুনো না।

সাধু। কে তুই মা! অমলা, এ কে!

মনিয়া। আমি মনিয়া; বেদের মেয়ে। বেহুলা আমায় কুড়িয়ে এনেছে। আমি তার কাছে কাছে থাকি—সঙ্গে সঙ্গে ফিরি—তার সহচরী! আমি বলছি এ বিবাহে মঙ্গল নেই। এ বিবাহের কথা উঠলেও বাড়ীতে অমঙ্গল হবে। কে মরে কে বাঁচে! দুরন্ত নাগিনীর কোপ! সাবধান —তাকে ঘেঁটিও না! আমি যাই—বেহুলা জান্তে পা'ল্লে রাগ করবে।

[মনিয়ার প্রস্থান।

সাধু। শুনলে, অমলা, শুনলে—বেদের মেয়ে কি ব'লে গেল শুনলে? যে শুনছে, সেই বলছে—এ বিবাহ অশুভ; জেনে শুনে কেমন কোরে আমি এ পাত্রে কন্যাদান করি!

অমলা। মনিয়ার কথা শুনে গাটা কেঁপে উঠলো!

সাধু। অজ্ঞাত বালিকা ঈশ্বরপ্রেরিত— তাকে যত্ন কোরে রেখো!

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রধরের বাটী।

নেড়ার শয়ন কক্ষ।

নেড়া। ইট খাই কি কাট খাই, হাঁড়ি খাই কি কলসী খাই, গাছ খাই কি ফল খাই, মেঠাই খাই কি ময়রা খাই! (ইতস্ততঃ পদচারণ করিতে করিতে) ওরে বাপরে! এর নাম উপোস! দোহাই বাবা শিবরাত্তির —তোমার খুরে খুরে নমস্কার! গেলুম—গেলুম! না, মারি ছাল চামড়া শুদ্ধ ঐ কাঁঠালের ওপর এক ছোবল! বাপরে বাপ—কি ক্ষিদে! নিশ্চয় শিবঠাকুর আজ সিংহাসনে বসেছে, আর তার বাঁধা এঁড়ে খোলা পেয়ে যত শালা শিবরাত্তিরওয়ালাদের পেটের ভেতর ঢুকে গুঁতোচ্ছেন! পেটে এ আগুন খানিকক্ষণ জ্বললেই, বাস, চিতে আর তৈরী ক'ত্তে হবেন না—তাইতে পুড়ে একমন্তরে একেবারে একমুঠো ছাই! না বাবা, পাল্লুম না! দই সন্দেশ, খাজা গজা, মোণ্ডা, মেঠাই—সব শালা যেন রাক্ষসের মত আমায় খেতে আসছেন! (নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি শুনিয়া) ঐ গো—কার হয়ে গেল!

চন্দ্রধর। (নেপথ্যে) নেড়া, এত রাত্রে কাদের বাড়ী কান্না উঠল রে?

নেড়া। আর কত্তা মাশাই! বোধ হয় আমারই মতন কে শিবরাত্তির করেছিলেন—তার হয়ে গেলেন!

চন্দ্রধর। (নেপথ্যে) দূর বেটা, সে কি! তুই খাখ।

নেড়া। যে আজ্ঞে। (স্বগত) আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এই রাত্রে উপোসী দেহ নিয়ে আবার মড়া দেখতে যাবেন! তাহলে শীগ্‌গীর শীগ্‌গীর দানোয় পাবার সুবিধেটা হয় বটেন। এদিকে বত্রিশ নাড়ী ত ঘুরপাক চড়কের পাক খাচ্ছেন। না বাবা, কিছুতেই আর পাল্লুম না। যা থাকে কপালে, দিই গালে ফেলে! (ভোজনারম্ভ।)

(বিন্দির প্রবেশ।)

বিন্দি। হ্যাঁরে টেকো!

নেড়া। (এক মুখ খাবার করিয়া ঘাড় নাড়িয়া) উঁ হুঁ—বল—পেঁড়া!

বিন্দি। ও অপ্পেয়ে, উপোস ক'রে রাত দুপুরে তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে খাচ্ছ!

নেড়া। খুব কচ্ছি—তুই খাসনি?

বিন্দি। দূর মহাপাতকী!

নেড়া। বটে! আচ্ছা হাই দে দিখি, দেখি তোর ঐ ঢাকাই জালার ভেতর কি পূরেচিস?

বিন্দি। খাব কিরে আপুদে মিনসে! (নেড়া কাছে যাওয়ায়) সরে যা, সরে যা—ছুঁসনে; আজ তোকে ছুঁলে পাপ হবে!

নেড়া। (মুখে খাবার পূরিয়া) হুঁ! ধরা পড়বার ভয়ে আজ আর কাছে ঘেঁসতে পাচ্চেন না; আমি বুঝিনে বটে! বিন্দি, নেড়া বোকা নয়! তুই তাকে যা মনে করিস তিনি তা নয়! ঠিক কোরে বল ত মাগি ক' কাঁদি কলা গিলিছিস?

বিন্দি। দূর হতভাগা, আজ খাব কেমন কোরে?

নেড়া। (একটা ফল মুখে ফেলিয়া দিয়া) আমার মত এমনি হালুম কোরে!

বিন্দি। ছি ছি; মিনসের সঙ্গে কথা কইলেও পাপ হয়!

নেড়া। কেন, আমি খেলুম কই রে মুখপুড়ি?

বিন্দি। ঐ যে ষাঁড়ের মত খাচ্ছ—এখনও যে একমুখ—কথা বেরুচ্ছে না!

নেড়া। ও ত ওষুদ!

বিন্দি। ওষুদ কিরে!

নেড়া। ওষুদ নয়! এই যে শিবরাত্তির কোরে আজ টপাটপ লোক মরচেন; আমি ত গেছলুম আর কি! এতক্ষণ ডিগবাজী খাচ্ছিলুম; ভাগ্যিস হাতের কাছে ওষুদ ছিলেন—তাই বাঁচলুম।

বিন্দি। মিনসে পাগল হয়েছে—পাগল হয়েছে! ওমা, কত্তা মশাই আসচে!

[বিন্দির প্রস্থান।

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। নেড়া!

নেড়া। (এক মুখ মিষ্টান্ন করিয়া।) হুঁ—আজ্ঞে মশাই!

চন্দ্রধর। এ কি হচ্ছে!

নেড়া। বড় ভয় হয়েছেন, কত্তা মশাই!

চন্দ্রধর। কিসের ভয় রে?

নেড়া। এই উপোসের। বাপ! গেছলুম আর কি!

চন্দ্রধর। সে কি রে নেড়া?

নেড়া। আর কি, কত্তা মশাই, শীগ্‌গির আহার কর, নইলে শিবরাত্তির কি কালরাত্তির বুঝতে পারবে না।

চন্দ্রধর। ও সব কথা বলিস নে! তুই বেটা মহাপাতকী, এমন দিনে উপবাস কোরে শেষে আহার কল্লি!

নেড়া। কি করি, কত্তা মশাই! ঐ (নেপথ্যে রোদনধ্বনি) শুনতে

পাচ্ছেন! আজ উপোস কোরে অক্কা বোধ হয় অনেকেই পাচ্ছে! আর বাবা, নিজেই যদি গেলুম, তাহলে পুণ্যি করবেন কে? তাই কিছু খেলুম।

চন্দ্রধর। এই বুঝি তোর কিঞ্চিৎ? মিষ্টান্নের ঝোড়া যে খালি হল রে!

নেড়া। কি করি কত্তা মশাই, ভয়ে খেয়ে ফেলিছি!

চন্দ্রধর। আরে, অধিক রাত্রে এরূপ অতিরিক্ত ভোজন ক'ল্লে অসুখ হবে যে!

নেড়া। আজ্ঞে কত্তা মশাই, সে ভয় নেই। অসুখ ভয়ে কাছে আসতে পারবেন না—তাহলে তাকে শুদ্ধ খেয়ে ফেলব।

(সাধু বণিকের জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।)

ভৃত্য। সর্ব্বনাশ হয়েছে কত্তা মশাই, সাধু কত্তার ছোট ছেলেরে গোখরো সাপে কাঁমড়েছে!

নেড়া। এঁ্যা এঁ্যা—কি বল্লি! সাধুকত্তার ছেলেকে সাপে কাঁমড়েছেন! কেন সে কি শিরবাত্তির কোরেছিল?

চন্দ্রধর। আচ্ছা, তোর সে খবরে কাজ কি নেড়া?

নেড়া। আজ্ঞে না, তবে কিনা শিবরাত্তিরের উপোস কোরে যদি সাপে কাঁমড়ায় তাহলে বোধ হয় খেলে রোগী চাঙ্গা হয়ে ওঠেন!

ভৃত্য। কত্তামশাই, শীগ্‌গির চলুন; ঝাড় ফোঁকে কোন ফল হল না!

চন্দ্রধর। চল যাই। নেড়া, আমার ঔষধাদি নিয়ে আয়।

[ভৃত্য ও চন্দ্রধরের প্রস্থান।

নেড়া। ওষুদপত্তর ত নিয়ে যাবেন; কিন্তু গতিক বড় ভাল বোধ হ'চ্চেন না। রোজই ত কত্তামশাই এই রকম ঝাড় ফোঁক কোরে বেড়াচ্ছে; আর আমি তার সঙ্গে আছেন। সদাগরের কোন ভয় নেই; তুনিয়ার যত লতা আছেন তাঁকে দেখলে সবাই ল্যাজ গুটোয়। যত বিপদ

আমারই হ'ল দেখ্‌ছি। কোন্ দিন দেবে এক ছোবল, আর জলজ্যান্ত প্রাণটা ধড় ফড় ক'ত্তে ক'ত্তে বেরিয়ে যাবেন; সঙ্গে সঙ্গে বিন্দি অমনি বিনিয়ে বিনিয়ে চরকা কাটতে থাকবেন। এ দিকে যে একটু মা মনসার পূজো করব, তার যোটি নেই! সদাগরের খেঁটের চোটে তাহলে অক্কা পাব। বড়ই গোলের কথা! যাহোক বাবা, মনসা পূজোর মন্তরটা এইবার শিখে নিতে হবেন! লুকিয়ে লুকিয়ে আওড়াব; তবু একটা ভরসা থাকবেন!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সাধুবণিকের গৃহ-প্রাঙ্গণ।

সর্পদষ্ট শিশু, সাধুবণিক, সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণ।

সাপুড়ে স্ত্রীগণ। গীত।

ঐ আসে নাগের রাণী বাজারে ঢোল কাড়া।
সাইবেণের সন্তানে মাগো দিয়ে যাও সাড়া॥
নাগ নাগ নাগ বলে নাগেরি সাজন।
আড়াইপহর পথ হইতে নাগেরি গর্জ্জন॥
নাগ দিয়ে করে রাণী অঙ্গের আভরণ।
পাটেশ্বরী নাগে রাণী পরিল বসন॥
খইয়া জাতি নাগে রাণীর হাতে বড় শোভা।
বিজাতিয়া নাগে রাণী মাথায় বাঁধে খোঁপা॥

কুণ্ডলিয়া নাগে তাঁর কর্ণের কুণ্ডলী।
জাতি সর্প দিয়ে বাঁধে মাথার লুটলী ॥
শিশরিয়া নাগে রাণীর ললাটে সিন্দূর।
বিঘতিয়া পোড়া নাগে চরণে নূপুর ॥
সূর্য্যমণি নাগে হয় সাড়ীর আঁচলী।
ধামু নাগেতে করে কোমরের পেছলী ॥
সানকি নাগেতে তাঁর গলায় করে মালা।
ধারাই নাগ দিয়া রাণী মোরা বানাইলা ॥
ছয়টী আঁখি রাণী মায়ের বিষে ঢল ঢল।
নাগ পাত্রে ভোজন অন্ন নাগ পাত্রে জল ॥
নাগেরই ধ্বজ নাগেরই রথ নাগের বড় টান।
নাগের সাথে আনাগোনা নাগের বাটায় পান ॥
ঐ আসে নাগের রাণী বাজারে ঢোল কাড়া।
সাইবেণের সন্তানে মাগো দিয়ে যাও সাড়া ॥

১ম সাপুড়ে। ওরে ভাই, এ গোখরোর ছোবল!

২য় সাপুড়ে। উ-হু, খয়ে গোখরো!

৩য় সাপুড়ে। তা নয়—এ চক্র বোড়া!

৪র্থ সাপুড়ে। না ভাই—বিষ যখন মাথায় উঠ্‌ছে তখন এ কেউটে!

৫ম সাপুড়ে। দূর হালা, বিষ মাথায় ওঠে না ত কি পায়ে উঠে না কি?

৪র্থ সাপুড়ে। তুই তবে এডারে কিসের কামড় বলতি চাস?

৫ম সাপুড়ে। রোগী যখন পা আছড়াইল তখন এ হালা শঙ্কচূড়! বড় কড়া বিষ বাইটি—তাই হালে পাণি পাবার ত স্থবিধা দেহি না।

৪র্থ সাপুড়ে। তুই হালে পাণি পাসনি তা আমার কিরে হালা ? মন্তরের চোটে মুই হমুদ্দর করি থাড়া ! ওরে ভাই, বাজারে ঢোল কাড়া !

১ম সাপুড়ে স্ত্রী। আহা রে দারুণ বিষ পূর্ব্বে ছিলি কোথা ?
সমুদ্রমন্থনে তোরে সৃজিল বিধাতা।

অন্যান্য সাপুড়ে। (সুর করিয়া) ও সে বাঁচবে না !

সাপুড়ে স্ত্রী। কালকূট নামে বিষ কালেতে উৎপত্তি।
হিঙ্গলা পিঙ্গলা বিষ হয় ছত্রিশ জাতি ॥

অন্যান্য সাপুড়ে। (সুর করিয়া) ও সে বাঁচবে না !

সাপুড়ে স্ত্রী। ওপার হতে ডোমনী হাসি ঘরে যায়।
মনসার স্মরণে বিস ঘার মুখে আয় ॥

অন্যান্য সাপুড়ে। (সুর করিয়া) ও সে বাঁচবে না !

সাপুড়ে স্ত্রী। পিছ দুয়ারে ডালিম গাছটী আগ দুয়ারে আগা।
মায়ে ঝিয়ে সঙ্গে যায় আকাশে ঠেকে ডোগা ॥

অন্যান্য সাপুড়ে। (সুর করিয়া) ও সে বাঁচবে না !

সাপুড়ে স্ত্রী। মনসা ঝাড়িল বিস নেতা বলে হয়।
মনসার স্মরণে বিষ হয়ে যারে ক্ষয় !

অন্যান্য সাপুড়ে। (সুর করিয়া) ও সে বাঁচবে না !

সাপুড়ে স্ত্রী। অমৃত কুণ্ডলীর জল গায়ে দিব ঝাড়া।
বাজারে সাপুড়ে সাঙ্গাৎ বাজারে ভাই কাড়া ॥

অন্যান্য সাপুড়ে। (সুর করিয়া) ও সে বাঁচবে না !

সাধু। বলি, বাঁচাতে কি পারবে ?

সাপুড়ে স্ত্রী। তিন কাহন কড়ি দাও আর পাঁচ কাহন ধান।
পদ্মারাণীর পায়ে ধরি মাগো পোলার প্রাণ॥
মায়ের রিষে নাগের বিষে অঙ্গ জর জর।
থলি ভ'রে কড়ি দিয়ে ছাওয়াল কাঁখে ধর॥

অন্যান্য সাপুড়ে। ও সে বাঁচবে না!

সাধু। তবে তোরা বেটারা কচ্ছিস কি?

অন্যান্য সাপুড়ে। ও সে বাঁচবে না!

সাধু। এঁ্যা—সে কি!

অন্যান্য সাপুড়ে। ও সে বাঁচবে না!

৫ম সাপুড়ে। আমাগোর বিদায় করেন কত্তামশাই!

সাধু। কি কোরেছ যে বিদায় করব?

অন্যান্য সাপুড়ে। নৈলে বাঁচবে না!

সাধু। যা একটু ধুক ধুকুনি ছিল তোমাদের চীৎকারের চোটে তাও ত গেল। এখন বিদায় চাইতে লজ্জা করে না।

সাপুড়েগণ। তবে বাঁচবে না!

সাধু। না বাঁচুক—তোরা এখান থেকে যা—মড়ার উপর এ খাঁড়ার ঘা হল দেখছি!

৫ম সাপুড়ে। চটেন কেন কত্তা! ঐ স্থাহেন, মন্তরের জোরে নাগের যম সদাগর আসবার লাগি বার হইছেন—এই আসছেন!

(চন্দ্রধর ও নেড়ার প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। ব্যাপার কি—ব্যাপার কি! এত লোকারণ্য কিসের!

নেড়া। (স্বগত) না বাবা, জায়গাটা সুবিধের নয়! ভুঁই ফুঁড়ে উঠেও ছোবল মা'ত্তে পারেন মুস্কিলের কথা! মন্তরটা এখনও শিখতে

পাল্লুম না! দোহাই মা মনসা—মন্তর শেখবার ইচ্ছে আছেন—আমার ঘাড়ে চেপো না ঠাকরুণ!

সাধু। সর্ব্বনাশ হয়েছে ভাই—কোথা থেকে কাল সাপ এল!

চন্দ্রধর। ভয় কি—ভয় কি! ছেলে এখনই বেঁচে উঠবে। নেড়া, ঔষধগুলো দেত?

নেড়া। এই যে কত্তামশাই। (স্বগত) দোহাই মা মনসা—শুধু ব'য়ে এনেছি—মুটেকে মেরো না বাবা! আমি তোমার বিপক্ষে নন।

(ঔষধাদি চন্দ্রধরের হস্তে দেওন ও চন্দ্রধরের ঔষধ প্রয়োগ করণ।)

৫ম সাপুড়ে। ঐ শুনেন, মুইত ঐ কথাই কইছিলাম!

সাধু। কেন বাপু তোমরা বিরক্ত কচ্ছ?

অন্যান্য সাপুড়ে। ওসে বাঁচবে না!

নেড়া। কেডা বলে সে বাঁচবে না! বেটারা ফাঁকী দিয়ে সাধু কত্তার কাছে কড়ি নিতে এসেছ—সব বেটাদের এই নেড়া মাথার টু মারবো!

৫ম সাপুড়ে। হ্যাদে শোন, পালারে ভাই পালা—কোথাকার এই হালা!

সকলে। ও সে বাঁচবে না—ও সে বাঁচবে না!

(সাপুড়েগণের অগ্রসর হওন।)

নেড়া। ভেলা আমার বাঁচনকাটির দল রে! চল, বেটারা চল; তোদের তাড়িয়ে দিয়ে আচ্ছা কোরে ছিটুই গোবর জল।

[নেড়া ও সাপুড়েগণের প্রস্থান।

(সাধুবণিকের পুত্রের জ্ঞানলাভ।)

চন্দ্রধর। সাধুভায়া, এই দেখ! তোমার পুত্র জীবিত!

সাধু। দাদা দাদা! আমায় চিরঋণে আবদ্ধ ক'ল্লে! তোমার পুত্রের কোষ্ঠি-ফল দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলুম।

চন্দ্রধর। এখনও ঐ সব কুসংস্কারে তুমি বিশ্বাস স্থাপন কর?

সাধু। আর করব না। যে চন্দ্রধরের এতদূর শক্তি তার সন্তানের পক্ষে সর্পাঘাতে মৃত্যু অসম্ভব! দাদা, অপরাধ নিও না—আমি বেহুলাকে লক্ষ্মীন্দ্রের হাতে সমর্পণ ক'ত্তে ইতস্ততঃ কচ্ছিলুম। কিন্তু আর না—আমার ভ্রান্তি ঘুচেছে। প্রতিজ্ঞা কর দাদা, আমার কন্যার সহিত লক্ষ্মীন্দ্রের বিবাহ দেবে?

চন্দ্রধর। আচ্ছা তাই হবে; এখন এসো যাই!

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রধরের পূজাবাড়ী।

নেড়া ও পুরোহিত।

নেড়া মনসাপূজার আয়োজনে নিযুক্ত।

পুরোহিত। হাঁরে নেড়া, সব গোছান হয়েছে ত?

নেড়া। হাঁ, ঠাকুর মশাই!

পুরোহিত। কত্তারাজা কোথা রে?

নেড়া। কি জানি, ঠাকুর মশাই! কত্তা মশাইয়ের মাথা খারাপ হয়েছেন! খাওয়া নেই, ঘুম নেই—দিন রাতই প্রকাণ্ড একটা আকাশ পিদ্দিমের মত হেঁতালের লাঠি ঘাড়ে কোরে ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর যেখানেই ফোঁস কচ্চেন—সোঁ কোরে সেইখেনে গিয়েই ঝাড় ফোঁক লাগিয়ে দিচ্ছে। বলব কি বাবাঠাকুর, এসব প্রকট পাগলের লক্ষণ!

পুরোহিত। যা বল্লি নেড়া, কত্তারাজার নিশ্চয়ই মতিচ্ছন্ন ধরেছে! তা

নইলে জ্যান্ত দেবতা মনসা, যে কাঁচা মানুষ গিলে খায়, তার সঙ্গে তিনি বিবাদ করবেন কেন ?

নেড়া। বটেইত! আর একটা কথা, ঠাকুর মশাই! আমার প্রাণটীত একেবারে কণ্ঠার কাছে এসে দিনরাতই যেন খাবি খাচ্ছেন; এই যায় এই যায়! আমায় কত্তার সঙ্গে অনেক জায়গায় যেতে হন। বাবা ঠাকুর, আপনি আজ ঐ মনসার মন্তরটা আমায় শিখিয়ে দাও। তাহলে মনে মনে ডেকেও হয়ত পার পাব। নইলে ফোঁস ক'ল্লেই কুপোকাৎ!

পুরোহিত। বেশত, তুই শেখ—ও মন্তর বলতে পা'ল্লে তোর ভয় আর থাকবে না!

নেড়া। বটে—বটে! তা বাবাঠাকুর, মা ঠাকরুণ পূজোয় বসবার আগেই আমায় মন্তরটা শিখিয়ে দাও।

পুরোহিত। শিখিয়ে ত দেব—কিন্তু দক্ষিণে না দিলে ত মন্তরের ফল হবে না!

নেড়া। যা চাইবে তাই দেব ঠাকুর মশাই, তুমি এখন আমার এই ফোঁসের একটা বিহিত ক'রে দাও। দোহাই বাবা—তোমার চরণে ধরি।

পুরোহিত। শিখাব কি নেড়া, দক্ষিণেটা আগেই চাই; যে মন্তরের যা বিধি!

নেড়া। তাই হবেন, বাবাঠাকুর! তবে কিনা একটু ক্ষেমা ঘেন্না কোরে নিও; গরীব মানুষ—নগদ ত আর কিছু নেই! বিন্দির নতের জন্যে এই মুক্তোটী কিনেছিলাম—এইটী নিয়ে একটু কৃপা কর ঠাকুর মশাই!

পুরোহিত। বেশ—বেশ! (স্বগত) ব্রাহ্মণীও কয়দিন নতের মুক্তার জন্ম আমার আর টিকি রাখে নি! দিবা হয়েছে—দুর্গে দুর্গতিহরা!

(প্রকাশ্যে) মা ঠাকরুণ এখনই আসবেন—এই বেলা ঘটের সামনে জোড়হাত কোরে ব'স ; আর যা বলি আউড়ে যা ! বল—

আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগ্নীবাসুকীস্তথা।

নেড়া। আঁস্তাকুড়ে মোনার মাতা ভাঙ্গা বাঁশে যথা তথা।

পুরোহিত। জরৎকারু মুনেঃপত্নী মনসাদেবী নমস্ততে॥

নেড়া। জ্বর বিকারে পেত্নী পেলে মনসার পায়ে গরুড় গরুড়।

পুরোহিত। যা বেটা, তুই এ যাত্রা ত'রে গেলি !

নেড়া। বাবাঠাকুর, এ শুধু তোমার দয়া !

পুরোহিত। এখন যা নেড়া, একটু আশপাশে দেখগে যা ; কত্তা না এসে পড়েন ; তিনি যদি এসে আমায় এখানে দেখেন তাহলেই সর্ব্বনাশ ! হেঁতালের লাঠির ঘায়ে তুই শুদ্ধ মরবি !

নেড়া। বেশ বলেছ, বাবাঠাকুর ! আমি চল্লেন ; (যাইতে যাইতে) আঁস্তাকুড়ে মোনার মাতা ভাঙ্গা বাঁশে যথা তথা—

[নেড়ার প্রস্থান।

পুরোহিত। এইবার মা ঠাকরুণ এলে হয় ; দক্ষিণাটা নিয়েই লম্বা দিই।

(সনকার প্রবেশ, এবং অর্থ দিয়া পুরোহিতকে প্রণাম করণ।)

পুরোহিত। এসো মা এসো ; পূজার সকল আয়োজন ক'রে দিইছি ; ঘট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে ; এখন তুমি আপন মনে পূজা কর।

সনকা। বাবা, তুমি থেকে আমায় পূজা করাও ?

পুরোহিত। (স্বগত) হাঁ পূজা করাই, আর যাবার সময় কত্তামশাইয়ের খেঁটের মুখে মুণ্ডটা রেখে যাই ! (প্রকাশ্যে) না মা, এ পূজা একাকীই ক'ত্তে হয় ; তুমি যা জান তাই কর। কোন গোলমাল হয়, আমি আছি। আমি নিকটেই অবস্থান কচ্ছি ; কিছু ভয় নেই মা, আমায় যখন সন্তুষ্ট ক'ত্তে পেরেছ তখন আর লতামণ্ডবে তোমার কোন ভয় নেই ! [প্রস্থান।

সনকা। মা বিষহরি, আজ এই পুণ্য শুক্লাপঞ্চমীতে তোমার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিলাম! মাগো, তুমি আদি, তুমি অন্ত; তুমি আদ্যাশক্তি, তুমি মূলাধার; তোমার অনন্তলীলা সামান্য মানবী হয়ে আমি কি বুঝব মা! মা, তোমার রাঙ্গাচরণ ধ'রে এই প্রার্থনা করি, তুমি আমার স্বামীর অপরাধ নিও না; তিনি ভ্রমান্ধ; তাঁকে সুমতি দাও মা! তাঁর প্রতি রুষ্ট হ'য়ে এই ধনধান্যপূর্ণ চম্পাধামের আর দুর্দ্দশা কোরো না মা! দেবি, আমার নয়নমণি লখিনের কল্যাণ কর; আমি বড় আশা ক'রে আজ তোমার শরণাগত হয়েছি; তুষ্টা হ'য়ে আমার মুখপানে চাও জননি!

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। সনকা!

সনকা। (ভীতত্রস্তভাবে) স্বামি!

চন্দ্রধর। কিসের পূজা ক'চ্ছ?

সনকা। অপরাধ নিও না, নাথ! আমার লখিনের মঙ্গলের জন্য আমি মনসাপূজায় নিযুক্ত; বাছার আমার কোষ্টিফল বড়ই ভীষণ; সন্তানের কল্যাণকল্পে আমি যা করি তাতে বাধা দিও না প্রভু!

চন্দ্রধর। কি সনকা! চন্দ্রধরের পত্নী তুমি, তুমি আজ সন্তানের জন্য স্বধর্ম্ম ভুলে গিয়েছ? যে অপদেবীর নাম মুখে আনতে নেই, তুমি আজ ঘট স্থাপনা কোরে তারই পূজা ক'চ্ছ?

সনকা। ও কথা বোলো না নাথ, আমি স্বধর্ম্ম ভুলি নি—লখিনের কুষ্ঠি-ফল জেনেশুনেও তুমি যখন তার বিবাহে সম্মত হলে, তখন যাতে বাছার আমার মঙ্গল হয়, মা হয়ে কেমন কোরে আমি তা না কোরে থাকি! স্বামি, প্রভু! রুষ্ট হোয়ো না—আমি বড় বিপদে মা মনসাকে ডাকছি!

চন্দ্রধর। (শিহরিয়া উঠিয়া) আবার সেই নাম! না—তুমি আমার পত্নী নও—তুমি স্বধর্ম্মত্যাগিনী আর কেউ! সনকা, পূজা ত্যাগ কর—পদাঘাতে ও ঘট চূর্ণ করে ফেল!

সনকা। পায়ে ধরি প্রভু—ও কথা বোলো না। তুমি নখিনের পিতা হ'য়ে তার অমঙ্গল ক'র না!

চন্দ্রধর। কে নখিন! সে আমার সন্তান বটে—কিন্তু আমার ধর্ম্মের চেয়ে বড় নয়! যদি সেই ঘৃণিতা, দেবীনামের কলঙ্ক, সর্ব্বনাশী, সয়তানীর পূজা না ক'ল্লে আমার অমঙ্গল ঘটে, তবে আমার সন্তানে কাজ নেই! যাক যাক, সব যাক! বড় যত্নে গড়া এই চম্পাধাম চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে যাক—বড় সাধের এই গৃহ উদ্যান—শ্মশানে পরিণত হোক—বড় আশার সনকা লক্ষীন্দ্র—ধূলা হয়ে আকাশে উড়তে থাকুক! আমি সব ছাড়ব, সব ভুলব—কিন্তু সনকা, জেনো, এক ধর্ম্ম এক লক্ষ্য! সেই বাবা চন্দ্রনাথ! আমার ফুলে ফলে তরুলতায়—আমার সনকায় লক্ষীন্দ্রে—এই বিস্তীর্ণ চম্পারাজ্যে সেই বাবা চন্দ্রনাথ! আমি আর কিছু জানি না—আমার আর কিছু নাই—আমার আর কিছু থাকতে পারে না! সনকা, উঠে এসো—শীঘ্র এস্থান ত্যাগ কর—আমার চক্ষু কর্ণ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুচ্ছে!

সনকা। নাথ, বাবা চন্দ্রনাথের শপৎ ক'রে বল নখিনের বিবাহ দেবে না?

চন্দ্রধর। সেই উপদেবীর ভয়ে! হতেই পারে না—অসম্ভব! আমি বাকদত্ত!

(সহসা মণিভদ্রার প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর!

চন্দ্রধর। কে তুমি?

মণিভদ্রা । তুমি যে দেবীর অপমান ক'ত্তে উদ্যত—আমি তাঁরই সেবিকা ! তাঁর আদেশে তোমার মঙ্গলের জন্য এখানে এসেছি । চন্দ্রধর, যদি নিজের ও তোমার লক্ষ্মীন্দ্রের মঙ্গল চাও—তবে মা মনসার পূজায় প্রবৃত্ত হও, আর এই নাগকন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দাও ।

চন্দ্রধর । দূর হ পিশাচি ! তোর উপদেবীকে বলিস, চন্দ্রধর তার এক মাত্র উপাস্য দেব চন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারো নাম নেবে না !

মণিভদ্রা । সংযত হ'য়ে কথা কও সদাগর ; হয় লক্ষ্মীন্দ্রকে আমায় দাও নতুবা সর্ব্বনাশের জন্য প্রস্তুত হও ।

চন্দ্রধর । কি ! এত বড় স্পর্দ্ধা । শৈব চন্দ্রধরের ধার্ম্মিক পুত্রের প্রার্থী এক ধর্ম্মহীনা নাগবালা ! ধিক ধিক—একথা আমায় আজ শুনতে হল ! যা পাপিষ্ঠা, আমার সম্মুখে আর দাঁড়াস নি—স্ত্রীহত্যা ক'রে ফেলব ! তোদের প্রেতিনী মনসাকে বলিস, চন্দ্রধর থাকতে আর্য্য অনার্য্যের ব্যবধান কখন বিদূরিত হবে না । কুক্কুরি, আমার সম্মুখ থেকে স'রে যা !

মণিভদ্রা । এত অহঙ্কার ! চন্দ্রধর, এত উন্মত্ত তুমি ! এইমাত্র যার পত্নী মা মনসার পূজা কচ্ছিল—তার এত দম্ভ !

চন্দ্রধর । কিসের পূজা ! দেখ পাপিষ্ঠা, তোর সম্মুখে এই ঘট আমি চূর্ণ ক'রে ফেলি !

সনকা । নাথ—নাথ !

মণিভদ্রা । বেশ তাই কর ! তোমার শক্তির পরীক্ষা হোক !

(চন্দ্রধরের ঘটসন্নিধানে গিয়া হস্তস্থিত যষ্টি উত্তোলনের বৃথা প্রয়াস ।)

চন্দ্রধর । সনকা, শক্তি হারিয়েছি - আমার মহাজ্ঞান অপহৃত !

মণিভদ্রা । ভ্রান্ত বণিক, স্বেচ্ছায় বিষপান ক'রেছ ! এখন তার ফল ভোগ কর !

চন্দ্রধর। সনকা, গেছে গেছে—সব গেছে! সনকা গেছে—লক্ষ্মীন্দ্র গেছে—চম্পারাজ্য গেছে! আছে শুধু সেই—সেই দেবাদিদেব চন্দ্রনাথ!

মণিভদ্রা। তাও থাকবে না!

চন্দ্রধর। সনকা, আমি দুর্ব্বল হ'য়েছি—আমায় ঘরে নিয়ে চল।

সনকা। বাবা চন্দ্রনাথ; কি ক'ল্লে!

[চন্দ্রধরকে ধরিয়া সনকার প্রস্থান।

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর, দেখব তোমার দম্ভ এইবার কোথায় থাকে? সম্মুখে বজ্রপতন দেখেছ—ভীমপ্রভঞ্জনে পৃথিবী রসাতলে যাচ্ছে দেখেও ভীত হও নি—উদ্বেলিত জলধির উত্তাল তরঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য প্রত্যক্ষ কোরেও অন্তর ক্ষুব্ধ হয় নি—ভীষণ ভূকম্পের ভৈরব প্রকোপে বসুন্ধরার বিকট পরিবর্ত্তন দর্শনেও আতঙ্ক আসে নি! এইবার আর এক জিনিস দেখবার জন্য প্রস্তুত হও। সে আর কিছুই নয়—রমণীর প্রতিহিংসা! প্রস্তুত হও, চন্দ্রধর, প্রস্তুত হও!

[বেগে মণিভদ্রার প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উৎসব মণ্ডপ।

সখীগণের গীত।

ফুলবনে ফুল্লমনে সোহাগ ভরে;
ইন্দুমুখে বিন্দু হাসি শোভে অধরে!
তারা বসে দুজনে,
কথা কহে নয়নে,
হৃদয়ে হৃদয় রেখে ভাবে আনমনে।
অচেনা কাছে গেলে, (যায়) সরমে স'রে॥

(বেহুলা ও লক্ষীন্দ্রের প্রবেশ।)

বেহুলা। নাথ, এ আনন্দের দিনে মলিন কেন?

লক্ষীন্দ্র। কি জানি কেন? বুঝতে পাচ্ছি নি, বেহুলা, আজ যথার্থই আনন্দের দিন কি না! কত চিন্তাভার পীড়িত দিবসের আকাঙ্ক্ষা—কত বিনিদ্র রজনীর ধ্যান—কত অঙ্কুরস্থ কামনার মূর্ত্তিময়ী সজীব প্রতিমা তুমি বেহুলা—আজ আমার বামে—আমার হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয় তার প্রতি স্পন্দনে—আমার জীবনের অস্তিত্বে! বিশ্ব আজ পরিপূর্ণ—দৃষ্টি আজ পরিপূর্ণ! কিন্তু তবু যেন পূর্ণ শশধরে রাহুর

ছায়াপাতের ন্যায় কি একটা অজ্ঞাত অন্ধকার ধীরে ধীরে আমাকে গ্রাস ক'র্ত্তে আসছে! বেহুলা, তুমি কি কিছু বুঝতে পাচ্ছ না?

বেহুলা। না নাথ! আর ত আমার বোঝাবার কিছু নেই; মহাসমুদ্রের ঢেউ আমি—এখন আমার নিজের অস্তিত্ব কোথায় প্রভু?

লক্ষ্মীন্দ্র। যতদিন তোমায় এমন কোরে হৃদয়ের কাছে পাই নি বেহুলা, ততদিন কিন্তু এ কথা এমন কোরে মনে করতে পারি নি—আজ সে কথা মনে হচ্ছে!

বেহুলা। কি নাথ?

লক্ষ্মীন্দ্র। এতদিন কি মনে হত জান? কি কোরে পাব—কবে আমার বেহুলাকে 'আমার' বলে বুকের কাছে আনতে পারবো; আর এখন কি মনে হয় জান? যদি হারাই—যদি এ মিলনের আনন্দ না সয়—ভবিতব্য যদি—

বেহুলা। নাথ!

লক্ষ্মীন্দ্র। কি মর্ম্মভেদী করুণ দৃষ্টি! চন্দ্রনাথ, সম্মুখে মহান্ধকারের বিভীষিকা-মধ্যে এ বিশ্বপ্লাবী জ্যোৎস্নার চকিত বিকাশ কি সুন্দর—কি মর্ম্মস্পর্শী! বেহুলা—বেহুলা, অদৃষ্টে যাই থাক—আর ভাববো না—আজ পরিপূর্ণ আনন্দের দিনে অপূর্ণতা আনবো না। এসো হৃদয়েশ্বরী, আমার হৃদয়ের কাছে এসো!

অন্তরালে ছদ্মবেশী মণিভদ্রা।

মণিভদ্রা। (স্বগত) নাগের মেয়ে, সাপ নিয়ে খেলা করি—সাপের বিষে সৃষ্টি জ্বালিয়ে দি—কিন্তু সর্পবিষে কি এত জ্বালা? প্রাণ পুড়ে গেল—জ্বলে গেল!

বেহুলা। (মণিভদ্রাকে দেখিয়া) সই, কোথায় ছিলি এতক্ষণ?

মণিভদ্রা। এইত কাছেই আছি—পাশে পাশে আছি—ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরছি! আমায় দেখতে পাও নি?

লক্ষীন্দ্র। না বেদিনী, তোমার ও রূপতরঙ্গ নিয়ে মাঝে মাঝে যে কোথায় লুকাও—তোমায় খুঁজে পাই না।

মণিভদ্রা। মিথ্যা কথা! তোমার খোঁজবার অবসর কৈ কুমার?

লক্ষীন্দ্র। (হাসিয়া) সত্য! না বেহুলা?

বেহুলা। তুমি বল না, আমি কি জানি?

লক্ষীন্দ্র। বেদিনি, তুমি বেহুলার সখী—আজ থেকে তুমি আমারও সখী; আর তোমাকে বেদিনী বলব না—তোমায় সখী বলে ডাকবো?

মণিভদ্রা। তোমার অনুগ্রহ!

লক্ষীন্দ্র। সই, তুমি গাইতে জান?

মণিভদ্রা। না কুমার, গান ভুলে গেছি! পাহাড়ে পাহাড়ে পাখীর সুরে সুর মিশিয়ে নেচে গেয়ে বেড়াতুম; একদিন সকালে উঠে দেখি, নির্দ্দয়-প্রাণে এক ব্যাধ এসে আমার সেই সাধের পাখীকে মেরে রেখে গেছে। গান ভুলে গেলুম—নিজে যা ছিলুম ভুলে গেলুম। কপটতাহীনা প্রকৃতির স্বেচ্ছাবিহারিণী নাগবালার প্রাণে প্রতিহিংসার তীব্র অনল জ্বলে উঠল—প্রতিশোধ নেবার জন্য সেই দুরন্ত ব্যাধের সন্ধানে বেরুলুম। সন্ধানও পেলুম—কিন্তু সুযোগ পেলুম না—প্রাণে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির উত্তাপ! কুমার, যদি কখন সুযোগ পাই ত আবার গান গাইব—মুক্ত আকাশে মুক্তকণ্ঠ মিশিয়ে গাইব—শুনো।

লক্ষীন্দ্র। কে সে নির্দ্দয় ব্যাধ সখি! কোন হৃদয়হীন প্রণয়ী তোমার সরল প্রাণে বাণ বিদ্ধ কোরে মর্ম্মাহত তোমায় ফেলে পালিয়েছে! বল সে কে; পৃথিবী অনুসন্ধান কোরে তাকে ধ'রে নিয়ে এসে তোমার সম্মুখে উপস্থিত করি। অভিমানিনী তুমি, তোমার চিরসঞ্চিত প্রণয়ামৃতধারে তার কঠোরতা ভাসিয়ে দিয়ে প্রতিশোধ নাও। আমরাও তোমার বিস্মৃত সঙ্গীতের স্বর সম্মোহনে মুগ্ধ হই। বল সখি কে সে—কোথায় আছে?

মণিভদ্রা। কে সে? দাঁড়াও—দাঁড়াও, বলছি! এই যে তাকে সামনে দেখতে পাচ্ছি—হৃদয়ের মধ্যে তার নির্ম্মম মূর্ত্তি দেখে আত্মবিস্মৃত হচ্ছি—আমার নিঃশ্বাসপ্রশ্বাসে—প্রতি অঙ্গবিক্ষেপে—হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনে সে! সে বইত আর কিছুই নেই! তাকে দেখতে পাচ্ছি—অথচ বলতে পাচ্ছি না 'সে আমার'! তাকে হাসতে দেখে মুগ্ধ হচ্ছি—অথচ প্রাণখুলে বলতে পাচ্ছি না 'আর একবার হাস'! সে আছে অথচ নেই; তাকে কোথায় খুঁজবে? সে নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, মমতাহীন দস্যু—তাকে কোথায় খুঁজবে?

লক্ষ্মীন্দ্র। হায় উপেক্ষিতা নারী!

বেহুলা। থাকে থাকে ঐ কেমন আপনাকে হারিয়ে ফেলে! যেদিন ওকে কুড়িয়ে নিয়ে আসি—সেই এক মুহূর্ত্তের আলাপ, কিন্তু যেন কত দিনের পরিচিতের ন্যায় আমায় ব'ল্লে—আমি তোমার সই! আমি ওকে বড় ভালবাসি। সাদা প্রাণ—কপটতা নেই। কাকে ভালবাসত—সে বুঝি অনাদর কোরেছে—সেই অভিমানে দেশ-ত্যাগিনী! অকপটে আমার কাছে সব কথা বলে! এই দেখ না—লজ্জা নেই—তোমার সামনেই কেমন সরল ভাবে বলছে—রাতদিন তার কথা ভাবে। তার কথা বলতে বলতে সব ভুলে যায়! মনে করে সে যেন ওর সামনে দাঁড়িয়ে! আহা, এমন প্রাণঢালা ভাল-বাসা কে পায়ে ঠেলে চ'লে গেছে!

লক্ষ্মীন্দ্র। আহা!

মণিভদ্রা। (স্বগত) আহা! মানুষ নিজের হাতে পরের বুকে ছুরি মারে, আর সেই ক্ষতমুখ থেকে রক্ত ছুটতে দেখে করুণার স্বরে নিজেই বলে—আহা!

লক্ষ্মীন্দ্র। সই, আজ তুমি আমাদের বাসরে থাকবে?

মণিভদ্রা। থাকবো কি না তা আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছ? থাকবো ব'লেই ত

এসেছি। মধু যামিনীতে আকাঙ্ক্ষিত প্রণয়ীযুগলের মধুর মিলন—মলয় বাতাস সে মিলনে নেচে উঠবে—চাঁদের আলোয় ধোয়া ফুল তার হৃদয়ের সমস্ত পরাগরাশি ছড়িয়ে দিয়ে প্রাণহীনা পৃথিবীকে মাতিয়ে তুলবে—পাখীর কণ্ঠস্বরে সে মত্ততাকে উদ্‌ভ্রান্ত করবে—আর আমি তা দেখবো না! দেখবো বৈকি? হাঃ হাঃ—আমি দেখবো না ত সে আনন্দ দেখবে কে? সে আনন্দ ভোগ করবে কে? সে আনন্দে করতালি দেবে কে? চল কুমার, বাসরে চল; রাত্রি হয়েছে।

লক্ষ্মীন্দ্র। হ্যাঁ চল; এস হৃদয়ের রাণী, ভবিতব্যতার বিধানকে অদৃষ্টের লৌহ কপাটের অন্তরালে রেখে লৌহ বাসরে রাত্রি যাপন করিগে চল।

বেহুলা। চল, নাথ!

লক্ষ্মীন্দ্র। (মণিভদ্রার প্রতি) এসো উপেক্ষিতা, সঙ্গে এসো।

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বাসরের বহির্ভাগ।

দুইজন কারিগর।

১ম কারিগর। লে সাবাড় করছি; এখন চল। সারাদিন খ্যাতে এক ছিটে পাণি দেবার ফুর্‌সুং পালাম না! সদাগরের যে তাগিদ—বলে এমন ঘর বানাবা যে সুতো ঢোকবার ছিদ্দির তাতে না থাকে।

২য় কারিগর। হ্যাঁদে, এ কারখানাডা হতিছি কি মোরে ক'তি পারিস? সারাদিন ত হাতুড়ি ঠুকে মলাম; বেওরাটা যে কি তাত বুঝলাম না!

১ম কারিগর। দূর হেবলো, এড়া আর সমজ কত্তি পাল্লি নে? নোয়ার ঘর বানাচ্ছে। নতার কামড়ে সব মত্তি নেগেছে—স্থাশ উজোড় হয়ে গেল—তাই উয়োর মধ্যি সব বাল বাচ্ছা পুরে রাখবে।

২য় কারিগর। আরে, এমন হাঁদা বুদ্ধি! ইয়ের মধ্যে পুরবে কডারে? কডারে বাঁচাবে? বলে মনসার মানত কল্লি ও ভয়ডা বড় থাহে না। এই আমরা ত রাতভিত গাছতলায় কি কুঁড়ের মধ্যি পইড়ে আছি। তা ঐ একবার নাম কল্লাম 'অস্থিত' 'অস্তিত' ঐ যা পুরুতগুলো শিখিয়ে গিয়েছে; বাস! আর কোন হালা ভয় করে? একেবারে নিশ্চিন্দি! তা না—নোয়ার ঘর বানাচ্ছে—নোয়ার ঘর বানাচ্ছে—সদাগরের হিয়ে বানাচ্ছে!

১ম কারিগর। আরে থাম থাম; ওকথা এহানে কোস নি? সদাগর ওনাম শুনলি একেবারে হন্নে হ'য়ে উঠবে। বাবা, যে হেন্তালের লাঠি হাতে চরকীর মত ঘুরতি লেগেছে! আমাদের কি, কাজ কল্লাম, পয়সা পালাম, বাড়ী চল্লাম—বাস! চল—নাত প্রায় এক পহর হল।

২য় কারিগর। তবু কি জানিস, বাচতি গেলে সব জানতি হয়—জানতি হয়!

(নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। কিরে, তোরা এখনও এখানে কি কচ্ছিস? তোদের কাজ ত ফুরিয়েছে, চলে যা না?

১ম কারিগর। হাঁ কত্তা, যাতিছি। করিগর লোক সব চলি গিয়েছে। আমরা আছি ছিদ্দির বোজাবার তরে। এই হয়েছে, এবার চল্লাম।

২য় কারিগর। এই ইরিই কয়—কাজের সময় কাজি, কাজ ফুরোলেই পাজী! হাঁ কত্তা যাতিছি, এড্ডা কথা তোমারে শুধুই, মোরে কোতি পার—এই নোয়ার ঘর বানালে কেন?

নেড়া। আরে সে কথা তোদের কি বলব বল? কত্তা রাজার ছেলের আজ যে হল জানিস ত?

২য় কারিগর। তা আর জানি নি, এত মিঠাই থালাম!

নেড়া। ভটচাযিরা সব গুণে ব'লেছে—বরকে বাসরে লতায় কামড়াবে। তাই এমন ঘর তৈরী হল যে তার মধ্যে—বুঝেছিস—

২য় কারিগর। ও—এতক্ষণে বুঝলাম, শুনলি—মানেটা কি শুনলি—চল! [কারিগরদ্বয়ের প্রস্থান।

নেড়া। ওরা ত চলল; আমাকে এখন সমস্ত রাত্তির কত্তারাজার সঙ্গে পাহারা দিতে হবে। ঘরে চুপ কোরে থাকতে পাল্লুম না। প্রাণটা কেমন ধড়ফড় ক'ত্তে লাগলেন। লখীন্দরকে কোলে পিঠে কোরে মানুষ ক'রেছি! কি জানি কি হয়! চারিদিকে সব সাজ সাজ রব পড়ে গিয়েছেন। কত্তারাজা নিজে হেঁতালের লাঠি কাঁধে পাহারা দেবে। ঐ মনসা কাণির—না বাবা, আর 'কাণ' বলব না; এই নাক মলা—এই কাণ মলা! খুব চোক আছেন বাবা—খুব চোক আছেন! অন্ধকার রাতে একবার ফোঁস ক'ল্লেই গিয়েছি আর কি—একেবারে পায়ের বিষ মাথায়! এ্যা—দেহটা কি শেষ কাঁমড়ে যাবেন? আর কিছুর জন্যে নয়—শুনেছি মলে আর ক্ষিধে থাকে না! কাজ নেই বাবা, একবার বেশ কোরে আউড়ে নি। দোহাই মা—আমায় ফোঁস কোরো না! আঁস্তাকুড়ে মোনার মাতা, ভাঙ্গা বাঁশে যথা তথা, জ্বর বিকারে পেল্লা পেলে মনসার পায়ে গরুড় গরুড়! ও বাবা, আর বলা হল না, ঐ কত্তামশাই! একটু উদিকে গিয়ে ঘুমুইগে! [প্রস্থান।

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত—আর দুই প্রহর গেলেই নিশ্চিন্ত! কি স্পর্দ্ধা! অসভ্য বর্ব্বর নাগকন্যা! আমি চন্দ্রধর, আমার

মুখের উপর ব'লে গেল—হয় আমার দেবতাকে পূজা কর—আমার সঙ্গে পুত্রের বিবাহ দাও, না হয় পুত্রের মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও। নীচের গর্ব্ব এতদূর প্রসারিত—পশুসহচর পাশবধর্ম্মী অনার্য্যের এতদূর ক্ষমতার মাদকতা—তারা আমার সনাতন ধর্ম্মের পাশে প্রেতিনীর পূজা প্রতিষ্ঠা ক'র্ত্তে চায়? আমাদের সামাজিক অবস্থায় আপনাদের উন্নতি দেখতে চায়? আমাদের ভয় দেখিয়ে সঙ্কল্প ত্যাগ ক'র্ত্তে বলে? উপর্য্যুপরি নাগের আক্রমণে দেশ সশঙ্কিত—প্রজা উৎপীড়িত—ভয়ে কুসংস্কারের বশে অশিক্ষিত জনসাধারণ, ভয়বিহ্বলা রমণীরা গোপনে প্রেতিনীর পূজা ক'র্ত্তে আরম্ভ কোরেছে। আজ শেষ; আজ মনসার আক্রোশ থেকে পুত্রের প্রাণ বাঁচিয়ে সকলকে দেখাব—প্রেতিনী—প্রেতিনী! দেবী নয়! তারপর সবংশে দুরন্ত নাগের উচ্ছেদ করব। এই আমার সঙ্কল্প—আমার প্রতিজ্ঞা—আমার সাধনা। সতর্ক সৈন্য বাসর গৃহের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিচ্ছে—স্বয়ং আমি প্রহরী! কার সাধ্য—কে আসে!

[প্রস্থান।

(নেড়ার পুনঃ প্রবেশ।)

নেড়া। না বাবা,—ওখানে আর বসা হোল না—কি যেন একটা ফোঁস কোরে উঠলো! কাঁমড়ালে না কি? তা হলেই ত—ওরে—ওরে—গিছি গিছি গিছি! ওরে বিন্দিরে! কে আর এক কাঁদি কলা খেয়ে শিবরাত্তির কোরবে রে! ওরে আঁস্তাকুড়ে মোনার মাসী, কোথায় আছিস রে! তোর ভাঙ্গা বাঁশ নিয়ে আয় বাবা! ওরে জ্বর বিকারে পেত্নী পেলে—ও বাবা! ঐ সিঁদূর মাথা কে কটমটিয়ে চাচ্ছে রে! ঐ এলো এলো! ওরে আঁস্তাকুড়ে মোনার মাসী! ওরে বিন্দিরে! বাবা রে!

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। প্রেতের মতন কে চীৎকার ক'চ্ছে! কে ওখানে? এ কে? নেড়া! চেঁচাচ্ছিস কেন?

নেড়া। এই—খেলে খেলে খেলে খেলে খেলে!

চন্দ্রধর। কি খেলে রে? এ যে আমি—আমি!

নেড়া। আমিও ত আমি গো! (চক্ষু বুজিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে) ওরে আঁস্তাকুড়ে সোনার মাসী!

চন্দ্রধর। দূর হ—দূর হ!

নেড়া। ওরে ভাঙ্গা বাঁশে যথা তথা!

[প্রস্থান।

চন্দ্রধর। কুসংস্কার আর ভয় মানুষের যত সর্ব্বনাশ করে এমন আর কিছুতে নয়। হে শঙ্কর, কবে অজ্ঞানতা বিদূরিত হবে—কবে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের শুভ্রজ্যোতি কুসংস্কার কুজ্ঝটিকাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন কোরে মানবকে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করবার অধিকারী করবে—কবে প্রেতিনীর দর্প চূর্ণ হবে! তৃতীয় প্রহর অতীত! আর এক প্রহর! প্রেতিনীর দেবতা মনসা, তোর না বড় স্পর্দ্ধা? আর এক প্রহর অতীত হোক—কাল প্রাতে তোর মস্তিকে চূর্ণ কোরে গাঙ্গুড়ের জলে ভাসিয়ে দিয়ে সকলকে দেখাব মনসা কাপুরুষের সভয় কল্পনার অলীক সৃষ্টি; তার বাস বনে—এখানে নয়!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

লৌহ বাসর।

লক্ষীন্দ্র ও বেহুলা নিদ্রিত ; নিকটে মণিভদ্রা।

মণিভদ্রা। এই যে—যাকে চাও সে পাশে শুয়ে! হৃদয়ে হৃদয় বাঁধা—মুখে হাসি! মরি মরি—সুখ-স্বপ্নের কি মধুর বিকাশ! এই যে, বেশ ঘুমুচ্ছ! বড় আনন্দে ঘুমুচ্ছ! জান না, কি কালসাপিনীকে আশ্রয় দিয়েছ—জান না, কি কালনাগিনীর মাথায় পদাঘাত ক'রেছ! জান না, তার নিঃশ্বাসে কি বিষ—দংশনে কি জ্বালা—স্পর্শে মৃত্যুর কি বিভীষিকা! আমায় চাও না—বেহুলা হৃদয়েশ্বরী! ফুলের মালা গলায় জড়িয়েছ! জান না, সহস্র সাপের সহস্র ফণায় ও মালা গাঁথা! নারীর হৃদয় নিয়ে উপেক্ষা কোরেছ! জান না, সে প্রণয়কোমল হৃদয় উপেক্ষার আগুণে পুড়ে বজ্রের কঠিনতায় পরিণত! ভালবাসতে জান—অথচ আমার ভালবাসা পায়ে ঠেলেছ। যেখানে আমি আশ্রয় চেয়েছিলুম—বড় অনুরাগে আর একজনকে ডেকে এনে সেখানে বসিয়েছ! এসো এসো—কোথায় কে বিষধরী সাপিনী আছ—তোমাদের ক্ষুধিত জিহ্বার তীব্র বিষ আমায় ভিক্ষা দাও—পূর্ণ মিলনে আজ পূর্ণাহুতি দিই! কোথায় দাম্ভিক চন্দ্রধর, লৌহ প্রাচীরে নিয়তির গতিরোধ ক'ত্তে চাস! মূর্খ, দেখ, তার গতি অপ্রতিহত!

[সর্পদ্বারা লক্ষীন্দ্রের মস্তকে দংশন করণ]

লক্ষীন্দ্র। (চীৎকার করিয়া) বেহুলা—বেহুলা—কিসে কামড়ালে! উঃ কি জ্বালা—কি জ্বালা! যাই—যাই!

বেহুলা। এঁ্যা—এঁ্যা—ওগো কি হল গো!

মণিভদ্রা। (বিকট দৃষ্টিতে লক্ষ্মীন্দ্রের প্রতি চাহিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ—

[প্রস্থান।

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। কি হয়েছে—কি হয়েছে!

লক্ষ্মীন্দ্র। বাবা—মাথায়—শা—প ; যা—ই ; বে—হু—লা—

(মৃত্যু।)

বেহুলা। এ কি! কথা কইতে কইতে চুপ ক'ল্লে কেন? ওঠ—কথা কও! আমায় না দেখে ত থাকতে পার না! চোখ বুজলে কেন? চাও—আমায় দেখ! এই যে আমি কাছে ব'সে—এই যে আমি তোমার পায়ে ধ'রে সাধছি! এই যে—এই যে আমি—তোমার আমি—তোমার আদরের আমি! কেন শুনতে পা'চ্ছ না—কেন শুনছো না! শোন—ওঠ—কথা কও—দাসীকে দাসী বোলে ডাক!

চন্দ্রধর। মৃত্যু বধির! ওহো—হো!

(সাধুবণিকের প্রবেশ।)

সাধু। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!

চন্দ্রধর। জিজ্ঞাসা কোরো না—ঐ দেখ!

সাধু। এঁ্যা—কি হোল! মা মা, তোর কি সর্ব্বনাশ কল্লুম! হায় হায়, কি কল্লুম! কোথা থেকে কি হয়ে গেল!

(বেগে সনকার প্রবেশ।)

সনকা। বাবা লখিন রে—কোথায় গেলিরে! (মূর্চ্ছা।)

চন্দ্রধর। হৃদয়, আরো দৃঢ় হও! আরো—আরো! ভুলে যেও না তুমি চন্দ্রধর—তুমি মায়ার অতীত চন্দ্রনাথের সেবক।

সনকা। ওগো দাঁড়িয়ে দেখছ কি, তুমিত দংশনের মন্তর জান! বাছাকে আমার না বাঁচিয়ে এখনও স্থির হয়ে রয়েছ? ওগো, দেখ না গো,

ভাল ক'রে দেখো না? বাছা আমার ঘুমিয়েছে কি না, দেখো না—ও ঘুম ভাঙ্গবে কি না, দেখ না? তুমি কি শুনতে পাচ্ছ না? দেখ, তোমার পায়ে পড়ি—একবার ভাল করে দেখ!

চন্দ্রধর। দেখেছি—দেখেছি! সনকা, যেদিন আমার মহাজ্ঞান অপহৃত হ'য়েছে সেইদিন দেখেছি! তুমি দেখতে পাও নি—আমি দেখেছি; আজ নয়—আজ নয়—লক্ষ্মীন্দ্র আমার সেইদিন ম'রেছে! তোমার আর যারা যেখানে আছে তাদের এই বেলা দেখে নাও। কি জানি কে কবে যায়। সম্মুখে কঠোর পরীক্ষা! কিছু নেই; অন্তহীন উদ্বেলিত সিন্ধু—তার তীরে দাঁড়িয়ে কেবল একা আমি! স্থির হও—কেঁদো না; এই দেখ, আমার চক্ষে জল নেই!

সনকা। ওগো, কেন তুমি আমার কথা শুনলে না! কেন মার পূজার মঙ্গলঘট ভাঙ্গতে গেলে? তা না হ'লে বাছার ত কিছু হোত না!

চন্দ্রধর। সনকা, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি চন্দ্রধরের পত্নী! প্রেতিনীর পূজা করি নি ব'লে মনে ক'চ্চ পুত্র আমার ম'রেছে? না—না—সনকা, তুমি মোহান্ধ, তুমি বুঝতে পাচ্ছ না—তুমি জান না? লক্ষ্মীন্দ্র কি ব'লছ, শত পুত্রের বিনিময়েও আমি আমার হৃদয়গত বিশ্বাস হারাব না—আমার সত্য ত্যাগ ক'রব না! মহাকাল মমতার অতীত! শোকের স্বর সেখানে পৌছায় না। স্থির হও—কেঁদো না।

(সাধুবণিকের আত্মীয়গণের প্রবেশ।)

সাধু। (একজনের গলা ধরিয়া) ভাই ভাই, এই দেখ, কি সর্ব্বনাশ হয়েছে, দেখ—বেহুলা আমার বিধবা!

১ম ব্যক্তি। শুনেছি সব। তখন অত বারণ কল্লুম—বল্লুম ও পাত্রে মেয়ে দিও না; কিছুতেই তুমি শুনলে না!

২য় ব্যক্তি। নিয়তিঃ কেন বাধাতে; সবই অদৃষ্ট!

৩য় ব্যক্তি। ওহে, দেখত ভাল কোরে, এখনও কিছু উষ্ণতা আছে কি না?

ওঝা। দেহটা ত একেবারে হিমাঙ্গ হইছে; মস্তকে দংশন—তাগা বাধবার যো রাহে নি; কালনাগিনী বিষ ঢালছে!

১ম ব্যক্তি। সাধু ভায়া, বাড়ীতে এ দৃশ্য আর দেখা যায় না! তুমি বুদ্ধিমান—তোমায় কি বোঝাব বল; এখন যত শীঘ্র সম্ভব, নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হোক।

সনকা। ওগো, না না—বাছা আমার এখনও বেঁচে আছে—বাছা বোধ হয় ঘুমিয়েছে—এখনই জাগবে—এখনই উঠবে—এখনই আমায় মা বোলে ডাকবে! নিয়ে যেও না—ওগো, তোমাদের পায়ে পড়ি, নিয়ে যেও না!

চন্দ্রধর। ম'রেছে—লক্ষীন্দ্র আমার ম'রেছে! আর নেই! নিয়ে যাবে? যাও—যাও। শোক বৃথা—জন্মালে ম'রতে হয়; সবাই ম'রবে, তাই লক্ষীন্দ্র ম'রেছে! প্রেতিনীর পূজা করি নি ব'লে নয়—ধর্ম্ম হারাই নি ব'লে নয়—জন্ম মৃত্যু নিয়তি! যাও—নিয়ে যাও! সনকা, ওঠ—ঘরে চল; ধর্ম্মে বিশ্বাস রেখো। লক্ষীন্দ্র ম'রেছে—আর ত ফিরবে না; আমার মহাজ্ঞান নাই—আর ত বাঁচাতে পারবো না; কিন্তু, সনকা, এখনও আমার ধর্ম্ম আমার আছে—সে যাবে না। ছেলে হয়—মরে; কত লোকের ম'রেছে—ম'রবে। ধর্ম্ম আমার—ধর্ম্ম সঙ্গের সাথী! ধর্ম্মে মতি রেখে ঘরে ফিরে চল সনকা! যাও—যাও—নিয়ে যাও!

সকলে। চল হে চল—আর বিলম্ব মিছে।

(সকলের শবসন্নিধানে গমন।)

বেহুলা। না না—ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না! আমার স্বামী—আমি বড় সাধ কোরে মালা গেঁথে নিজের হাতে গলায় পরিয়েছি। ঐ দেখ, সে মালার একটী ফুলও এখনও মলিন হয় নি! ঐ দেখ, যত্নে পরান

চন্দনের টিপ একটুও বিকৃত হয় নি! ছুঁয়ো না—ছুঁয়ো না! আমার দেবতা—আমার স্বামী শান্তিতে ঘুমুচ্ছে—সে ঘুম ভাঙ্গিও না! এখনও আঁচলের গাঁটছড়া তেমনি বাঁধা আছে—সে বাঁধন খুলো না! আমার সিঁথির সিঁদুর তেমনি উজ্জ্বল—জোর কোরে তা মুছে দিও না!

সনকা। ওগো, আমার সোণার প্রতিমাকে কেমন কোরে নাইয়ে শুধু হাতে ঘরে তুলবো গো! আমার কি মরণ নেই—আমার কি মরণ নেই—আমার কি মরণ নেই! (বক্ষে করাঘাত।)

চন্দ্রধর। আরো—আরো!

১ম ব্যক্তি। সকলে মিলেই কাঁদতে লাগলে যে? কান্না ত আছেই—চিরকাল কেঁদো এখন। উপস্থিত যে গেছে তার গতি ত ক'ত্তে হবে। সকলে বুক বাঁধ—ধর।

বেহুলা। কে বলে মরেছে? না—না—ম'রেন নি ত? মিথ্যা কথা! সতীর স্বামী কখন মরে না—সতীর স্বামী মৃত্যুঞ্জয়—সামান্য সর্পবিষে তার মরণ হয় না। সতীর স্বামী নীলকণ্ঠ। কোথায় সৎকার ক'ত্তে নিয়ে যাবে—কাকে সৎকার করতে নিয়ে যাবে? আমার স্বামী আমার—কেউ ওঁকে স্পর্শ কোরো না!

সাধু। মা—মা, বাপ হয়ে তোর কি কল্লুম! চল মা, ঘরে চল।

বেহুলা। না বাবা, আর ত ঘরে যাব না—আমার ঘর কৈ? এখন যেখানে আমার স্বামী, সেইখানেই আমার ঘর। অগ্নি সাক্ষী কোরে যাঁর চরণে আমায় সমর্পণ ক'রেছ—তিনি ভিন্ন ত আমার গতি নেই। বাবা, তোমাদের পায়ে ধরছি—মিনতি কচ্ছি—আমার স্বামীকে আমায় দিয়ে তোমরা ঘরে ফিরে যাও।

১ম ব্যক্তি। আহা, বালিকা পতিশোকে একেবারে উন্মাদিনী হ'য়েছে!

বেহুলা। না, উন্মাদিনী হই নি! আপনারা শুনুন—সকলেই ত জানেন

দংশনে মৃত্যু হ'লে কখন কখন আবার সে দেহ পুনর্জ্জীবিত হয়। তবে কেন সংকারের আয়োজন ক'চ্ছেন। আমার স্বামী আমায় দিয়ে আপনারা চলে যান।

ওঝা। বধূ ঠাকরুণ যা কইছেন, কথাডা অলৌকিক নয়! ইসে—ইসির কামড়ে মলি তার ত্যাহ ত দাহ করা ঠিক নয়। কোলার ভ্যালা বানাইয়া লাস বাঁইন্ধা জলে নিক্ষেপ করাই কর্ত্তব্য। ইসে—ঐ ব্যাধির জলসারই চিকিৎসা। আমার বিবেচনায়, ইসে, তাই করেন। তবে জীবিতের লাস ধইরা জলে ভাসান ত নিদানে ল্যাখে না!

৩য় ব্যক্তি। ওহে হরলোচন, ছুঁড়ী বলছে মন্দ নয়। কোথায় শেষ রাত্তিরে মড়া ঘাড়ে কোরে সংকার ক'ত্তে যাবে? যাক—যার মনে যা আছে করুক। আমরা আস্তে আস্তে সটকান দি চল।

২য় ব্যক্তি। নাহে না, দাড়িয়ে দেখেই যাও না শেষটা কি হয়। ব'লছে বোলে কি ছুঁড়ী সত্যি সত্যি মড়া বুকে কোরে পড়ে থাকবে?

বেহুলা। বাবা, তোমায় প্রণাম! অনুমতি দাও, আমার স্বামীকে বুকে কোরে আমি গাঙ্গুড়ে ঝাঁপ দি। (চন্দ্রধরের পায়ে ধরিয়া) বাবা, আপনি আমার ঠাকুর। আশীর্ব্বাদ করুন জীবনে মরণে যেন কেউ আমার স্বামীকে আমার কাছ থেকে কেড়ে না নেয়। (সনকার নিকট গিয়া) মা, আপনি বলুন, যেন আমার পতিদেবতার সেবা ক'ত্তে কোন ত্রুটী না হয়।

সনকা। ওগো, আমি যে বৌ বেটা আশীর্ব্বাদ কোরে ঘরে তুলব মনে ক'রেছিলুম গো!

বেহুলা। হ্যাঁ মা, তাই হবে। আপনি কাঁদবেন না। আমার গুরুস্থানীয় সকলে এখানে উপস্থিত। আমি সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে বলছি, আমার পতিদেবতার চরণ স্পর্শ কোরে শপথ কচ্ছি—যদি আমি সতী হই—যদি আমি আমার স্বামীকে যথার্থ ভালবেসে থাকি—যদি সতীর

গর্ভে আমার জন্ম হয়—তা হলে আমার স্বামী—আপনাদের চক্ষে যিনি এখন মৃত—তিনি আবার বাঁচবেন—আবার আমায় বেহুলা ব'লে আদর করবেন—আবার দুজনে এক সঙ্গে এসে আপনাদের চরণে প্রণাম করব।

(পরিচারকের প্রবেশ।)

পরিচারক। সর্ব্বনাশ হল—সর্ব্বনাশ হল! নাগেরা দেশ ছেয়ে ফেলেছে; ঘরে ঘরে আগুন জেলে দিয়েছে—চন্দ্রনাথের মন্দির ভেঙ্গে গুঁড়ো ক'রে ফেল্লে! কোন দিকে রক্ষা নেই—সব গেল—সব গেল!

সাধুর বান্ধবগণ। এঁ্যা—বল কি—বল কি!

১ম ব্যক্তি। আরে চল—চল!

২য় ব্যক্তি। আরে আমার ঘরখানা যে নূতন বেঁধেছি! গেল বুঝি—গেল বুঝি!

৩য় ব্যক্তি। এমন বিয়ে ত বাবা বাপের জন্মে দেখি নি। বিয়ের রাত্তিরে বর ম'লো—ঘরে ঘরে আগুন লাগল—দেশটা একেবারে ছার খারে গেল!

৪র্থ ব্যক্তি। আরে জোরে চল—জোরে চল; আমার চতুর্থ পক্ষের সেটার কি হল তাও ত বুঝতে পাচ্ছি নে!

[বান্ধবগণের প্রস্থান।

চন্দ্রধর। চন্দ্রনাথের মন্দির নাই! আমার চন্দ্রনাথের মন্দির ধূলিসাৎ হয়েছে! এই কোষনিবদ্ধ তরবারি কি ধারশূন্য—বাহু কি আমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত! সনকা, শোক কর—উচ্চকণ্ঠে হাহাকার কর! লক্ষ্মীন্দ্র নেই ব'লে নয়—আমার পুত্র মৃত ব'লে নয়—আমার আরাধ্যদেব চন্দ্রনাথের মন্দির ভেঙ্গেছে ব'লে! যাও, আমার কুললক্ষ্মী, যাও! যাও, পতি-বিয়োগবিধুরা সাধ্বী, যাও! আর কেউ অনুমতি

না দিক, আমার পুত্রবধূ তুমি, আমি মুক্তকণ্ঠে তোমায় অনুমতি দিচ্ছি—তোমার স্বামী তোমার ; তুমি তার মৃতদেহ নিয়ে গাঙ্গুড়ের জলে ঝাঁপ দাওগে—চন্দ্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আমার বাঞ্ছিত শয্যা পাতা আছে ! [চন্দ্রধরের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পার্ব্বত্য পথ।

চম্পানগরবাসী জনৈক বৃদ্ধ ও তাহার পৌত্র।

বৃদ্ধ। জনার্দ্দন ! এখানে কি আর কেউ আছে ?

জনার্দ্দন। না দাদা।

বৃদ্ধ। একটু উঁচু জায়গায় আমার হাত ধ'রে নিয়ে ওঠ দাদা ! এখান থেকে কি মন্দির দেখতে পাবি ভাই ?

জনার্দ্দন। না দাদা—পূব দিকে খালি ধূলো উড়ছে—আকাশ ছেয়ে ফেলেছে—আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না !

বৃদ্ধ। ধূলো উড়েছে ! তবে কি নাগারা জিতলে—তবে কি বাবা চন্দ্রনাথের মন্দির ধূলিসাৎ ক'রে ফেল্লে ! তাইতো—এখানে কি কেউ নেই—যে খবরটা দেয় ? ভাল ক'রে আর একবার দেখ দেখি ভাই !

জনার্দ্দন। না দাদা, কিছুই দেখা যায় না। আমি খুব বড় হ'লে সব দেখতে পেতুম আর তোমায় বলতুম ! না দাদা ?

বৃদ্ধ। ঐ—ঐ—ঘোড়ার পায়ের শব্দ—অস্ত্রের ঝনঝনা ! লড়ায়ে সব খুব মেতেছে ! আহা হা ! যদি চোক দুটো থাকতো, তাহলে বুড়োর হাতে তরোয়াল কেমন চলে একবার দেখিয়ে দিতুম ! দেখতুম নাগারা কেমন ক'রে চন্দ্রনাথের মন্দির স্পর্শ করে ?

জনার্দ্দন। হাঁ দাদা, আমি কবে নাগাদের তাড়িয়ে দেব ?

বৃদ্ধ। বড় হও—চন্দ্রনাথ বাঁচিয়ে রাখুন।

জনার্দ্দন। কবে বড় হব দাদা ? হাঁ দাদা! সেদিন কতকগুলো বুনো বাজী দেখাচ্ছিল; তারা মন্তরের চোটে একটা খুব ছোট আমের চারাকে মস্ত কোরে দিলে—তাতে সব কেমন পাকা আম ঝুলতে লাগল। মন্তরে আমি এখনি বড় হতে পারি না দাদা ?

বৃদ্ধ। তোকে নিয়েই আজ আমার ভাবনা রে ভাই!

জনার্দ্দন। কেন—ভাবনা কিসের ? আমি ত তোমার কাছে রইছি দাদা!

বৃদ্ধ। নাগারা যদি এদিকে এসে পড়ে, তাহলে কি আর আমার কাছে তোকে রাখবে ভাই ? তোকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে।

জনার্দ্দন। না—না দাদামশাই—তাদের ত চোক আছে ? তারা কি দেখবে না যে তুমি বুড়ো মানুষ—চোখে দেখতে পাও না! আমি তোমার হাত ধ'রে না নিয়ে গেলে তুমি যেতে পার না!

বৃদ্ধ। ভাইরে! তাদের কি দয়ামায়া আছে! তারা বুনো নাগা—পাহাড়ের মত কঠিন তারা; তারা ছেলে বুড়ো মানবে না—যাকে পাবে মারবে, কাটবে—গরীবের কুঁড়ে বাছবে না—সহরগাঁয়ে আগুণ জ্বালিয়ে দেবে! (দূরে কোলাহল শুনিয়া) ঐ—ঐ গোলমাল! ও আমাদের লোকের চীৎকার! ওঃ, খুব লড়াই জমে গেছে! ঐ শোন ভাই, ঐ শোন—তরোয়াল ঝন্ ঝন্ কচ্ছে! আঃ, আমার হাত নিস পিস কচ্ছে! ভুলে যাচ্ছি যে আমি অথর্ব্ব কাণা! মনে হ'চ্ছে এখনও বুঝি কোমরে তরোয়াল ঝুলছে! ভুলে এক একবার কোমরের কাছে হাত নিয়ে যাচ্ছি! আবার তখনই মনে পড়ছে আমি অকর্ম্মণ্য অন্ধ—পৃথিবীর কাজ আমার শেষ হয়েছে! বাবা চন্দ্রনাথের কাছে মানত করা ছাড়া আর আমার কিছুই করবার যো নেই!

জনার্দ্দন। দাদা, একদল লোক ছুটে পালাচ্ছে!

বৃদ্ধ। নাগারা না কি?

জনার্দ্দন। না দাদা, আমাদের লোক!

বৃদ্ধ। অঁ্যা পালাচ্ছে! আমাদের লোক! অসম্ভব! হতেই পারে না!

জনার্দ্দন। দাদা, এই দিকেই ছুটে আসছে!

(কতিপয় চম্পাবাসীর প্রবেশ।)

বৃদ্ধ। ওহে, তোমরা ছুটে কোথায় চ'লেছ! লড়ায়ে আমাদের খবর কি?

১ম নাগরিক। দাঁড়াবার সময় নেই; গতিক বড় খারাপ; নাগারা বাবার মন্দির ভাঙ্গতে আরম্ভ ক'রেছে!

বৃদ্ধ। এঁ্যা এঁ্যা—এই সময় তোমরা পালাচ্ছ কোথা?

১ম নাগরিক। আরো লোক ডাকতে যাচ্ছি! নাগারা অসংখ্য!

বৃদ্ধ। যাও—যাও, ছুটে যাও—দেরী কোরো না; ছুটে যাও।

(আগন্তুকগণের প্রস্থান।

(অন্য একদল নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম নাগরিক। পালাও পালাও—কে কোথায় অসমর্থ বৃদ্ধ বালক বা রমণী আছ, পালাও—পাহাড়ের গুহার মধ্যে লুকাও—আর রক্ষা নেই—আমাদের পরাজয় হয়েছে! নাগারা মন্দির ভেঙ্গে ফেলেছে!

বৃদ্ধ। এঁ্যা—এঁ্যা—কি হল! হেরে গেলুম! আমার তরোয়াল—আমার তরোয়াল! (অগ্রসর হওন।)

জনার্দ্দন। দাদা—দাদা, হাত ছেড়ে দিয়ে কোথায় যাচ্ছ—পড়ে যাবে যে! এই বেলা চল দাদা, তোমায় এখান থেকে নিয়ে যাই!

বৃদ্ধ। (কপালে করাঘাত করিয়া) ওহোঃ, ভুলে গেছি আমি অন্ধ—দেখতে পাই নে!

(ছুটিয়া নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। ও বাবা, এ ফোঁস ফোঁসের চোদ্দপুরুষ! বর্ষা, কীরিচ, তরোয়াল, লাঠি—সব শালা সমান! এক ঘা খেলেই একেবারে সটান! বাবা, ফোঁসের তবু ঝাড় ফোঁক আছেন—এ আর দেখতে শুনতে নেই—এককোপেই বলিদান! এখন কি করি—কি করি! কত্তামশাই—কোথায় তুমি! কি করি—কি করি! কত্তামশাই—তুমিও গেলেন—আমাকেও মাল্লে! দোহাই মা রণচণ্ডি, প্রাণে মেরো না!

[প্রস্থান।

(একদল নাগরিকের প্রবেশ।)

১ম নাগরিক। আর না—আর না! রাক্ষসী যুদ্ধে নেমেছে—তার খোলা চুল—হাতে তরোয়াল—পিশাচিনীর মত নেচে নেচে রক্ত খাচ্ছে! আর না, পালা—পালা!

বৃদ্ধ। কোথায় পালাচ্ছিস! দাঁড়া দাঁড়া—হেয় কাপুরুষের দল—একবার ফিরে দাঁড়া! তোদের প্রাণে মৃত্যুভয় আছে—কলঙ্কের ভয় নেই! এখনও ফিরে যা—এখনও ফিরে যা!

১ম নাগরিক। কোথায় ফিরবো? মন্দির গুঁড়া হ'য়ে গেছে—শুধু ধূলো উড়ছে!

বৃদ্ধ। দেখ মূর্খ, ও শুধু ধূলা নয়, ঐ ধূলিরাশির মধ্যে তোদের মান সম্ভ্রম মর্য্যাদা ধর্ম্ম—সব—সব জন্মের মত আকাশে মিলিয়ে গেল; জীবনের বিনিময়ে সে সব ফিরিয়ে নিয়ে আয়! এই দেখ, আমি অন্ধ, তোদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি। দাদা, আমায় নিয়ে চল! (জনার্দ্দনকে ধরিয়া) আমার সঙ্গে সকলে আয়! সেইখানে গিয়ে—সেই বাবা চন্দ্রনাথের সামনে ম'রবি চল! [সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চন্দ্রনাথের মন্দির প্রাঙ্গণ।

চন্দ্রধর। এই পরিণাম! এত চেষ্টা এত উদ্যম এত শৈবের রক্তপাত—সব বৃথা হল! আমার জীবনসর্ব্বস্ব চন্দ্রনাথের পবিত্র মন্দির অপবিত্র প্রেতস্পর্শ হ'তে রক্ষা ক'ত্তে পাল্লুম না! বিশ্বনাথ—বিশ্বনাথ—কি ক'ল্লে! অজ্ঞ আমি—মোহান্ধ আমি—দুর্ব্বল আমি—আমায় বুঝিয়ে দাও—কেমন কোরে আজ পৈশাচিক শক্তি তোমার ঐ পূত পূজাপ্রাঙ্গণে প্রবেশ ক'ত্তে সমর্থ হল? আমার লক্ষীন্দ্র ম'রেছে—সনকা পুত্রশোকে মৃতপ্রায়—কদাচারী নাগের উৎপীড়নে আমার চম্পা—আমার প্রণব-মুখরিত, স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী, সহস্র শৈবের আবাসভূমি চম্পাধাম বিধ্বস্ত! একমাত্র পুত্র বন্দী! প্রজাপুঞ্জ গৃহহীন! কিন্তু তাতেও প্রভু এ হৃদয় বিচলিত হয় নি—প্রাণে এতটুকু ব্যথা লাগে নি—শত পীড়নে আমার এক দম্ভ ছিল—প্রেতিনীর স্পর্শ হ'তে তোমার মন্দিরচূড়ার যে গৈরিক পতাকা সগর্ব্বে আকাশে উড়ত—তা রক্ষা ক'ত্তে পেরেছি! শত শোকে আমার এক শান্তি ছিল যে, আমার ধর্ম্মবিশ্বাসী ধর্ম্মপ্রাণ প্রজা সেই পবিত্র বিজয় বৈজয়ন্তীর শান্ত আশ্রয় ত্যাগ কোরে পিশাচীর পূজা করে নি! কিন্তু আজ এ কি হল? আমার সে দম্ভ তুমি চূর্ণ ক'ল্লে কেন? যদি চন্দ্রধরের দর্প গেল তবে তার মৃত্যুর বিধান ক'ল্লে না কেন?

(মণিভদ্রার প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর!

চন্দ্রধর। কে তুই?

মণিভদ্রা। কি, আমায় চিন্তে পাচ্ছ না—এরই মধ্যে ভুলে গেলে?

চন্দ্রধর। লজ্জাহীনা, প্রেতিনীর সহচরী প্রেতিনী, তুই! আর কেন—আর এখানে কেন? আমার চন্দ্রনাথের মন্দির ধ্বংস কোরেছিস—তোর কুৎসিত কামনা পূর্ণ হয়েছে—আর এখানে কেন? আমায় হত্যা করবি বলে? আয়—আয়—এই উন্মুক্ত বক্ষের রক্তে তোর পিপাসার শান্তি কর।

মণিভদ্রা। তোমার বক্ষের রক্তে ত আমার পিপাসা মিটবে না। চন্দ্রধর, তোমার ঐ হৃদয়ের বিশ্বাস আমায় দাও। আমার দেবতার পূজায় তোমার পরাজিত জীবন উৎসর্গ কর—আমার এই জ্বালাময় প্রাণ শীতল দেখে আমি চলে যাই!

চন্দ্রধর। মৃত্যু—মৃত্যু! চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ! তোমার আকাশে কি বজ্র নেই—তোমার সমুদ্র কি জলশূন্য? এখনও আমার মাথায় বজ্রাঘাত হল না! এখনও ঐ উদ্বেলিত সিন্ধুর সফেন তরঙ্গ চম্পানগরীকে গ্রাস ক'ল্লে না! প্রেতিনি, তুই চন্দ্রধরের বিশ্বাস নিতে এসিছিস? জানিস না, চন্দ্রধরের বিশ্বাস তার প্রাণ—প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়; এ ভঙ্গুর পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে চন্দ্রধরের প্রাণ আর বিশ্বাস বিচ্ছিন্ন করে। দূর হ—আমার সম্মুখ হতে দূর হ!

মণিভদ্রা। মূর্খ, এখনও দম্ভ! এখনও উপেক্ষা! অন্ধ, এখনও বুঝতে পাল্লে না, আমার শক্তির নিকট তোমার অহঙ্কার অতি তুচ্ছ! দাম্ভিক চন্দ্রধর, জানো, তোমার মহাজ্ঞান হরণ ক'রেছে কে? তোমার বড় আদরের লক্ষ্মীন্দ্রকে প্রণয়বাসরে হত্যা ক'রেছে কে?

চন্দ্রধর। জ্ঞানাতীত পুরুষের কৃপায় মহাজ্ঞানের অধিকারী হ'য়েছিলুম—তাঁরই ইচ্ছায় আবার সে মহাজ্ঞান হারিয়েছি—প্রেতিনীর পূজা করি নি ব'লে নয়। আর লক্ষ্মীন্দ্র! লক্ষ্মীন্দ্র আমার নিয়তির বশে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ কোরেছে!

মণিভদ্রা। হাঁ সর্পাঘাতে ম'রেছে! কিন্তু সে সাপিনী কোথায় ছিল

জান চন্দ্রধর? সে সাপিনী ছিল এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে। এখনও সে এ হৃদয় ত্যাগ করে নি—এখনও তার তীক্ষ্ণ দন্ত বিষশূন্য নয়—এখনও সে দলিতফণাফণিনীর দুর্জ্জয় প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয় নি! মূর্খ! নাগকন্যার প্রকৃতিগত সরলতায় উদ্‌ভ্রান্ত হ'য়ে কাতরকণ্ঠে আশ্রয় ভিক্ষা চেয়েছিলাম। পদাঘাতে আমাকে তুমি বিতাড়িত ক'রেছিলে। এখন সেই উপেক্ষিতা ভিখারিণীর বিষের জ্বালায় আজীবন জ্ব'লে মর। আমি তোমায় হত্যা ক'রব না চন্দ্রধর, আমি তোমার দম্ভের শেষ দেখব! দেখব—অহঙ্কারদীপ্ত হ'য়ে যাদের দেবতার মঙ্গলঘট তুমি চূর্ণ ক'রে গিছলে—তাদের দেবতার কাছে তোমার ঐ মাথা হেট হয় কি না!

চন্দ্রধর। (স্বগত) বিশ্বনাথ! বল দাও! এখনও কি পরীক্ষার শেষ হয় নি!

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর! তোমার বন্দীপুত্রের সন্ধান জান?

চন্দ্রধর। আমার আর কারো সন্ধান জানবার প্রয়োজন নেই। চন্দ্রনাথ আমার বন্দীপুত্রের কল্যাণ করবেন।

মণিভদ্রা। চন্দ্রনাথ! চন্দ্রনাথ কোথায়! সে ত এই ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ মধ্যে প'ড়ে; শক্তিহীন—জড়! সে কি ক'রবে? তোমার পুত্রের কল্যাণ অকল্যাণ তোমার হাতে! কে আছ, বন্দীকে নিয়ে এসো!

[সর্পবেষ্টিত পিঞ্জরমধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ চন্দ্রধরের বালকপুত্রকে আনয়ন।

ঐ দেখ—ঐ দেখ চন্দ্রধর! লৌহ পিঞ্জরে শৃঙ্খলাবদ্ধ তোমার পুত্র! দুরন্ত নাগিনী সে পিঞ্জর বেষ্টন কোরে আছে। ইঙ্গিতমাত্র এখনই ঐ পিঞ্জরস্থ বন্দীকে দংশন করবে। চন্দ্রধর, এখনও আমার নিকট পরাভব স্বীকার কর—এখনও বল আমাদের দেবতা তোমাদেরও উপাস্য—এখনও বল আমরা তোমাদের সমাজের

বহির্ভূত নই ; আমি এখনই স্বহস্তে ঐ বালককে নাগপাশ হ'তে মুক্ত কচ্ছি। নচেৎ—

চন্দ্রধর। কি নচেৎ রাক্ষসি !

মণিভদ্রা। নচেৎ দেখতে দেখতে এখনই ঐ সর্প পিঞ্জরে প্রবেশ করবে —নিমেষে তার তীব্র বিষে তোমার পুত্রের জীবন মহাশূন্যে মিশিয়ে যাবে—আর তাকে পৃথিবীতে খুঁজে পাবে না। তোমার বংশে তোমার চন্দ্রনাথের পূজা ক'ত্তে কেউ থাকবে না !

পুত্র। বাবা—বাবা, এরা আমায় জোর কোরে ধ'রে এনেছে ! লোহার শেকল দিয়ে আমায় আষ্টে-পিষ্টে বেঁধেছে—কাঁটার বেত দিয়ে আমায় মেরেছে—সর্ব্বাঙ্গ ফেটে রক্ত পড়ছে, তবু মেরেছে ! বলেছে, হয় মনসার পূজা কর—নয় সাপ দিয়ে খাওয়াব। বাবা, তবু আমি তোমার শিক্ষা ভুলি নি ; তবুও আমি পেত্নীর পূজা করব বলি নি— একমনে বাবা চন্দ্রনাথকে ডাকছি ! বাবা, এরা আমায় রাখবে না ! মা যদি আমায় খোঁজে তাকে বোলো, দাদা যেখানে গেছে আমিও সেই খানে !

চন্দ্রধর। চন্দ্রনাথ—বল দাও ! করুণার সাগর, হৃদয়কে বজ্রের কঠোরতায় পরিণত কর !

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর, এখনও বল কি চাও ? এখনও বল কোন্ পথ গ্রহণ করবে—তোমার এই বালক পুত্রের জীবন না তোমার ধর্ম্ম ত্যাগ কোরে আমার ধর্ম্মে আশ্রয় গ্রহণ ? এখনও বল—এখনই এই বালককে ছেড়ে দিচ্ছি।

চন্দ্রধর। (স্বগত) মমতা, দূরে যাও ! দূরে যাও ! আরো দূরে—সৃষ্টির সীমান্ত দেশে—যেখানে সূর্য্য আছে আলোক নেই—চন্দ্র আছে জ্যোতি নেই—নক্ষত্র আছে দীপ্তি নেই—যেখানে বৃক্ষ ফলপ্রসবী নয়, কেবল কণ্টকে আচ্ছন্ন—যেখানে সাগরে অগ্নি—নদীতে উত্তপ্ত বালুকার

তরঙ্গ—বাতাসে বিষ! যেখানে জীব জীবনশূন্য—সেই মহান্ধকারময় দেশে যাও—এ হৃদয়ে তোমার আর স্থান নাই!

পুত্র। বাবা—বাবা, তুমি এখান থেকে চ'লে যাও। তোমার সামনে আমায় সাপ দিয়ে খাওয়াবে! তোমার সামনে আমি মরতে পারবো না—আমার কান্না পাবে!

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর, এখনও নিরুত্তর! বল, কি চাও?

চন্দ্রধর। কি চাই—কি চাই! যা আজীবন চেয়েছি, যা আমার জীবনের সাথী—আমার জীবনের জীবন—আমার সাধনার সাধনা—তাই চাই! কি ভয় দেখাচ্ছিস প্রেতিনি, কি মোহ সামনে এনে ধ'রেছিস পিশাচি! রাক্ষসি, তোর প্রেতিনী মনসাকে বলিস—শৈব চন্দ্রধর এখনও শৈব! চন্দ্রনাথের মন্দির ভেঙ্গেচিস ব'লে উল্লাস কচ্ছিস? বলিস রাক্ষসি, তোর প্রেতিনী মনসাকে বলিস—চন্দ্রনাথের মন্দির এখনও ভগ্ন নয়—চন্দ্রনাথের মন্দির তার সেবক চন্দ্রধরের এই হৃদয়ে! সে তার হৃদয়ের দেবতাকে হৃদয়-মন্দিরে নিয়ে প্রেতিনীর রাজ্য ছেড়ে চ'লল!

[বিগ্রহ তুলিয়া লইয়া প্রস্থান।

পটক্ষেপণ।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নেড়া ও বিন্দি।

নেড়া। বিন্দি, চল্লুম ?

বিন্দি। কোথারে ?

নেড়া। চোক ছুটো যেদিকে যান ! আর কিসের জন্যে এদেশে থাকবো ; আমার দুই ভাইকে পোড়া মনসা খেলেন !

বিন্দি। দূর মুখপোড়া, মনসাকে গাল দিস নি ?

নেড়া। কেন গাল দেব না—সে সর্ব্বনাশী যে লখীনদাদাকে মেরে আমার চোখের তারাটাকে উপড়ে নিয়েছেন ! সোণার পুরী ছারখার হলেন—মাঠাকরুণ যায় যায়—কত্তারাজার উদ্দিশ নেই ! আর ভয় কিসের ? বিন্দি, আর এদেশে থাকছি না—কত্তারাজার তল্লাসে বেরুলুম !

বিন্দি। আর আমরা বুঝি বাণের জলে ভেসে এলুম ?

নেড়া। ও সব কথায় নেড়া আর ভিজচেন না বিন্দি ! আমি যাবেন ! যখন আমায় মানুষ করা দেবতা দেশ ছেড়েছেন তখন আমি যাবেন। কিসের বিন্দি ! ভয়ের চেয়ে ত আর নেড়ার বড় কিছু ছিলেন না— তাই যখন গেলেন, তখন কিসের বিন্দি ! যদি কত্তারাজার ছিচরণ আবার পাই ত তাই ধ'রে আসব—নয়ত বিন্দি—সব ফুরিয়ে গেল ! আর আমার দেখা পাচ্ছেন না !

বিন্দি। এই যদি তোর মনে ছিল তবে বিয়ে কোরেছিলি কেন ড্যাকরা ?

নেড়া। আমি বিয়ে করি নি ! যার ছিচরণের জোরে তোর ঝাঁটা আমি সহ্য কোরেও তোকে গুজরিপঞ্চম গড়িয়ে দিইছি—সেই যদি আমায় ছেড়ে গেলেন তবে কিসের বিন্দি ! কেডা সে ?

বিন্দি। মুখ সামলে কথা ক' টেকো ! যাবার সময় যা ইচ্ছে তাই বললে আমিও যা ইচ্ছে তাই করব ! ওমা, কোথায় মনে কল্লুম যাবার সময় একটু কাঁদব—মিনসে তাও ভুলিয়ে দিলে গা !

নেড়া। কান্না ভুলেছেন ! আঃ বাঁচনু ! যাবার সময়টা তবু নিভয়ে যেতে পারবেন !

বিন্দি। দোহাই বাবা পঞ্চানন্দ ! এ লোককে শাস্তি দাও—আমায় যা ইচ্ছে তাই বলছে ! সোয়ামীর এত বড় আস্পর্দ্দা ! মধুসূদন ! কেন অবলা কোরে এ পিরথীবিতে পাঠিয়েছিলে বাবা ! তাইতে না আজ এমন খোয়ার ! সোয়ামী হয়ে ব'ল্লে কিনা—তোর চক্ষুদিয়ে বসুধারা ছোটা দেখলে ভয় হয় !

নেড়া। হাসি যে পায় না বিন্দি, কি করি বল ! সামনে যখন ঐ পাস্কয়ার মত চক্ষু দুটো দিয়ে রস ছুটতে থাকেন তখন কি হাসি আসেন বিন্দি ! ভয়ে আত্মাপুরুষ শুখিয়ে যান। আর সেই ককানি শুনলে আমি ত আমি, আমার চোদ্দপুরুষ ভিরমি যায় !

বিন্দি। হাসতে তোকে কে বলেছে রে পোড়ারমুখো ? শীগ্‌গির দূর হ—শীগ্‌গির দূর হ—কোত্থেকে এ আপদ আমায় গিলতে এসেছিল গো !

নেড়া। ও বিন্দি, ঐ যে তোর হাঁ হ'য়ে আসছেন ! কান্না উঠবে না কি ? তা হয় ত ভিরমি হবার আগেই সটকান দি !

বিন্দি। ওগো আমার মরণ হয় না কেন গো ! ও বাবা পঞ্চানন্দ, এই অপ্পেয়েকে ভুলে তুমি কোথায় আছ গো ?

(পুরোহিত ঠাকুরের প্রবেশ।)

পুরোহিত। কিসের ঝগড়া কচ্ছিস রে নেড়া ?

বিন্দি। দেখ দেখি দাদাঠাকুর, খালি খালি আমায় খোয়ার কচ্ছে ?

পুরোহিত। দাদাঠাকুর কি রে, মাগী ?

বিন্দি। কেন বাবা, আপনিই ত দাদাঠাকুর ?

পুরোহিত। ফের দাদাঠাকুর !

বিন্দি। দাদাঠাকুর বলব না ত কি বলব বাবা ?

পুরোহিত। ফের দাদাঠাকুর ?

বিন্দি। তবে বাবা, দাদাঠাকুর বলব না ?

পুরোহিত। ফের দাদাঠাকুর !

বিন্দি। রাগ কোরো না বাবা, না বুঝে দাদাঠাকুর বলেছি !

পুরোহিত। আবাগীর বেটি, ফের দাদাঠাকুর ! আমায় হালুইকর বামুন পেয়েছিস বটে !

বিন্দি। ওরে বাপ রে ! তুমি হলে জ্যান্ত দেবতা ! জানতুম না বাবা যে দাদাঠাকুরের অমন বিশ্রী মানে।

পুরোহিত। ফের দাদাঠাকুর !

বিন্দি। এবার থেকে বাবাঠাকুর বলব বাবা—আর দাদাঠাকুর মুখেও আনব না !

পুরোহিত। ফের দাদাঠাকুর ! না—আর পাল্লুম না—এইবার মাগী তোকে শাপ দি—ভস্ম করি !

বিন্দি। দোহাই বাবা—দোহাই দেবতা—তোমার পায়ে পড়ি—শাপমন্নি দিও না ! এই নাক মলা—কাণ মলা—ম'লেও আর কখন বলব না তুমি দাদাঠাকুর !

পুরোহিত। ফের দাদাঠাকুর ! দূর, তোর দাদাঠাকুরের গুষ্টি নির্ব্বংশ

হোক! আমি চল্লুম! হারামজাদি—দেখে নেব—তোকে দেখে নেব! (অগ্রসর হওন।)

নেড়া। আপনি চোট না ঠাকুর মশাই! আমি আপনাকে একটা কথা ব'লে যাবেন; একবার পায়ে পায়ে ফের প্রভু!

পুরোহিত। কি বলবি বল—এখানে দাঁড়াতে আমার ইচ্ছে হ'চ্চে না! আমার সঙ্গে মাগীর মস্করা!

নেড়া। বাপ রে! দেখ বিন্দি, ঠাকুর মশাইয়ের সঙ্গে রঙ্গরা ক'ল্লে তোকে আমি এই হেঁতালের লাঠি দিয়ে গুঁড়ো করব।

বিন্দি। ইস্! মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কাণ! উনি গুঁড়ো করবেন—আর আমার হাতে এই খুড়ো নেই!

(খুড়ো দেখাইয়া অগ্রসর হওন।)

নেড়া। (পিছু হটিয়া) না বাবা, ও খুড়ো নন—ও জ্যাঠা! ঢের হয়েছেন—এখন একটু জিরেন দে বিন্দি—তোর পায়ে পড়ি!

বিন্দি। তবে এক কাজ কর, তুই ত চল্লি! ঠাকুরমশাইয়ের সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে যা যতদিন না ফিরবি, আমি মাসে তিন দিন কোরে সিন্নি দেব।

পুরোহিত। উত্তম—উত্তম! বিন্দির কখন বিপদ ঘটবে না! পরম ধার্ম্মিকা! বেশ কথা ব'লেছ বিন্দে; আজ সংক্রান্তি—উত্তম দিন—প্রবাস যাত্রার আজ মাহেন্দ্রযোগ। নেড়া শুভক্ষণে কর্ত্তারাজার খোঁজে যাচ্ছে; তুমিও এই শুভদিনে স্বামীর শুভ কামনা কোরে সিন্নি দাও।

নেড়া। আহা সিন্নি! মনে ক'ল্লেও জিহ্বাটা কেমন কোরে ওঠেন! এখনই যদি পাই ত দশ বিশ হাঁড়া পার করে যাই। না, আর সিন্নি ভাববো না—তাহলে আর যাওয়া হবেন না। তা ঠাকুরমশাই, তুমি বিন্দির ইচ্ছামত সিন্নি দিও! মানত কোরো, ঠাকুর, যেন কর্ত্তারাজার

ছিচরণের সন্ধানটা পাই—আমার জন্য কিছু কোরো না! নেড়ার পরাণের ভয়টা এখন গেছেন।

পুরোহিত। আর কিছু বলতে হবে না নেড়া—আমি সব ঠিক করব এখন! তোদের মত নিষ্ঠা আমি কারু কখন দেখি নি! যা বিন্দি, সিন্নির জোগাড় করগে। দুগ্ধ আর রম্ভাটা কিছু অধিক পরিমাণে সংগ্রহ কোরে রাখিস। নেড়ার জন্যে ভাবিস না। প্রত্যহ ঠাকুরকে তুলসী দেব—শীঘ্রই সুস্থ শরীরে ফিরে আসবে।

বিন্দি। তাই বল ঠাকুর মশাই!

নেড়া। একটা কথা বলে যাই। বিন্দি, আড়ের দিকে বেড়ে বেড়ে দেহটা এখন যা দাঁড়িয়েছেন—আমার এই বিপদটা না ঘটলে হয়ত চৌকো গজা মনে করে কোন দিন খেয়ে ফেলতুম। এর ওপর আর বেশী সিন্নির সেবা করবেন না। তাহলে কি হবেন বুঝেছিস ত?

বিন্দি। আ গেল, আবার ঝগড়া করে!

পুরোহিত। কিছু না—কিছু না! ও একটু রঙ্গ মাত্র। ঝেড়ে ফেললেই, বাস, চুকে গেল! যা সিন্নির যোগাড় কর! উত্তম উত্তম রম্ভা আর কৃষ্ণ গাভীর দুগ্ধ! যা—যোগাড় ক'রগে!

নেড়া। পেরণাম ঠাকুর মশাই! পেরণাম বিন্দি! (প্রণাম করণ।)

পুরোহিত। জয়স্তু—জয়স্তু! চল বিন্দি, শীঘ্র চল!

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাগরবক্ষে তরণী আরোহণে

মণিভদ্রা।

মণিভদ্রা। গীত।

আমি চপলার হাসি, বড় ভালবাসি,
মেঘ গরজনে জুড়াই কাণ।
ঝঞ্ঝা হিল্লোলে, আকাশের কোলে,
গেয়ে গেয়ে যাই হরষে গান॥
ভূলোকে দ্যুলোকে আলোকে আঁধারে,
গ্রহ তারা আর নীল পারাবারে,
চেয়ে দেখ শুধু ধূ ধূ চারিধারে,
তার মাঝে বাজে প্রলয় বিষাণ।
আঁধার বসন পরি একাকিনী,
গ্রাসি গোধূলি আনি গো যামিনী,
হেরি সে মূরতি মুগ্ধ মেদিনী,
রুদ্ধ জগত প্রাণ॥

[তরণী সহ মণিভদ্রার প্রস্থান।

(ভগ্ন তরণী আরোহণে চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। শান্ত হও উন্মাদ প্রকৃতি
আজি বুঝি হয় সৃষ্টি লয়;

ঘোর রোলে গর্জ্জি সিন্ধু
ফেণিল ফুৎকারে—
গ্রাসি দিক ব্যোম চক্রে
করে আচ্ছাদন;
রুদ্ধ বায়ু প্রলয় হুঙ্কারে
মুহুর্মুহু করে আস্ফালন!
উল্কাপাত বজ্রাঘাত
ঘন ঘন ধরণীর শিরে।
কক্ষচ্যুত গ্রহতারা
ছুটে শূন্য পথে,
সাথে লয়ে নিবিড় আঁধার!
ভেঙ্গে যায় বিশ্বের বন্ধন,
নাহি হয় দিক নিরূপণ!
মৃত ভীত নাবিকের দল—
ভগ্নতরী সম্বল কেবল!
তাও আর রবে কতক্ষণ?
ঐ—ঐ আসে—
উচ্চশির তুলি মহাকাশে—
বিঘূর্ণিত তরঙ্গের রাশি!
চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ!
অকৃতি সেবক আজ
উচ্চারিয়া তব নাম
চলিতেছে অতলের তলে—
দেখো নাথ, মরি যদি
বদ্ধ হস্ত এই.

মূর্ত্তি তব
রাখে ধরি হৃদে!

(মণিভদ্রার প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। কোথায় যাবে চন্দ্রধর, কোথায় তোমার চন্দ্রনাথ? ঐ দেখ, বসুন্ধরা প্রলয়ের অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে—ঐ দেখ, মৃত্যু মুখ ব্যাদান ক'রে তোমায় গ্রাস ক'ত্তে আসছে! কৈ—তোমার চন্দ্রনাথ এখন কোথায়! তোমার মৃত্যুকালীন করুণ প্রার্থনা তার কাণে ত পৌছাল না! কিন্তু আমি এই পদ্মাতরী নিয়ে তোমায় রক্ষা ক'ত্তে এসেছি! এখনও বলছি, আকাশকুসুম বাতাসে উড়িয়ে দাও—আমার দেবীর স্মরণ কর—পদ্মার কৃপায় এই পদ্মাতরণী তোমায় এখনই উদ্ধার করবে! বণিকরাজ, বাঁচতে চাও!

চন্দ্রধর। দিক চূর্ণ ক'রে বহে
উন্মাদ পবন—
উন্মাদ তরঙ্গ ভঙ্গ,
নৃত্য করে
নভশ্চুম্বী গিরিশৃঙ্গ 'পরে;
ঘোর ঘনঘটা,
জলে স্থলে বদ্ধ আলিঙ্গনে,
উন্মাদের প্রায়
শূন্য হতে ছোটে শূন্যপথে;
ধরে ধরা প্রলয় মূরতি!
তার মাঝে কেরে তুই
উন্মাদিনী ভীষণা রাক্ষসী!
বজ্র জিনি তীব্র কণ্ঠস্বর,

দীপ্ত দৃষ্টি উল্কাপিণ্ড সম,
প্রলয়ের সাথে সাথে করিস ভ্রমণ !
প্রেতিনীর সহচরী তুই
প্রেতোচিত কার্য্য বটে এই !
চাহ বাঁচাইতে মোরে,
নাহি জান চন্দ্রধরে !
নাহি জান জীবন মরণ,
তুল্য মূল্য তার
হৃদে যার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের স্থান !
দূর হও পিশাচিনী পিশাচসঙ্গিনী !
প্রলয়ের মাঝে কর তাণ্ডব নর্ত্তন,
অট্টহাসে তুলি উচ্চ রোল,
কাঁপাও গগন !
যাক সৃষ্টি রেণু রেণু হয়ে,
অনন্তে বিলীন হোক অনন্ত ভুবন !
তবু চন্দ্রধর কভু নাহি লবে মুখে
প্রেতিনীর নাম—
কিম্বা নাহি লবে সাহায্য তাহার !
চন্দ্রনাথ অন্তরে বাহিরে ;
কার সাধ্য ছিন্ন করে তাঁরে
এই বক্ষ হতে !

মণিভদ্রা। চন্দ্রধর ! কত প্রভঞ্জনের শক্তি তুমি ধারণ কর এইবার দেখব ! এই বিশ্বগ্রাসী ঝঞ্ঝার মুখে তোমার শক্তিধরকে কতক্ষণ ধ'রে রাখতে পার, এইবার দেখব ! এই ক্ষুব্ধ সিন্ধুর দুরন্ত তরঙ্গাভিঘাত কতক্ষণ সহ্য ক'র্ত্তে পার—এইবার দেখব ! ঐ—ঐ এলো ! চম্পারাজ,

দেহের সমস্ত শক্তি সঞ্চয় ক'রে তোমার হৃদয়দেবতাকে ধ'রে রেখো —তোমার চন্দ্রনাথ তোমার—তাকে ছেড়ো না—ছেড়ো না!

[মণিভদ্রার প্রস্থান।

[ভীম তরঙ্গাভিঘাতে চন্দ্রধরের বক্ষদেশ হইতে চন্দ্রনাথ বিগ্রহের সমুদ্রে নিমজ্জন।]

চন্দ্রধর। একি—একি সর্ব্বনাশ!
ফলিল কি রাক্ষসী বচন;
হারাইনু চন্দ্রনাথে?
না—না! এই যে মহাসত্তা তব—
করিতেছি অনুভব!

(ভাসমান শবদেহ ধরিয়া)

চন্দ্রনাথ—চন্দ্রনাথ!
কৃপায় তোমার
প্রস্তর মূরতি তব ভাসিল সলিলে—
আশ্রয় দানিতে এই অকৃতি অধমে!
বহ ঝড় উথল সাগর,
সৃষ্টি স্থিতি হ'য়ে যাও লয়—
মহাধ্বংস মাঝে মম এই
মিলেছে আশ্রয়!

[শবদেহ ধরিয়া ভাসিতে ভাসিতে চন্দ্রধরের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র তীরবর্ত্তী শ্মশান।

(লণ্ঠন হস্তে নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। ও বাবা, কি অন্ধকার! নিজেকে পর্য্যন্ত দেখতে পাই নে! (লণ্ঠন তুলিয়া) এইটে আমার হাত না? হাঁ—হাতই ত? হাঁ—এটা বুক বটেন! এই দুটো পা—সবই ঠিক আছেন! পেটটাকে আর চেনবার যো নেই—না খেয়ে একেবারে খোলের মধ্যে সেঁধিয়েছেন! পোড়া মুখটা দেখি কি কোরে? (লণ্ঠন উঠাইয়া) কই, কিছুই ত দেখতে পাই না? মুখ না দেখলে ত চিনতে পাচ্ছি না যে থানকে থান বজায় আছেন কি না? তবে কি আমি হারিয়ে গেলেন? কর্ত্তারাজাকে খুঁজতে এসে নেড়া কি সত্যি সত্যি হারালেন? একটা লোকও ত দেখতে পাই নে যে তাকে জিজ্ঞাসা করি, আমি নেড়া কি না?

[নেড়ার প্রস্থান।

(চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। ঝড় থেমেছে; প্রকৃতি স্থির; উদ্বেলিত সিন্ধু শান্ত! মৃত্যুর কঠিন পাশ হ'তে আম মুক্ত! কিন্তু যাকে অবলম্বন কোরে আমি রক্ষা পেলুম সে ত আমার উপাস্য দেবতা চন্দ্রনাথের বিগ্রহ নয়! এ যে একটা গলিত শব! চন্দ্রনাথ! যদি মৃত্যুর আলিঙ্গনে তোমায় এই হৃদয়-মন্দিরে আবদ্ধ ক'রে রাখতে না পাল্লুম তবে ঐ সমুদ্রগর্ভে আমি স্থান পেলুম না কেন? প্রাণের মমতা কি ক্ষণকালের জন্য আমায় উদ্ভ্রান্ত কোরে এই ভাসমান শবদেহে তোমার

সত্তা অনুভব করিয়েছিল! একি আমার মৃত্যুভয়জনিত মোহ, না আমার আজীবন সাধনার ব্যর্থতা! প্রকৃতির বিশ্ববিদারী কোলাহলে আমার করুণ কণ্ঠ মিশিয়ে ঝঞ্ঝায় ঝটিকায় সাগরে তরঙ্গে—তোমার সত্তা জাগরিত ক'র্ত্তে গেলুম। কিন্তু কৈ—তাত পাল্লুম না! মোহান্ধ নয়ন তো তোমার বিশ্বরূপ দেখ্‌লে না! কিন্তু প্রভু, এ অভিমানের আগুন বুকে কোরে চন্দ্রধর কখন বেঁচে থাকতে পারবে না। এই গলিত শব যে হতভাগ্যেরই হোক—যাকে আমার চন্দ্রনাথের বিগ্রহ ব'লে ক্ষণকালের জন্যও মনে হয়েছে—তাকে শৃগাল কুকুরের উদরপূর্ত্তির জন্য এখানে ফেলে যেতে পারবো না। আগে তার সংকারের ব্যবস্থা করি—পরে ঐ সমুদ্রগর্ভে দুজনে এক সঙ্গে থাকব।

(নেড়ার পুনঃ প্রবেশ।)

নেড়া। (স্বগত) না বাবা, ত্রিসীমায় লোক নেই—সত্যিই নেড়া হারিয়ে গেলেন!

চন্দ্রধর। (স্বগত) শ্মশান আজ নিস্তব্ধ—যেন কতদিন এখানে সংকার হয় নি—শবভুক একটা বন্যপশুও নেই! না, ঐ যে—একটা আলো দেখা যাচ্ছে! কে বুঝি শ্মশানে সংকার ক'র্ত্তে আসছে! দেখি, ওর কাছে সাহায্য পেলেও পেতে পারবো। (নেড়ার প্রতি) কে বাপু!

নেড়া। হ'য়েছেন! ধ'রেছেন! ঘুরতে ঘুরতে কোথায় এসে পড়েছি—এইবার বুঝি ভূতের হাতে আমি গেলেন! যখন বাড়ী ছেড়ে বেরুই তখন মনে কল্লুম ভয় বুঝি গিয়েছেন, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি তিনি ভূত হয়ে সামনেই এসেছে!

চন্দ্রধর। একি! কথা কইছ না কেন? কে হে তুমি—এত রাত্রে শ্মশানের মধ্যে একা কি ক'র্ত্তে এসেছ?

নেড়া। ঐ রে—হয়ে গেল; ফুরিয়ে গেল; নেড়া শ্মশানে এসে পড়েছেন!

চন্দ্রধর। কে হে?

নেড়া। ও বাবা! বেহ্মদত্যি! খেতে এসেছেন! কি করি! ফোঁসের মন্তর ব'ল্লে ত উনি ছাড়বেন না!

চন্দ্রধর। বল না কে তুমি? তোমাকে আমার একটু দরকার আছে।

নেড়া। দেহে কিছু নেই বাবা—দরকারটা আমার ওপর দিয়ে চালিও না! দোহাই বাবা—আমি কত্তারাজাকে খুঁজতে বেরিয়ে পনর দিন পেটে কিছু দেন নি! দেহটা শুখিয়ে দড়ি হয়ে গেছেন! এ খেলেই বাবা তোমার পেটের গলায় দড়ি হয়ে যাবেন। অন্য চেষ্টা কর ঠাকুর—আমি চল্লেন!

চন্দ্রধর। চেনা চেনা গলা যে!

নেড়া। ঐ গো—ভাব ক'চ্ছেন! ছুটবো না কি?

চন্দ্রধর। কে—নেড়া না?

নেড়া। এই সেরেছে! এ যে নাম ডাকতে সুরু করেছে! আজ্ঞে দৈত্যি মশাই, আগে আমি নেড়া ছিলেন—এখন কিন্তু ভেড়া হ'য়ে মাঠে মাঠে ঘাস খেয়ে বেড়াচ্ছেন!

চন্দ্রধর। হ্যাঁ—নেড়াই বটে! নেড়া, তুই এখানে কেন?

নেড়া। দাঁড়াও—দাঁড়াও, আলোটা ধরে দেখি! হাতটা কিন্তু একটু একটু কাঁপছেন; কাঁপুক, যা থাকে কপালে একবার ভাল ক'রে দেখি; কত্তারাজার মতনই আদলটা না! তাই যদি হয় তা হলে ভূত হ'লেও প্রাণটা এইখানে রেখে যাব। (আলো ধরিয়া দেখিয়া) এঁ্যা এই যে! পেয়েছি—পেয়েছি—পেয়েছি! আমার কত্তারাজাই ত বটেন—আমার কত্তারাজাই ত বটেন! হায় হায়—তেমন সোনার

শ্রী এমন হয়ে গিয়েছেন! মনসা কাণি, আমার কত্তারাজার ছেলে খেলি, রাজ্য খেলি, অমন ঘরবাড়ী—শ্মশান ক'রে ফেল্লি—সব ক'ল্লি—কিন্তু আমায় খেলি নি কেন? তাহলে ত বাবাকে ন্যাকড়া পরা মশানের মধ্যে দেখতে হ'ত্তেন না!

চন্দ্রধর। নেড়া স্থির হ'; তুই এখানে এসেছিস কেন?

নেড়া। না এসে কি করবেন বল! যাদের কোলে পিঠে ক'রে মানুষ কল্লেম—তারা সবাইত নেড়াকে ফাঁকি দিয়ে পালাল। বাকীর মধ্যে ছিলে তুমি; তা শুনলাম তুমিও তোমার দেবতা বুকে ক'রে সাগরের মধ্যে ভেসেছেন। আমার দেবতা যে প্রভু তোমার ঐ ছিচরণ! তা ছেড়ে আমি কি কখন থাকতে পারেন? বুকখানা খালি হয়ে গেলেন—তাই তোমায় খুঁজতে খুঁজতে এখানে এসে পড়েছেন; কিন্তু, কত্তারাজা! তোমার বুকের দেবতা ত দেখ্‌ছি তোমার বুক থেকে পালিয়েছে—আমার দেবতার গুণ দেখলে—একেবারে সশরীরে সামনে এসেছেন! দাও, একবার পায়ের ধূলাটা ভাগ ক'রে দাও! নেড়ার জন্ম সার্থক হোক। তা আর শ্মশানে কেন? আমার সঙ্গে এসো, আলো ধরি—দেশের মানুষ দেশে ফিরে চল!

চন্দ্রধর। নেড়া, এই শ্মশান থেকে কতকগুলো কাঠ সংগ্রহ কর; এই শবের সংকার ক'ত্তে হবে।

নেড়া। এ আবার কার একটা লাস কুড়িয়ে এনেছেন? চিরকালটা ক'ল্লে ঝাড় ফোঁক; এখন আবার মড়া পোড়াতে সুরু ক'ল্লে যে? নাও, আমার কাঁধে ওঠ, যে দেহ হয়েছেন হেঁটে ত আর যেতে পারবে না; নেড়ার কাঁধে ওঠ—তোমায় ঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু খাওয়াই—তার পর ফিরে এসে আমি এঁকে পোড়াবেন। তোমায় যখন পেয়েছি তখন নেড়া আর ছেড়ে যাচ্ছেন না।

চন্দ্রধর। নেড়া, এ শবদেহ আমার কি ক'রেছে তা তুই জানিস নি?

এর সৎকার না ক'রে আমি যেতে পারবো না। তুই যা—কাঠের যোগাড় কর।

নেড়া। যা গোঁ ধ'রবে তাত আর ছাড়বে না! গোঁ ক'রেই ত সব খোয়ালে! মার আর কাট—বলি কত্তারাজা, সেই সময়, যদি একবার আঁস্তাকুড়ে মোনার মাসীকে ডাকতে—তাহলে ত আর এ সর্ব্বনাশ হতেন না! যাক—যা হবার তা হয়েছেন। আমি চাকর বই ত নন! যাই—গাঁ ত এখান থেকে বেশী দূর নন—কাঠের চেষ্টা দেখি; আর এক খানা কাপড় আনি। নেকড়া পরিয়ে নেড়া ত তোমায় আর ঘরে নিয়ে যেতে পারবেন না! এই আলো এখানে রইলেন—নেড়া অন্ধকারেই চল্লেন! নেড়া যখন তোমায় পেয়েছেন তখন তার আর ভয় নেই!

[প্রস্থান।

চন্দ্রধর। প্রভুভক্ত ভৃত্য, আমায় দেখে আজ তোমার যে আনন্দ, সে আনন্দ আজ আমার নেই! এই শ্মশানের ন্যায় সব যেন আমার শূন্য মনে হ'চ্ছে! মনে হ'চ্ছে যথার্থই আজ যেন আমি একা—দ্বন্দ্বের মাদকতায় যে উৎসাহ, যে শক্তি, যে পরিপূর্ণতা এতদিন অনুভব ক'রেছি—আজ আর তা নাই। সে নেশা যেন ছুটে গিয়েছে! বুঝতে পাচ্ছি না এই শবকঙ্কালে আর আমাতে এখন প্রভেদ কি? কার্য্যশূন্য জীবন মৃত্যুর নামান্তর; আমি মৃত—আমারও সংকারের প্রয়োজন!

(কতিপয় লোকের প্রবেশ।)

১ম ব্যক্তি। আরে ছুটে চল—ছুটে চল; ভোর না হ'তে হ'তে আমরা আগে গিয়ে দেবী দর্শন করব!

২য় ব্যক্তি। আরে, এই দ্যাখ, এ আবার কে একটা মড়া পোড়াতে এসেছে? এ বুঝি এদেশী লোক নয়?

৩য় ব্যক্তি। তোমার বাড়ী কোথায় ক'ত্তা? অনেক দূর বুঝি?

চন্দ্রধর। কেন?

২য় ব্যক্তি। নইলে মড়া ঘাড়ে ক'রে আর শ্মশানে এসেছ সংকার ক'ত্তে?

চন্দ্রধর। মড়া নিয়ে শ্মশানে নয় ত আর কোথায় যায় বাপু?

২য় ব্যক্তি। ওরে ও ভিন দেশী—ভিন দেশী! ওর সঙ্গে কথা ক'য়ে সময় নষ্ট ক'রে কি হবে; চলে আয়—চলে আয়!

১ম ব্যক্তি। আহা, জানে না যখন, তখন জানিয়ে দিই। শ্মশান দেখে বুঝতে পাচ্ছ না কত্তা—মড়া পোড়ান উঠে গেছে!

চন্দ্রধর। সে কি! অনার্য্যের প্রথা কি এরই মধ্যে দেশে প্রচারিত হয়েছে! লোকে আর সংকার করে না!

১ম ব্যক্তি। না না, কত্তা তা নয়—মানুষ ম'লে তবে ত তার সংকার করবে?

চন্দ্রধর। এ সব কি কথা ব'লছ বাপু!

১ম ব্যক্তি। দেশে দেবী এসেছে বাবা, দেবী এসেছে! তাকে ছোঁয়ালেই মরা মানুষ বেঁচে উঠে। আমরা সেই দেবীকে দেখতে চ'লেছি।

চন্দ্রধর। এ সব কি আজগুবি কথা কইছ!

২য় ব্যক্তি। আরে, কি পথের মাঝখানে ব'কতে লাগলে! চলে এসো—চলে এসো; এর পর ভিড়ে দেখতে পাব না! থাক কত্তা, তুমি তোমার মড়া আগুলে বসে থাক; আমরা চল্লুম। আর যদি পরখ করবার ইচ্ছে থাকে, আমাদের সঙ্গে লাস কাঁধে ক'রে চ'লে এস, দেবীর পায়ে ছুঁইয়ে, মরা ছেলে বাঁচিয়ে বুকে ক'রে ঘরে নিয়ে যেও।

[আগন্তুকদিগের প্রস্থান।

চন্দ্রধর। এ কি রহস্য! উন্মাদ জনস্রোত দেবী দর্শনে ছুটেছে! ব'ল্লে, দেশে সংকার উঠে গেছে—তার পাদস্পর্শে মৃত সঞ্জীবিত হ'চ্ছে!

এ কি সত্য—এ কি সম্ভব! কৈ, মন ত আমার তা গ্রহণ ক'ত্তে চাইছে না! মন! আমার মনকেই বা বিশ্বাস কি? আজীবন মনে মনে যে মানস দেবতার উপাসনা ক'রে এসেছি—আজ মনই যে তার সত্তা অনুভবে অক্ষম! বিশ্বনাথকে বিশ্বাতীত ব'লে চিরদিনই অর্চ্চনা ক'রেছি, বিকারী বস্তু ব'লে বিশ্বকে এতকাল উপেক্ষার চক্ষে দেখে এসেছি। সে কি ভুল করেছি? তাঁর ব্রহ্মাণ্ডে কি উপেক্ষার সামগ্রী কিছুই নাই! তবে কি ভিতর বাহির এক; বাহির দিয়ে না গেলে কি ভিতরে পৌঁছান যায় না? সমস্যা—বিষম সমস্যা! অন্তরে ছাড়া বহির্জগতে কখন দেবতার অন্বেষণ করি নি! কিন্তু—এ বার পথ পরিবর্ত্তন করব—দেখি যদি তাতে আমার এই শূন্যমন পূর্ণ হয়! যদি আমার আকাঙ্ক্ষিত হারানিধিকে ফিরিয়ে পাওয়া যায়! যাব—যাব—এবার দেবী দর্শনে যাব। বিদায়—চিরপরিচিত পুরাতন পন্থা বিদায়! চল শ্রান্ত চরণ, শবসৎকার ক'রে দেবীদর্শনে যাই।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

গাঙ্গুড়ের ঘাট।

ভেলায় শব—পদতলে বেহুলা—তীরে মণিভদ্রা।

বেহুলা। গীত।

মনের সুখে ঘুমাও তুমি
দাসী বসে আছে চরণতলে।

চরণ সেবা করে নাই সে
চরণ সেবিবে ব'লে ॥
দাসী দেখে নাই কভু তোমারে,
আনমনে বসে বিরলে।
তাই তোমায় নিয়ে ভেসেছে সে,
গাঙ্গুড়ের এই কাল জলে ॥

মণিভদ্রা। হাঃ হাঃ হাঃ—বেহুলা শবের সেবা ক'চ্ছে—বেহুলা মরা মানুষকে ঘুম পাড়াচ্ছে! কিন্তু একি হ'ল! বেহুলার চক্ষে ত জল নেই! তবে উপযাচিকার উপেক্ষার চরম প্রতিশোধ লওয়া হ'ল কৈ? ম'রেও কুমার বেহুলারই থাকবে? তা কখনই হবে না। বেহুলা! একবার কাঁদ—একবার বল, কুমার তোমায় ছেড়ে চ'লে গেছে, আমার প্রতিহিংসা বহ্নিতে পূর্ণাহুতি পড়ুক! ঐ ঐ আবার গান!

বেহুলা। গীত।

চপল মেয়ে চপলারে,
বুকে ধ'রে নব ঘন—
ঝড়ের ভয়ে, উধাও হয়ে,
আকাশ ছেয়ে পালায় যখন;
আমি বিনয় ক'রে বারে বারে,
ডাকতে মানা করি তারে।
ঘন ঘন গরজনে,
সাধের ঘুম ভাঙ্গবে বলে ॥

মণিভদ্রা। তাইত! বেহুলা মেঘের সঙ্গে কথা কয়—মেঘের পায়ে ধ'রে অনুনয় করে! বেহুলা কি তবে এই গলিত শব দেখতে পাচ্ছে না! যার হাড় থেকে মাংস খসে গেছে—যার অক্ষিগোলক গলে পচে বেরিয়ে গেছে—যার পূতিগন্ধে শকুনি গৃধিনীও দূরে পালিয়েছে—বেহুলা কি ও সব কিছুই দেখতে পাচ্ছে না! বেহুলা কি তবে বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য! আস্তিক ব'লেছিল মানুষের সমাধি হয়; সমাধিতে অসীম সুখ। বেহুলা কি সেই সমাধি সুখে নিমগ্ন! ভালই হ'য়েছে—আমি বেহুলার সমাধি ভঙ্গ ক'রব; আমি তার স্বপ্নের মিলন ভেঙ্গে দেব; আমি তার সুখের স্বপ্ন ফুৎকারে উড়িয়ে দেব; আমি তাকে স্বপ্ন-রাজ্য থেকে সবলে আকর্ষণ ক'রে এনে জাগ্রত জগতে জ্বলন্ত বিভীষিকার মধ্যে দাঁড় করাব; আমি তার সমাধির অবলম্বন ঐ কঙ্কাল কয়খানা তার কোল থেকে কেড়ে নিয়ে তার সুখ-নিমীলিত অক্ষিতে বেদনার উৎস ছোটাব!

(মণিভদ্রার জলে অবতরণ; চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

চন্দ্রধর। এই কি সেই দেবী—ইহাঁরই স্পর্শে কি মৃত পুনর্জ্জীবন লাভ ক'চ্ছে? হতে পারে! হতে পারে! এ ত কল্পনাপ্রসূত কল্পিত দেবতা নয়; এ ত ছায়ারাজ্যের ছায়াময়ী মূর্ত্তি মাত্র নয়—এ যে প্রত্যক্ষ জগতের প্রত্যক্ষ দেবতা! (নিকটবর্ত্তী হইয়া) কে মা তুমি? শবের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত কে মা তুমি? চিনেছি চিনেছি—তুমি আমারই মা, তুমি আমারই মা—বেহুলা! আর ঐ ঐ সেই শব—ওঃ হোঃ ঐ সেই শব!

(ভেলার উপর মণিভদ্রাকে দেখিয়া)

ভেলার উপর বিস্রস্তবসনা আলুলায়িতকুন্তলা ও কে দাঁড়িয়ে? ওঃ হোঃ, ঐ গলিত দেহের পানে ও হস্ত প্রসারণ করে কেন? না না,

হাত বাড়িও না—ও শুধু শব নয়—ও আমার জীবনব্যাপী আশা, আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহের শেষ নিদর্শন! অপরিচিত স্পর্শে ওকে অপবিত্র ক'রো না! (অধিকতর নিকটবর্ত্তী হইয়া)

পিশাচি, প্রেতিনীর সহচরি! এখানেও তুই? তুমি রমণীই হও আর সয়তানীই হও, আজ হয় তুমি নয় চন্দ্রধর—পৃথিবী থেকে অপসারিত হবে!

মণিভদ্রা। যমদ্বারে যমের সখা যমীকে দেখে এত বিস্মিত কেন? ক্ষণিক অপেক্ষা কর চন্দ্রধর, এই হাড় ক'খানা আগে চূর্ণ করি—তারপর তোমার সঙ্গে কথা কইব!

চন্দ্রধর। নারী ব'লে এতদিন তোমার সমস্ত অত্যাচার সহ্য ক'রে এসেছি। কিন্তু সহ্যেরও সীমা আছে। অবধারিত জেন—যে মুহূর্ত্তে তোমার হস্ত কঙ্কাল স্পর্শ ক'রবে সেই মুহূর্ত্তে তোমার দেহও প্রাণ বিমুক্ত হবে!

(নিষেধ সত্ত্বেও মণিভদ্রাকে কঙ্কাল স্পর্শে উদ্যত দেখিয়া)

চন্দ্রধর। রাক্ষসি, রাক্ষসি, তবে কৃতকর্ম্মের ফলভোগ কর!

(মণিভদ্রার কেশ আকর্ষণ)

বেহুলা। বাবা, বাবা, তোমার এ রুদ্র মূর্ত্তি কেন? মনিয়া, তুই আবার এখানে কিসের জন্য?

চন্দ্রধর। মা—মা, তুই জানিস না—ও পিশাচী—ওই তোর সর্ব্বনাশ ক'রেছে, ওর পাপের ভরা পূর্ণ হ'য়েছে—আজ আমি ওর শেষ ক'রব।

বেহুলা। সব জানি পিতা!

অন্ধ অনুরাগ মোহে অন্ধ যেই জন।
কি কাজ তাহারে পিতা, করিয়া নিধন॥
মিনতি করিছে সুতা ধরিয়া চরণে:
বনবালা মনিয়ারে যেতে দাও বনে॥

মণিভদ্রা। সব সহ্য হয়েছে; আস্তিকের তীব্র তিরস্কার, কুমারের মর্ম্ম-ভেদী উপেক্ষা—চন্দ্রধরের বিজাতীয় ঘৃণা—সব সহ্য হয়েছে, কিন্তু ঐ করুণ নয়নের করুণ দৃষ্টি বুঝি আমার পক্ষে অসহ্য! একি একি! কাঁদাতে এসে কান্না পাচ্ছে কেন? ব্যথা দিতে এসে ব্যথায় বুক ভেঙ্গে যাচ্ছে কেন? শোকের ঝড় তুলতে এসে নিজেই শোকসাগরে নিমজ্জিত হ'চ্ছি কেন? একি হল! সই ব'লে আবার ডাকতে ইচ্ছা হয় কেন—সই ব'লে গলা জড়াবার সাধ আবার অন্তরে জেগে ওঠে কেন? সই—সই!

বেহুলা।
নিদ্রা অবসানে দেব জাগিবে যখন।
অনুনয় ক'রে তাঁরে কহিব তখন।
স্নেহ সুশীতল তাঁর চরণ ছায়ায়।
উপেক্ষিতা বনবালা যেন স্থান পায়॥

মণিভদ্রা। এই কঠোর, কঠিন, নির্ম্মম জগতে এত করুণা, এত সহানুভূতি, এত মমতা যে থাকতে পারে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। মণিভদ্রা কখন কারও কথা শোনে নি, কখন কারও কথা রাখে নি, কখন কারও কথামত চলে নি। আজ থেকে বেহুলার কথা তার শিরোধার্য্য—বেহুলা তার লক্ষ্যহীন জীবনের ধ্রুবতারা। চল্লুম সই—চল্লুম!

[মণিভদ্রার প্রস্থান।

চন্দ্রধর। বেহুলা, এই মণিভদ্রাকে ক্ষমা ক'রলে! সব জেনে শুনে বেহুলা, এই কাল ভুজঙ্গিনীকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'র্‌লে! না না—শুধু ত ক্ষমা নয়—ক্ষমার চেয়ে ঢের বেশী! বেহুলা, নিজের আরাধ্য দেবতার চরণপ্রান্তে তাকে স্থান দেবে ব'লে সাহস দিলে; যে দেবতার পবিত্র বিগ্রহ ঐ পাপীয়সী স্বহস্তে শতধা বিদীর্ণ ক'রেছে—সেই দেবতার পদ-তলে তাকে আশ্রয় দেবে ব'লে আশ্বাস দিলে! এ বেহুলা কি এ জগতের জীব! বেহুলা শবদেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। বুঝি বা

বেহুলার পক্ষে তাও সম্ভব। কিন্তু মন বোঝে না—বলি, একবার বলি—মৃতের পুনর্জ্জীবন কবি কল্পনামাত্র, চল মা চল—আমার সঙ্গে চল—সংসারের মধ্যে তোমায় প্রতিষ্ঠা ক'রে আত্মপরায়ণ মানবকে দেখাই আত্মবিস্মৃতির পূর্ণ ছবি কি মনোহর!

বেহুলা। যাব বাবা, যাব! সুপ্ত দেবতা জাগরিত হ'লে তাঁর হাত ধরে যাব! দাসীর সেবায় তুষ্ট হয়ে, দেবতা যেদিন এই জীর্ণ বিগ্রহকে পুনরায় অনুপ্রাণিত করবেন, সেদিন এই দেবদেহের অনুযায়ী হয়ে যাব! বিদায় পিতা, বিদায়, ঐ দিব্য কণ্ঠের দিব্য সঙ্গীত শুনতে পাচ্ছি; কি সুন্দর—কি সুন্দর!

গীত।

ব'লনাক বারে বারে,
সে গেছে ছেড়ে আমারে।
থাকতে ছায়া, কভু কায়া,
যায় কি দূরে ফেলে তারে॥
আছে কিরণ নাইক শশী—
কেউ শুনেছে কি কোন কালে;
আমার যার চরণে বাঁধা পরাণ,
সে কি আমায় ফেলে থাকতে পারে?
আমায় মিছে কেন ডাকতে বল—
(ঐ) ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরে?
সে যে সাকার দেবতা আমার
কাজ কি তবে নিরাকারে?

দেবের দেবতা সে ধন

(আমার) সকলই তাহারই তরে।

সে যে অজর অমর আমার,

তার তুলনা ত দেখি নারে!

পটক্ষেপণ।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নেড়ার বাড়ীর নিকটস্থ পথ।

পুরোহিত।

পুরোহিত। তাইত! এত শাস্ত্র আলোচনা কল্লেম, এত তিলকাদি কাটলেম; এত চন্দনচর্চ্চিত হলেম; এত ঘণ্টা নাড়লেম; শেষটা বিন্দির কাছে পরাস্ত হ'তে হল! সে আমার শাস্ত্রমর্ম্ম অনুধাবন কোত্তে অসমর্থা হয়ে সম্মার্জ্জনী শস্ত্রপ্রহারে আমায় জর্জ্জরিত ক'ল্লে! প্রথমে বাংসলা ভাবের অবতারণা কোরে অবশেষে—যাক, গতানুশোচনায় প্রয়োজন নাই! এখন ভালয় ভালয় এইখানেই এ রহস্যের যবনিকা পড়লেই মঙ্গল! নতুবা নেড়া ফিরে এসে যদি বিন্দির কাছে সব শোনে, তাহলে লগুড়াঘাতে আমার প্রণয়ের রক্ষপদার্থটুকু বার কোরে ফেলবে—আর ক্রমশঃ এ অপবাদ ব্রাহ্মণীর কর্ণগোচর হলে জীবদ্দশাতেই আমার শ্রাদ্ধকাণ্ডটা পরিসমাপ্ত হবে! বিন্দি, নেড়া আর ব্রাহ্মণী—এদের ত্র্যহস্পর্শ হলে কি আর রক্ষা আছে!

(নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। এই যে ঠাকুরমশাই, আমি এসেছেন!

পুরোহিত। আঁা—কে কে! নেড়া! (স্বগত) সর্ব্বনাশ, যা ভেবেছি তাই বুঝি ঘটল; বেটা এরই মধ্যে ফিরে এসেছে!

নেড়া। চুপ কোরে রয়েছ যে ঠাকুর? কথা ক'চ্ছ না যে? ভাল আছ ত প্রভু?

পুরোহিত। বেশ ছিলেম বাপু, তবে এখন কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য অনুভব কচ্ছি! নেড়া, তা—তা—তুই এরি মধ্যে ফিরে এলি যে?

নেড়া। দরকার আছে ঠাকুর, সে কথা এখন বলছি নে—সবুর কর, সবাই শুনবেন; আগে বাড়ী যাই—কাঠের চেলা আনি!

পুরোহিত। (স্বগত) এই সর্ব্বনাশ করেছে! কালী কৈবল্যদায়িনী! নেড়া যে কাঠের চেলা আনতে চায়! দিলে বুঝি ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ কোরে! বিন্দির সঙ্গে নিশ্চয় বেটার আগেই দেখা হয়েছে; আমি যে বিন্দির প্রতি প্রণয়প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলাম বিন্দি সব বেটাকে বলে দিয়েছে! কালী কালভয়বারিণী!

নেড়া। ঠাকুরমশাই, ইষ্টনাম জপছ যে! খুব জপ—তোমার সিন্নির যে বহর, ইচ্ছে কচ্ছে তোমার ঠ্যাং দুখানা ধরে—

পুরোহিত। (বাধা দিয়া) আরে থাম থাম—থাম থাম! কালী—কালী—এইবার দিলে বুঝি ঠিক কোরে! হয়ে গিয়েছে—বাবা—হয়ে গিয়েছে! সম্মার্জ্জনীর প্রকোপে পৃষ্ঠে ধূমকেতুর আবির্ভাব হয়েছে! আর ঠ্যাং ধত্তে হবে না!

নেড়া। ঠিক বলেছ—এড়া কাপড়ে আর দেবতাকে আর আমি ছোঁবেন না—দূর থেকেই পেন্নাম কল্লেন। (প্রণাম করণ)

পুরোহিত। (স্বগত) না—নেড়ার ভাবে সে রকম কিছু ত প্রকাশ পায় না! ও ত পূর্ব্বের ন্যায় বেশ সরল ভাবেই প্রণাম কল্লে! তাহলে বোধ হয় আমার অনুমান ঠিক নয়। নেড়ার সহিত বিন্দির সাক্ষাৎ এখনও হয় নি—আমি সহসা ভয়বিহ্বল হয়েই ওরূপ হয়েছিলেম! যাক, ব্রহ্মণ্যদেব রক্ষা কোরেছেন!

নেড়া। ঠাকুর, আমি পেন্নাম কল্লেন—চুপ কোরে রইলে যে! বিন্দি ভাল আছেন ত?

পুরোহিত। হ্যাঁ—ভাল বটে, নাও বটে

নেড়া। ওকি প্রভু, আমতা আমতা কচ্চ কেন? খবরটা কি বল না?

পুরোহিত। খবর—খবর—নেড়া! (স্বগত) দাঁড়াও একটা ফিকির করা যাক। (প্রকাশ্যে) খবর বড় সুবিধাজনক নয়!

নেড়া। আপনি বল কি প্রভু, তবে কি তার হয়ে গিয়েছেন! কিসে গেলেন? রোগে না সোনার মামার কামড়ে?

পুরোহিত। নারে নেড়া না—মরবেই যদি তবে সিন্নি দিলুম কেন? তবে যা হয়েছে সেটা মরার বাড়া বটে!

নেড়া। সে কি ঠাকুরমশাই, তবে কি তাকে ভূতে পেয়েছেন?

পুরোহিত। নেড়া, কি আর বলব—বিন্দি কিঞ্চিৎ উন্মাদগ্রস্তা হয়েছে! তুই যাওয়ার পর তার ঘোর বিকারপ্রাপ্তি—পরে আমার সিন্নির প্রভাবে কথঞ্চিৎ সুস্থ—কিন্তু ঝোঁক একেবারে যায় নি; কখন যে কাকে কি বলে তার কিছুই স্থিরতা নাই; এই আমাকেই লোক দেখলে কত অশ্রাব্য কটুকাটব্য বলে থাকে! আর কর্ণেরও বিশেষ বিপত্তি ঘটেছে; খুব চাঁৎকার কোরে না বল্লে কথা আদৌ শ্রুতিগোচর হয় না; প্রায় বধির, ইসারা কোরে বরং বুঝতে পারে।

নেড়া। শুনতে পান না! বটেন! তবে ত ভালই হয়েছেন; আমি হাজার গালাগালি দিলেও শুনতে পাবেন না! প্রভু, তোমার সিন্নির জোর আছেন; ভালকোরে সিন্নি চড়াও ঠাকুর, কাণের মাথা ত খেয়েছেন; সিন্নির গুতোয় বিন্দির চোখ দুটোও যেন শীগ্‌গির শীগ্‌গির যান। তাহলে নেড়া একেবারে নিশ্চিন্দি।

পুরোহিত। (স্বগত) বেটি, আমায় সম্মার্জ্জনী প্রহার! দাঁড়া, তোকে জব্দ কোরে দিচ্ছি!

নেড়া। ঠাকুর মশাই, আমি চল্লেন।

পুরোহিত। হ্যাঁ—গমন কর, তবে ঠাকুরপ্রণাম কোরে গৃহপ্রবেশ কোরো—কোন অমঙ্গল থাকবে না।

নেড়া। আজ্ঞে—তাই হবেন। [প্রস্থান।

পুরোহিত। (স্বগত) যাক—একটা উপায় উদ্ভাবন করা গেল মন্দ নয়! বিন্দির কোন কথা নেড়া আর সহজে বিশ্বাস করবে না। (বিন্দিকে আসিতে দেখিয়া) এই রে—এইবারেই সেরেছে! বিন্দি যে হঠাৎ এদিকে এসে পড়ল দেখছি! এখন উপায়?

বিন্দি। (স্বগত) শুনলুম মুখপোড়া নাকি ফিরে এসেছে; মিনসে ঘরে নেই বলেই ত হতচ্ছাড়া দাদাঠাকুরের ঘেন্নার কথাগুলো সব শুনতে হল; খেংরে ত মড়িপোড়া বামুনকে সোজা ক'রে দিইছি; ড্যাকরা মিনসের একবার দেখা পেলে হয়!

পুরোহিত। বৃন্দে, বৃন্দাবন বিলাসিনি!

বিন্দি। আ মরণ! এখনও বুঝি হয় নি; দাঁড়াও ত কোঁস্তা গাছটা একবার আনি! বামুন হয়ে তোমার এই কাজ?

পুরোহিত। বৃন্দে, আর ও সকল কথার উচ্চবাচ্চায় প্রয়োজন নাই। গ্রহের ফেরে কি বলতে কি বলে ফেলেছি! যাক—তোমার সম্মার্জ্জনী তা সংশোধন করেছে; আমার জ্ঞানচক্ষু এখন উন্মীলিত। বৃন্দে, তোমায় একটা সুখবর দি—নেড়া প্রত্যাগত হয়েছে।

বিন্দি। সেই মুখপোড়া এসেছে শুনেই ত ছুটে এলুম! মুখপোড়া এসেছে যদি ত ঘরে যায় নি কেন?

পুরোহিত। তার কি আর হঠাৎ যাবার উপায় আছে বিন্দে! আহা হা!

বিন্দি। কেন, কি হয়েছে?

পুরোহিত। সাংঘাতিক! একেবারে বধির! আমি সম্ভাষণ কল্লেম—কিছুই বুঝতে পাল্লে না। খুব চীৎকার ক'ত্তে একটু একটু শুনতে পেলে! আহা—নেড়ার শেষ এই হল!

বিন্দি। হবে না? খুব হয়েছে—বেশ হয়েছে; আমায় একলা ফেলে যাওয়া? হবে না—বিধাতা কি নেই? মুখপোড়া গেল কোন দিকে?

পুরোহিত। এই ঠাকুরবাড়ীর দিকে গেল। বল্লে, বিন্দিকে আর এ মুখ দেখাব না! তুই যা—দেখগে যা—আমি চল্লেম! (স্বগত) সরে পড়াই বিধি—নেড়াও ঐ আসছে!

[প্রস্থান।

বিন্দি। (স্বগত) আহা, একেবারে কালা হয়ে গেল!

(নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। (স্বগত) এই যে, মাগী বিকারের ঝোঁকে একেবারে রাস্তায় এসে পড়েছে! কথা কইলে ত শুনতে পাবেন না—ইসারা কোরেই বলি।

(নেড়ার বিন্দিকে ইঙ্গিত করণ।)

বিন্দি। (স্বগত) শুনেছিরে মুখপোড়া, সবই শুনেছি—কাণের মাথা একেবারে খেয়েছ!

(নেড়ার প্রতি বিন্দির ইঙ্গিত করণ।)

নেড়া। (স্বগত) আ মর, আমায় ইসারা কেন? ঠাকুর মশাই বল্লে, কাণে শুনতে পায় না! বাকিও হরে গিয়েছেন না কি?

(বিন্দির প্রতি ইঙ্গিত করণ।)

বিন্দি। মুখে আগুন—মুখে আগুন! নিজে কাণের মাথা খেয়েছে বলে আমাকেও কালা মনে কচ্ছে না কি? না বাকরোধ হয়েছেন; একবার চেঁচিয়ে বলে দেখি যদি শুনতে পায়! (উচ্চকণ্ঠে) অ মুখপোড়া, কখন এলি?

নেড়া। (স্বগত) এই মরেছে! কালারা মনে করে রাজ্যিশুদ্ধ লোকই বুঝি কাণে খাটো; তাই চেঁচিয়ে মরেন। বিন্দিরও ঠিক তাই ঘটেছেন। কাণ দুটো একেবারে গিয়েছেন! (উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ্যে) আমি এখনই এসেছেন—তুই কেমন আছিস?

বিন্দি। (স্বগত) আ মর, শুধু শুধু চেঁচিয়ে মরে কেন? আমাকেও নিজের মত কালা ঠাওরালে নাকি? (নেড়ার কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) পথে দাঁড়িয়ে কেন রে মিনসে—ঘরে আয় না!

নেড়া। (স্বগত) না—সারবার আর কোন উপায় নেই! (উচ্চকণ্ঠে বিন্দির কাণের কাছে মুখ লইয়া গিয়া) আরে মাগী—কাণের কাছে অত চেঁচাচ্ছিস কেন? তুই আস্তে আস্তে বল—আমি তোর মতন কালা হই নি—আস্তে বল্লে শুনতে পাই!

বিন্দি। (স্বগত) হতচ্ছাড়া হাড় হাবাতে! চেঁচিয়ে মাথা ধরিয়ে দিলে আবার বলে—শুনতে পাই! (উচ্চকণ্ঠে কাণের কাছে গিয়া) ওরে ও মুখপোড়া, নিজে কাণের মাথা খেয়ে ষাঁড়ের মত চেঁচিয়ে মচ্ছিস কেন? ঘরে আয়—রাস্তায় চেঁচিয়ে লোক জড় করবি নাকি?

নেড়া। (উচ্চকণ্ঠে বিন্দির কাণে কাণে) কি কোরে কাণের মাথা খেলি?

বিন্দি। (উচ্চকণ্ঠে) আমি খাব কেন রে হতচ্ছাড়া! তুই খা—জন্ম জন্ম খা! আর যেন তোকে শুনতে না হয়! ও বাবা! হাঁপিয়ে মলুম যে! আর ত পারি নি!

নেড়া। কি—আমায় গালাগাল! এতদিন পরে বিদেশ থেকে এলেন—ভাল কথা নেই! উল্টে গালাগাল! আমি কালা! আমি শুনতে পাই নে! তুই কালা—কাণি—খোঁড়া—বদমাইসের ধাড়ী।

বিন্দি। (উচ্চকণ্ঠে) কালা হয়ে বিদ্ধি যে বেড়েছে দেখ্‌ছি! রাস্তায় দাঁড়িয়ে আমায় খোয়ার করা! আমায় যা ইচ্ছে তাই বলা! আমি কাণা—কালা! ধর্ম্মরাজ, এর বিচার কোরো—তেরাত্তির যেন না পেরোয়! যে আমায় কাণা বলে—তেরাত্তিরের মধ্যে সে যেন চোখের মাথা খায়!

নেড়া। না, বড়ই বাড়ালে! বিকারের খুব ঝোঁক রয়েছেন! দেখছি হাত পা বেঁধে বাড়ী নিয়ে যেতে হবেন!

(নেড়ার বিন্দিকে বাঁধিতে অগ্রসর হওন।)

বিন্দি। বাঁধতে আসিস যে! আমায় পাগল পেলি নাকি? তবে ধরব একবার মূর্ত্তি! আনব খ্যাংরা গাছটা!

নেড়া। আরে বিন্দি, শোন—শোন, রাগ করিস নি; চল, বাড়ী গিয়ে ঘড়া পাঁচ সাত জল তোর মাথায় দিয়ে তোকে ঠাণ্ডা করি গে; একেবারে ক্ষেপে গিয়েছিস!

বিন্দি। আমি ক্ষেপেছি না তুই ক্ষেপেছিস! রাস্তার মধ্যিখানে শুধু শুধু আমার গায়ে হাত তোলা! চল—তোকে বদ্যি বাড়ী নিয়ে যাই!

নেড়া। কেন, আমায় বদ্যিবাড়ী নিয়ে যাবি কেন?

বিন্দি। আমার মাথায় জল ঢালবি কেন?

নেড়া। তুই যে ক্ষেপে গিছিস—কানে শুনতে পাস না!

বিন্দি। আমি শুনতে পাবো না কেন—শুনলুম তুই ত কালা হয়েছিস!

নেড়া। তবে দুজনেই কি এক কথা শুনেছেন! আচ্ছা, আস্তে কথা কই—দেখি শুনতে পাস কি না? (চুপি চুপি) বিন্দি, তুই মলে আমি আর একটা বিয়ে করি?

বিন্দি। অ হতচ্ছাড়া মিনসে! একেবারে বাড়িয়ে তুলেছ! আমি মলে আবার বিয়ে করবে?

নেড়া। না—কাণ ঠিক আছেন! তবে ঠাকুরমশাই কি মস্করা করে? আমি কালা হয়েছি তুই কোথায় শুনলি?

বিন্দি। আমি কালা হয়েছি তুই কোথায় শুনলি?

নেড়া। ঠাকুরমশাইএর কাছে!

বিন্দি। আমাকেও সেই নরুকে মিনসে বলেছে! মুখপোড়ার যে গুণ

তোকে কি বলব বল? এখন বুঝিছি মিন্সে কেন এমন করেছে! বামনা মরে না গা!

নেড়া। বিন্দি, তুই তাহলে কালা নোস?

বিন্দি। মিনসে, তুই তবে শুনতে পাস?

গীত।

নেড়া। তুই তবে নোস কালা!

বিন্দি। তুই তবে নোস কালা!

উভয়ে। তবে মিছি মিছি চেঁচিয়ে কেন কল্লি ঝালাপালা!

বিন্দি। সে যা হবার তা হয়ে গেছে,
আমার হারাধন ফিরে এসেছে!

নেড়া। এইত তোর আঁচল ধরেছে!

বিন্দি। তোকে বলব কি বল (ও আমার সোনা)
একলা থাকার কি জ্বালা!

নেড়া। তোকে আর ছাড়বো না!

বিন্দি। তোকে ত যেতে দেব না!

নেড়া। ভর যুবতী একলা ঘরে
ফেলে যায় আর কোন শালা!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চম্পানগরীর পথ।

অন্ধবৃদ্ধ ও জনার্দ্দন।

জনার্দ্দন। দাদা—দাদা!

বৃদ্ধ। কি দাদা!

জনার্দ্দন। তুমি বলেছলে নাগাদের দয়ামায়া নেই, তারা বড় মারে। কই দাদা, তারাত আমাদের কিছু বলে না!

বৃদ্ধ। দেবতার দয়া, ভাই, দেবতার দয়া! স্বয়ং লক্ষ্মী সতী মা এসেছেন; দেশের মাটি পবিত্র হয়ে গেছে! এ ভূঁয়ে আর শত্রুতা থাকবে না! এখন নাগারা আমাদের—আমরা নাগাদের! এ সব সতীর মাহাত্ম্য, বড় হলে বুঝতে পারবি!

জনার্দ্দন। সতী মা কে দাদা! সে কি ঠাকুর!

বৃদ্ধ। ঠাকুরের চেয়েও বড়—তাঁকে ছুঁলে মানুষ অমর হয়—তাঁর স্পর্শে মড়া বেঁচে ওঠে!

জনার্দ্দন। কোথা সে সতী মা, দাদা!

বৃদ্ধ। তাত জানি না ভাই; শুনেছি গাঙ্গুড়ের ঘাটে তাঁর ভেলা এসে ঠেকেছে! দেখতে ত পাব না ভাই, তবু একবার সেখানকার মাটি ছুঁয়ে আসবো বলে বেরিয়েছি!

জনার্দ্দন। চল, দাদা, চল; আর কেন তুমি দেখতে পাবে না দাদা! আমি সতীমাকে বলব, তোমার চোখ নেই—তুমি দেখতে পাও না! তাহলেই সতীমা তোমার চোখ ভাল কোরে দেবে। কেমন দাদা?

বৃদ্ধ। না ভাই, আমার আর চক্ষুতে কাজ নেই; তোমায় তিনি অক্ষয় কোরে রাখুন!

জনার্দ্দন। না দাদা, তুমি ভাল হবে না কেন? তুমি গেলে আমি

কার কাছে থাকবো—কার হাত ধোরে নিয়ে বেড়াবো! হ্যাঁ দাদা, সতীমা মরা মানুষকে বাঁচাতে পারে বল্লে! আমার মা কোথায়—বাবা কোথায়—আমি সতীমার কাছে তাদের চাইব! চাইলে মা কি তাদের দেবে না দাদা! আমি যদি ভাল কোরে বলতে না পারি—তুমি বোলো না দাদা—তাহলে বেশ হবে! বাবা আসবে—মা আসবে—তুমি থাকবে! বেশ হবে দাদা! না? চুপ কোরে রইলে কেন দাদা! এ্যাঁ তুমি কাঁদছো?

বৃদ্ধ। (স্বগত) সরল বালক, এখনও মনে করে বুঝি তার বাপ মা ফিরে আসবে! আমারও দিন গুটিয়ে এসেছে; পাছে বাছার মনে কষ্ট হয় তাই বুকের আগুন বুকে চেপে রাখতে গিয়ে চক্ষু হারিয়েছি—দুর্ব্বল হয়েছি; একটু পথ হাঁটলেই শরীর অবশ হয়ে পড়ে! এ অবস্থায় আর বেশী দিন থাকতে হবে না! কিন্তু কার কাছে এই সোনার চাঁদকে রেখে যাব? আমি চলবার সময় যেমন আমার হাত ধরে নে যায়—ওযে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তেমনি কোরে আমার হাত দুখানি ধরে থাকে! হায় রে মায়া!

জনার্দ্দন। দাদা, তুমি অমন কোরে রইলে কেন? কি ভাবছো?

বৃদ্ধ। এই ভাই ভাবছি, পথ চিনি নে—গাঙ্গুড়ের ঘাটে যাব কেমন কোরে?

জনার্দ্দন। ঐ যে নাগারা এই দিকে আসছে! ওদের জিজ্ঞাসা করি না দাদা?

(কয়েকজন নাগার প্রবেশ।)

নাগাগণ। গীত।

আরে গাঙ্গুড়ের ঘাটকে কে আইছে রে!
যাদুকরের বিটি সে যে মোদের যাদু করছে রে!

তীর ধনুক কাড়া হামরা ছোড়ছি রে,
কেজিয়া ভুলে সবাই মিলে মা ব'লে ডাকছি রে ;
নাগার দিল ভরপুর ফুর্ত্তিসে মজ্‌গুল হইছে রে !
আরে গাঙ্গুড়ের ঘাটকে নাগার মায়ি আইছে রে !
মেইয়া মরদ কে কুথা আছিস—সবাই ছুটে আয় রে !
আঁধারি ত টুট গিয়া,
কেজিয়া ত ছুট গিয়া,
হামরাত মায়ের ছেলিয়া আপন আপন ভাই রে !
আরে গাঙ্গুড়ের ঘাটকে ওই সতীমায়ি আইছে রে !

জনার্দ্দন। (জনৈক নাগার প্রতি) হ্যা ভাই নাগা, আমরা গাঙ্গুড়ের ঘাটে সতীমাকে দেখতে যাচ্ছি ; কোন পথ দিয়ে যাব ?

নাগা। আরে লেড়কা, গাঙ্গুড়ের নাম আর লিস না—বলবি সতীর ঘাট ! তোরা কুথা থেকে আসছিস ভাই ?

জনার্দ্দন। আমাদের বাড়ী এখান থেকে অনেক দূরে—সেই সকালে বেরিয়েছি।

নাগা। এ'ত্ত পথ, এই ছোট্টা লেড়কা তুই কেমন কোরে চল্লি ভাই ; তোর গোড়ে যে দরদ লাগবে ! সতীর ঘাট ত এঠি থেকে অনেক দূরে আছে ; কেমন কোরে যাবি ভাই !

জনার্দ্দন। আমরা আস্তে আস্তে যাব এখন ; তুমি আমাদের পথ দেখিয়ে দাও না ভাই !

নাগা। তুই হামার সঙ্গে আয় !

জনার্দ্দন। না ভাই, আমি আমার দাদাকে হাত ধরে নিয়ে যাব ! দাদা অন্ধ—দেখতে পায় না !

নাগা। লে ভাই, তোরা সব বুড়ার হাত ধরিয়ে লে! হামি হামার ছোট্‌কা ভাইকে হামার কাঁধে উঠিয়ে লি।

বৃদ্ধ। আহা, বাঁচলুম! নাও ভাই নাগা, আমার ভাইকে কোলে কোরে নাও। আমার দেহে বল নেই! দাদা আমার অনেক পথ চলেছে! এখনও কিছু খায় নি!

নাগা। (জনার্দ্দনকে কোলে করিয়া) আহা, এমন সোনার মুখ শুখিয়ে গেছে! চল, ভাই, খাবি চল! হামরা তোদের সতীর বাটে নিয়ে যাব!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

গাঙ্গুড়তীরস্থ সাঁতালি পর্ব্বতের পাদদেশে লক্ষীন্দ্রের কঙ্কাল যথাস্থানে সন্নিবেশ-পরায়ণা বেহুলা।

বেহুলা। আজ তুমি উঠবে বলেছ। কিন্তু তোমার কোন কাজই আমি এখনও করি নি! তোমার বেহুলা বড় দুষ্ট হ'য়েছে; সে থাকতে তোমার গায়ে ময়লা পড়ে! তুমি উঠে তাকে খুব বোকো! (হাতের হাড়গুলি মুছিতে মুছিতে) আমার মনে হ'চ্ছে কতদিন যেন তোমার হাত ধ'রে বেড়াই-নি—আজ কোনদিকে বেড়াতে যাব নাথ?

(অদূরে আস্তিক ও চন্দ্রধরের প্রবেশ।)

আস্তিক। দেখ দেখি চন্দ্রধর, জীবনব্যাপী যুদ্ধে যে প্রশ্নের মীমাংসা ক'ত্তে পার নি, সম্মুখের এই মাতৃমূর্ত্তিতে তার সমাধান আছে কি না?

চন্দ্রধর। আস্তিক, এ কি ছবি দেখছি! স্বপ্নরাণী কি আমার সঙ্গে

খেলা ক'চ্ছে? না আমাকে এমন লোকে এনেছে যেখানে অসম্ভবও সম্ভব—যেখানে জীর্ণতরু ফলদান করে—যেখানে শুষ্ক কুসুমে সুবাস বিস্তার করে—যেখানে মন্দ নাই, সবই ভালো—যেখানে আঁধার নাই, শুধুই আলো!

আস্তিক। স্বপ্ন নয়—স্বপ্ন নয়—এ মহাসত্য! এ তোমার সেই মা! গাঙ্গুড়ের জলে যাকে শবকোলে নিয়ে ভাসতে দেখেছ এ তোমার সেই মা! আর ঐ দেখ, কঙ্কালে পরিণত সেই শব মা সামনে দাঁড় করিয়ে পূজা ক'চ্ছে!

চন্দ্রধর। না—না, কঙ্কাল ব'ল না! মা ব'লেছেন—"অজর অমর আমার, সকলই তাহার তরে!" মা কখন মিথ্যা বলেন নি; মা যে জিনিস সাজাচ্ছেন, মা যে জিনিস গোছাচ্ছেন, মা যার এত যত্ন ক'চ্ছেন—তা কখন কঙ্কাল মাত্র হ'তে পারে না! দেখ না আস্তিক, ভাল ক'রে দেখ না?

আস্তিক। ধীরে, চন্দ্রধর, ধীরে! এখানে বুঝি হাত পা নাড়াও অনুচিত; জোরে নিশ্বাস ফেলাও নিষিদ্ধ! দেখছ না—পাখীতে কলরব পরিত্যাগ ক'রেছে—নদীর কল্লোল থেমে গেছে—বাতাসও নিঃশব্দে বইছে! চুপ, চুপ—মা কি ব'লছে শোন!

বেহুলা। (কঙ্কালের বক্ষদেশ মুছিতে মুছিতে) লাগছে কি নাথ? দেখ, আমি খুব আস্তে দেব—তুমি টেরও পাবে না। আহা, এ বুকে কত ভালবাসা! সে ভালবাসা কে না পেয়েছে! তার আকর্ষণে বনের পশু এসে ঐ পদতলে লুটিয়ে পড়েছে—বিমানচারী বিহঙ্গ এসে স্বেচ্ছায় ধরা দিয়েছে—কাননপথে ভ্রমণকালে তরুলতা তাদের আদরের কুসুমগুলি সোহাগভরে ঐ মাথার উপর বর্ষণ ক'রেছে! এ বুকের এক কোণে আমারও স্থান আছে। আমায় যে কত দিন বুকে কর নি? আজ একবার বুকে কর না নাথ!

আস্তিক। শুনছ, চন্দ্রধর, মৃতের অস্থিতে ব্যথা লাগবে ব'লে মা ভীত, কঙ্কাল বক্ষে ধারণ করবার জন্য মা ব্যস্ত!

চন্দ্রধর। শুনেছি—শুনেছি—সমস্ত শুনেছি; চোখের সামনে থেকে একখানা মস্ত বড় পর্দা সরে যা'চ্ছে! চন্দ্রধর, যা কখন হ'তে পারে না ভাবত—আজ তার তাই হ'চ্ছে; আজ মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আপনা হতে তার অভিমানস্ফীত বক্ষ সঙ্কুচিত হ'য়ে আসছে—গর্ব্বোন্নত মস্তক অবনত হ'য়ে পড়ছে! সে বেশ বুঝতে পা'চ্ছে সদর দিয়ে না গেলে অন্দরের পথ চির অর্গলরুদ্ধ থাকবে—কখন মুক্ত হবে না। জীবের সেবা ব্যতীত শিবের প্রীতিসাধন অসম্ভব। বিশ্বদেবতাকে লঙ্ঘন কোরে বিশ্বাতীত দেবতাকে কেউই ধারণা ক'ত্তে পারে না। বিশ্বাতীত দেবতাও যেমনি দেবতা—বিশ্বদেবতাও তেমনি দেবতা! আস্তিক, লোকালোকদর্শী ঋষি তুমি, দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন দিব্যপুরুষ তুমি! বল—বল, তন্ময়ীর এ আকাঙ্ক্ষা কি অপূর্ণ থাকবে—মায়ের এ সাধ কি মিটবে না?

আস্তিক। বুঝিবা মায়ের আশা ব্যর্থ হবে না। ঐ দেখ, ঐ দেখ—মায়ের মা আমার মা মনসা আসছে—রূপের ছটায় দিক আলো ক'রে জ্যোতিম্ময়ী আমার মা আসছে!

(মনসার অন্তর্দ্ধান। মণিভদ্রার প্রবেশ।)

মণিভদ্রা। মা মা, কোথায় গেলে! এই যে আসছিলে, বড় পাপী ব'লে কি পায়ে ঠেললে মা! (আস্তিককে দেখিয়া) আস্তিক, তুমি এখানে! আমার কথা যে মা শোনে না! দেখ না, এত পথ এসে মা বুঝি চলে গেল! তুমি একবার মাকে ডাকো না আস্তিক! (কঙ্কালের দিকে চাহিয়া) ওঃ হোঃ, দেখতে পারি না—আর দেখতে পারি না! মাগো, এ পট পরিবর্ত্তন কর—মৃতসঞ্জীবনী সুধা বর্ষণ কর মা! আমার কোটি জন্মের নৃশংসতা কোটি চক্ষু

বিস্ফারিত ক'রে ঐ কঙ্কালের মধ্য হতে কি তীব্র কটাক্ষ ক'চ্ছে! অসহ্য—অসহ্য! (চন্দ্রধরকে দেখিয়া) এই যে চন্দ্রধর রয়েছ; বেশ হ'য়েছে! তোমার শাণিত অসিতে আমার এই পাপ দেহ টুকরা টুকরা ক'রে ফেল! এ কি—নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বিলম্ব করো না—এসো!

চন্দ্রধর। পারবে না মণিভদ্রা, এ দৃশ্য তুমি দেখতে পারবে না—তুমি আমার কাছে এসো! (হস্ত প্রসারণ)

মণিভদ্রা। ছুঁয়ো না চন্দ্রধর, অস্পৃশ্যা নাগিনীকে ছুঁয়ো না। নেশার ঝোঁকে সে চাঁদ ধ'ত্তে গিছল; উন্মাদিনী হ'য়ে সে সাগরশোষণের প্রয়াসী হয়েছিল! খুব শিক্ষা পেয়েছি! আমার সে নেশা আর নেই—সে উন্মত্ততা কেটে গেছে! মণিভদ্রার নাম পৃথিবী থেকে মুছে ফেল চন্দ্রধর!

আস্তিক। অগ্নি উষ্ণতাবর্জ্জিত, পাষাণ কাঠিন্যশূন্য, সদাগতি রুদ্ধ-গতি, গগনস্পর্শী হিমগিরি গৈরিক চূর্ণে পরিণত! এ কার বিভূতি, এ কার মহিমা, এ কার লীলাবিলাস! ফিরে এসো মা, ফিরে এসো—জননীর জননী তুমি, জীবন মরণের এ সমস্যায় তোমার ক্রীড়া-পুত্তলি জীবকে অসহায়ে ফেলে যেও না!

মনসা। (নেপথ্যে) ব'ল নাক জননীর জননী আমারে।

ভাগ্য ব'লে ভেব নাক ক্ষুদ্র রেণুকারে॥
রাখ মন অচঞ্চল সতীর চরণে।
দেখিবে দেখনি যাহা কখন নয়নে॥

চন্দ্রধর। অশরীরী বাণী—ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ ইন্দ্রিয়গম্য—স্বর্গমর্ত্ত্যের সম্মিলন—এ মহা আয়োজনের উদ্দেশ্য কি আস্তিক?

আস্তিক। আমরা দর্শক মাত্র—দেখতে এসেছি—দেখে যাব! প্রশ্ন করবার আমরা কে? দেখ, দেখ—মা কি ক'চ্ছে দেখ!

বেহুলা। এখনও উঠছ না কেন নাথ? সেবিকাকে সেবার অধিকার দিয়ে তুমি ঘুমিয়েছিলে—সে কি তোমায় অযত্ন করেছে! তার রচনার কি ত্রুটী হয়েছে? দেখিয়ে দাও না নাথ! তুমি না দেখিয়ে দিলে তাকে আর কে দেখিয়ে দেবে? তুমিই ত তার চক্ষু। এই ত পদনখর হ'তে একটা একটা কোরে দেববিগ্রহের সর্ব্বাবয়বসজ্জা সম্পূর্ণ কোরেছি! তবে কেন এ বিগ্রহ তুমি অনুপ্রাণিত ক'চ্ছ না? না-না, ভুল হয়েছে—তোমার অক্ষিসন্নিবেশ এখনও করা হয় নি! এ কি হ'ল! সে করুণ নয়নের কোমল তারাদুটী কোথায় গেল? পাচ্ছি না যে নাথ! তুমি এসে আমার সঙ্গে খোঁজ না! আমি একা যে আর পারি না! না না, আমি অন্যায় আবদার ক'চ্ছি—আমি প্রলাপ বকছি! তোমার আঁখি নেই—তুমি খুঁজবে কেমন কোরে? তাইত - কি করব? একটা কথা বলব নাথ? আমার এ দুটীতে হবে নাকি? তুমি ত বল এ দুটী তোমার বড় মনোমত—তোমার জিনিস তোমায় দেব, তুমি কি তাতে অসন্তুষ্ট হবে?

চন্দ্রধর ও মণিভদ্রা। (বেহুলার প্রতি) কি কর—কি কর!

আস্তিক। কি কর কি কর চন্দ্রধর!
এ মহা মুহূর্ত্তে মণি,
আত্মহারা হ'য়ো নাক আর;
দেখ চেয়ে
জলে স্থলে ব্যাপিয়া বিমান—
প্রকৃতির কি বিরাট ঘটে বিপর্যায়!
ছায়াপথ নহে শুধু ছায়াপথ আর!
শত সূর্য্য শত শশী,
লয়ে গ্রহ তারা রাশি,

বিকশিত হইয়াছে
উদ্ভাসি সে পথ!
নিষ্প্রভ হতেছে তারা,
শশী বুঝি জ্যোতিহারা,
প্রভাকর প্রভা ছোটে
ছাড়ি প্রভাকর!
না—না,
এত শুধু জ্যোতি নয়!
নহে মাত্র, আলোক বিকাশ!
আসে ঐ মূর্তিমতী সবিতা জননী,
ত্যজি সবিতৃ মণ্ডল!
একি—একি!
সবিতার রূপরাশি,
সতী অঙ্গে মিশে আসি,
কোটি শশী পরকাশি,
সতী পদনখে!
বাজিছে মঙ্গল বাদ্য
ভূলোকে দ্যুলোকে!
সহসা কাঁপিছে পৃথ্বী,
কিবা ঘন ঘন!
বসিয়া পাতালপুরে তমোময় লোকে—
বিস্তারি অনন্ত ফণা
গর্জ্জিতেছে নাগরাজ—
ওই শুন সে গর্জ্জন!
বাজাইয়ে প্রলয়ের বিষম বিষাণ,

পুনঃ হের—
আমারই জননী আসে,
ফণীভূষা ফণীবাসে,
পাদস্পর্শে জাগে যাঁর
পাষাণে পরাণ!
মুগ্ধ বিশ্ব চেয়ে রয়,
সতী অঙ্গে হয় লয়,
মনসা মানসী-কন্যা বিশ্ব বিধাতার!
ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে,
দেখ একে একে এসে,
ব্রহ্মাণী রুদ্রাণী লক্ষ্মী
বারুণী সতীউরসে!
জাগিয়াছে মহাশক্তি
সতীর সাধনা ফলে।
আকর্ষিছে বিশ্বব্যাপী
শক্তিরাশি ভীমবলে॥
উথলিলে মহাসিন্ধু
বিন্দু কি থাকিতে পারে,
স্থির হ'য়ে নিজস্থানে
সিন্ধুরে উপেক্ষা ক'রে!
সতী-হৃদে প্রতিষ্ঠিত
শক্তি কেন্দ্র লক্ষ্য ক'রে—
আসিতেছে ছুটে তাই,
যেখানে যে শক্তি ধ'রে!
সতীলীলা শক্তিলীলা

কি বিরাট কি বিশাল!
ধারণা করিতে বুঝি
পারে নাক মহাকাল!

বেহুলা। (লক্ষ্মীন্দ্রের কঙ্কালসম্মুখে নতজানু হইয়া)

গীত।

আমার কোন সাধই অপূরিত
রাখনি ত এ জীবনে।
বাকী ছিল যাও তাহা
পূরায়েছ সযতনে॥
আমার বড় আশা ছিল মনে,
তোমায় দেখিব তোমার নয়নে,
বিশ্বনাথ তুমি আমার,
তুমি কি ভাবে আছ ভুবনে।
যেথা নিজেরে লুকায়ে তুমি
রাখিয়াছ গিরিবনে,
নভঃ কোলে উঠে খেল
মেঘ হ'য়ে মেঘ সনে।
যে বারেক তোমার চোখে দেখে,
সবই যে তার নূতন ঠেকে,
এছার চোখে তার কাজ কি থাকে,
সে চাইবে কেন পুরাতনে।

তোমাধনে ধনী আমি,
মানিনী তোমারই মানে।
আমার আছে মাত্র (এই) তুচ্ছ আমি,
তাও বাঁধা ঐ শ্রীচরণে ॥

এই নাও নাথ, এই নাও—তোমারই পুষ্প তোমার পদে অঞ্জলি দিই—হাসিমুখে গ্রহণ কর! ওঠ জগদীশ্বর আমার—জাগো সর্ব্বেশ্বর আমার—একবার দাসী ব'লে ডাক!

(চক্ষু উৎপাটনে উদ্যতা)
লক্ষ্মীন্দ্রের পুনর্জীবন লাভ।

লক্ষ্মীন্দ্র। (বেহুলার হস্তধারণ পূর্ব্বক) ওঠ, বেহুলা, ওঠ! আজ তোমার শক্তিতে আমি পূর্ণ শক্তিমান; আজ তোমার পরীক্ষার শেষ, সাধনার শেষ, তপস্যার শেষ; তোমার আঁখি দুটি তোমারই থাক, তোমার সাধ অপূর্ণ রাখব না! দেখ বেহুলা, আমার চোখে আমায় দেখ—আমিও তোমার নয়নে, তোমার প্রীতিভরা নয়নে বিশ্বসংসার দেখে মুগ্ধ হই! আজ আমাদের যথার্থই শুভদৃষ্টি বিনিময়ের দিন! চল, বেহুলা, চল—তোমার আমার উভয়ের দৃষ্টি সম্মিলিত ক'রে পূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে আমাদের প্রত্যক্ষ ভগবান পিতৃদেবের চরণে প্রণত হই!

চন্দ্রধর। এ কার কণ্ঠস্বর—এ কার কণ্ঠস্বর! আস্তিক, আমি আত্মহারা, জ্ঞানশূন্য! বল বল, একি আমারই পুত্র লক্ষ্মীন্দ্র কথা কইলে? না দৈবী মায়া!

আস্তিক। দৈবী মায়া তাতে সন্দেহ নেই চন্দ্রধর, কিন্তু ঐ দেখ, প্রত্যক্ষ দেখ—তোমার পুত্র ও পুত্রবধূ তোমার চরণধূলি নিতে অগ্রসর।

(বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দ্রের প্রণাম করণ)

লক্ষ্মীন্দ্র। পিতা—পিতা!

চন্দ্রধর। ডাকো—ডাকো—আবার ডাকো!

বেহুলা। পিতা, প্রতিশ্রুত ছিলাম, স্বামীর হাত ধ'রে আপনার চরণে প্রণাম করব। আজ আমার স্বামীর কৃপায় সে সাধ পূর্ণ! (মণি-ভদ্রাকে দেখিয়া) ও কে দাঁড়িয়ে! সই—সই—তুমি! যে দেবতাকে পাবার জন্য উন্মাদিনী হ'য়েছিলে, সেই দেবতা তোমার সম্মুখে; নাও—গ্রহণ কর।

মণিভদ্রা। দেবতা—দেবতার; আমি অস্পৃশ্যা নাগকন্যা; দূর হতে দেবতাকে প্রণাম করি! কুমার, আমি আর মণিভদ্রা নই—মনিয়াও নই—আমি বেহুলার দাসী—সতীর সেবিকা! আর আমার প্রাণে জ্বালা নেই—আকাঙ্ক্ষা নেই—মূর্ত্তিমতী শক্তি আমার সমক্ষে—আমি আজ ধন্য!

আস্তিক। এতদিনে ব্রত পূর্ণ! দেবলীলা যথার্থই মনুষ্যবুদ্ধির অগম্য!

মণিভদ্রা। না আস্তিক, এ মিলনের আনন্দ এখনও পূর্ণ হয় নি; দাঁড়াও—দাঁড়াও, ক্ষণিক অপেক্ষা কর—আমি আসছি! [প্রস্থান।

(নেড়ার প্রবেশ।)

নেড়া। সত্যি নাকি! সত্যি নাকি! দাদা আমার বেঁচেছেন—দাদা আমার বেঁচেছেন! কই, কোথায় সব—আমি যে চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি নে! আমার এ কি হ'লেন! কৈ কোথায় কর্ত্তা রাজা—কোথায় দাদা—কোথায় সতী মা!

চন্দ্রধর। নেড়া—নেড়া, এই দেখ—লক্ষ্মীন্দ্র আমার জীবিত!

নেড়া। এই যে—এই যে দাদা! কি আনন্দ—কি আনন্দ! দাদা, দাদা—একবার নেড়া দাদা বলে ডাক ভাই! বুকের মধ্যে আগুনের পাঁজা সাজিয়ে দিইছিলি যে দাদা! একবার ডাক—সে আগুনটা ঠাণ্ডা হোন!

লক্ষীন্দ্র। দাদা—দাদা!

নেড়া। ওরে, এতদিন এত কষ্টেও নেড়া মরেন নি; আজ বুঝি মলেন! কত্তা রাজা, দেখছ কি! এসো, তোমাদের সবাইকে কাঁধে ক'রে নেড়া ছুটে একবার মা ঠাকরুণের কাছে না নিয়ে গিয়ে আর মরছেন না! কি আনন্দ—কি আনন্দ; শীগ্‌গির চল কত্তা! নইলে নেড়া এইখানেই ম'রে যাবেন!

চন্দ্রধর। আমার দুটা চক্ষুর একটীকে আজ ফিরে পেলুম! প্রভুভক্ত ভৃত্য! তোমার আনন্দ দেখে চক্ষু আমার জলে ভ'রে আসছে!

(চন্দ্রধরের কনিষ্ঠপুত্রের হাত ধরিয়া মণিভদ্রার
পুনঃ প্রবেশ।

মণিভদ্রা। একটা কেন চন্দ্রধর, তোমার দুই চক্ষুই বিদ্যমান! এই নাও—তোমার কনিষ্ঠ পুত্রকে গ্রহণ কর! পারি নি, চন্দ্রধর, তোমার দৃঢ়তায় মুগ্ধ হ'য়ে এ শিশুকে হত্যা ক'ত্তে পারি নি! এই শিশুর মুখে, করুণ নয়নে আর একজনের মুখের প্রতিচ্ছবি দেখে, আমার অহিসুলভ হৃদয় ক্ষণকালের জন্য বিষ উদ্গীরণ ক'ত্তে ভুলে গিয়েছিল; তাই পারি নি হত্যা ক'ত্তে চন্দ্রধর! এই নাও—গ্রহণ কর!

চন্দ্রধর। সত্যই ব'লেছ আস্তিক! মূঢ় আমি—অন্ধ আমি—বুঝতে পারি নি—

সতীলীলা শক্তিলীলা
কি বিরাট কি বিশাল।
ধারণা করিতে তারে
পারে নাক মহাকাল!

যবনিকা পতন।